



## চার জেলায় পুলিশ সুপার বদল

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। রাজ্যের চার জেলায় পুলিশ সুপার সহ পুলিশের উচ্চস্তরে ব্যাপক রদবদল করা হয়েছিল। পুলিশের আইপিএস এবং টিপিএস স্তরে বদলি হলেন ১৬ জন। পুলিশের সদর দফতর থেকে এক নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। এর আগে বেশ কিছু থানার ওসি পর্যায়ে রদবদল করা হয়। এবার উচ্চস্তরে রদবদল ঘটানো হলো। পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার শংকর দেবনাথকে এআইজিপি সদর দফতরে বদলি করা হয়েছে। পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার হয়েছেন কিরণ কুমার কো। তিনি এতদিন উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ছিলেন। ভানুপদ চক্রবর্তীকে উত্তর জেলার পুলিশ সুপার করা হয়েছে। তিনি দীর্ঘবছর উত্তর জেলার পুলিশ সুপার পদে কর্মরত ছিলেন। এতদিন সিরিয়াস ক্রাইম এবং ইনোমিনিক অফেন্সের এসপি

হিসাবে কর্মরত ছিলেন। খোয়াই জেলার এসপি রতিন্দ্র জুন দেবনাথকে সিরিয়াস ক্রাইম শাখার এসপি করা হয়েছে। এখন থেকে খোয়াই জেলার এসপির দায়িত্ব পালন করবেন রমেশ চন্দ্র যাদব। তিনি এতদিন ধলাই জেলার এসপি করা হয়েছে। তিনি পশ্চিম জেলার রুরালের অতিরিক্ত এসপি হিসাবে এতদিন কর্মরত ছিলেন। এখন থেকে ট্রাফিক সুপারের দায়িত্ব পালন করবেন মানিক দাস। তিনি এতদিন টিএসআরের প্রথম বাহিনীর কমান্ডেণ্টের দায়িত্ব সামলেছেন। আইজিপি ক্রাইম জিএস রাওকে আইজিপি টিএসআর পদে বদলি করা হয়েছে। আইজিপি টিএসআর ছিলেন সৌমিত্র ধর। তাকে আইজিপি আইন শৃঙ্খলা পদে বসানো হয়েছে। আইজিপি আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব পালন করেছেন

এল ডালং। তাকে আইজিপি ক্রাইম বদলি করা হয়েছে। মঞ্চের ইঞ্জিনারকে ডিআইজিপি সাউদার্ন ও নর্দান রেঞ্জের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আবুলা রমেশ রেড্ডিকে ডিআইজিপি হেডকোয়ার্টারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী এতদিন এসবি শাখার এসপি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন থেকে ডিআইজিপি ক্রাইম সহ এসবি শাখার এসপি ও ডিজিটালসের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন। সুদীপ্ত দাসকে ইকোনমিক অফেন্সের এসপি হিসাবে বদলি করা হয়েছে। এসপি ট্রাফিকের দায়িত্ব সামলেছিলেন আর ডালং। তাকে পুলিশ সদর দফতরে অপেক্ষমান তালিকায় রাখা হয়েছে। সাক্ষরম এসজিপিওর দায়িত্বে ছিলেন নমিত পাঠক। তাকে পশ্চিম জেলার (গ্রামীণ) অতিরিক্ত এসপি হিসাবে

৯-এর পাঠায় দেখুন

## যান দুর্ঘটনায় হতাহত ২

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ এপ্রিল।। যান দুর্ঘটনা যেন নিত্যদিনের সঙ্গী। রবিবার সন্ধ্যা ৮ নাগাদ উদয়পুর মাতবাড়ি স্কুলের সামনে দ্রুত গতিতে থাকা বাইক দুই চলতি আরোহী ব্যক্তি সজরে ধাক্কা মারে এতে একজন আহত ও একজন নিহত হয়। আহত সঞ্জীব দেবনাথ বয়স ২৩, নিহত রবীন্দ্র পাল বয়স ৬৭ বাড়ি মাতবাড়ি। ঘটনার বিবরণী জানা যায়, উদয়পুর মাতরাবড়ি এলাকায় বাজার করে যাবার সময় মাতবাড়ি স্কুলে সামনে দ্রুতগতিতে থাকা একটি বাইক দুই চলতি আরোহী ব্যক্তিকে সজরে ধাক্কা মেরে ওই বাইক আরোহী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। সেখানে স্থানীয় লোকজনরা ঘটনা দেখতে পেয়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেয় তৎক্ষণা অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ছুটে এসে গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। পরবর্তী সময় আর কেপুর থানার পুলিশ বাহিনী গোমতি জেলা হাসপাতালে এসে ঘটনার তদন্তে নামে। ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়া বাইক আরোহী এখনো উদ্ধার হয়নি। এই মৃতদেহটিকে গোমতি জেলা হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়। এই নিয়ে এলাকায় শোকার ছায়া নেমে আসে।

## সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ এপ্রিল।। সাম্প্রদায়িক সুরসুরি সমাজের একটা বিরতি ব্যাপি। তাতে রাজ্যের ও দেশের সান্ত্বনামূলক নষ্ট হয় যেখানে আমরা স্বাধীন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বাস করি। সেখানে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক সুরসুরি কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না সে যে ধর্মেরই হোক না কেন। কিছু কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও প্রচার করে সমাজকে কলুষিত করছে। এগুলি কে শক্ত হাতে মোকাবেলা না করলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় বড় ধরনের এক বিপর্যয় ঘটবে এটা

৯-এর পাঠায় দেখুন

৯০ শতাংশ ক্রটি সাড়াই

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। ঋতু বৃষ্টিতে সারা রাজ্যে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বিদ্যুত নিগমের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে দক্ষিণ এবং সিপাহীজলা জেলায়। খোয়াই জেলায় ব্যাপক শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতি হয়েছে ফসলের। বাড়িঘরেও ক্ষতিগ্রস্ত। সারা রাজ্যে বিদ্যুতের যে ক্ষতি হয়েছে তার ৯০ শতাংশ সাড়াই করা গেছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পরিবাহী তার যেমন ছিঁড়ে পড়েছে তেমনি ট্রান্সফর্মারের ক্ষতি হয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নিগম কর্মীদের কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া

৯-এর পাঠায় দেখুন

## আক্রান্ত যুবমোচার জেলা সভাপতি

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা/কৈলাসহর, ২৩ এপ্রিল।। নবাবের হাতে মার খেলেন যুবমোচার জেলা সভাপতি। শনিবার রাতে বাইক থামিয়ে তাকে প্রচণ্ডভাবে মারধর করা হয়। শনিবার রাত ১২টা নাগাদ বিজেপির উনকোটি জেলার যুবমোচার সভাপতি অরুণ ধরকে রক্তাক্ত করে একদল দ্রুতকারী হাসপাতালে পাঠিয়েছে। জানা গেছে, নিজের দলের কর্মীদের হাতেই তিনি নিগৃহীত হয়েছেন। শাসক দলের যে বেণু জল চুকেছে তা স্বীকার করতেই রাজ্যস্তরীয় নেতারাও ফলে ২০১৮ সাল থেকে যারা সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে সেই সময়ের বাম সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং পরিবর্তন করার সংগ্রামে নিজের উজার করে দিয়েছেন তারাই এখন নবাবের হাতে আক্রান্ত হচ্ছেন। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শাসক দলের নেতারাও আক্রান্ত হওয়ার

খবর রয়েছে। শনিবার গভীর রাতে পাঁচ থেকে ছয়জনের এক দ্রুতকারী দল অরুণ ধরের বাইক



থামিয়ে তাকে রক্তাক্ত করে। চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেলেও অভিযুক্তদের পুলিশ এখনো গ্রেফতার করতে পারেনি। অখচ খবর পাওয়ার সাথে সাথেই কৈলাসহর থানার পুলিশ বিশাল বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। আক্রান্তকে কৈলাসহর জেলা

হাসপাতালে পাঠানো হয়। আক্রান্তদের নামধাম জানানোর পরেও পুলিশ কেন তাদের গ্রেফতার

করতে পারেনি এখন সেটাই প্রশ্ন। কৈলাসহর বিজেপি দলের অন্তরকোন্দল প্রকাশ্যে। ২০২৩ সালের বিধানসভা ভোটের সময় যেসব নেতৃত্বদ্বারা অন্য দল ত্যাগ করে বিজেপি দলে এসেছিলেন এরাই

৯-এর পাঠায় দেখুন

## দুরারোগ্য ব্যাধিতে ধুকছে চা শিল্প

## কচি পাতা যাচ্ছে আসামে উৎসাহ হারাচ্ছে শ্রমিকরা

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। বর্তমানে রাজ্যের সমস্ত চা বাগানের অবস্থা খুবই খারাপ। জানা গেছে, ২০১৩ সালের চা বাগান শ্রমিকদের মজুরি ছিল ৫৮ টাকা। ২০২২ সালে সেই মজুরি গিয়ে দাঁড়ায় ১৭৬ টাকায়। শ্রমিকদের মজুরি বাড়লেও কাজ সমান থেকে যাচ্ছে। কাজ বাড়ছে না। রাজ্যের বিভিন্ন চা বাগান কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জানা গেছে, চা বাগানের সপ্তাহে দু থেকে তিন দিন কাজ করলেই রেশন পেয়ে যাচ্ছেন শ্রমিকরা। বাগানের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার পরও সপ্তাহের বাকি দিনগুলো সেইবধি শ্রমিকরা রেগা কিংবা বাইরে বেশি

টাকার বিনিময়ে কাজ করছেন। যার ফলে বাগানে শ্রমিকের যেমন অভাব দেখা দিয়েছে তিক তেমনি কাজের জন্য শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। বাগানের বাইরে কাজ করলে শ্রমিকরা মজুরি বেশি পাওয়ায়, শ্রমিকরা বর্তমানে বাগানের বাইরে কাজ করতে বেশি উৎসাহী। যার ফলে বাগানগুলোর অবস্থা বর্তমানে খুবই খারাপ চলছে তিন বছর আগেও যেখানে কয়লার কেজি ছিল ১৩ থেকে ১৪ টাকা। গত বছর তা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ টাকায়। বাগান মালিকরা জানান, এই বছর কয়লা কিনতে হচ্ছে ২০ টাকা দরে। ফলে ত্রিপুরার কাঁচা পাতা আসামের কাছার জেলায় চলে যাচ্ছে। সিটিসি

পরিমাণে কম তৈরি হচ্ছে ত্রিপুরার যার ফলে রাজ্য সরকার রেভিনিউ হারাচ্ছে। জানা গেছে, আসাম সরকার করোনায় পরবর্তী সময়ে বাগান কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য প্রায় সবগুলো বাগানকে মিলিয়ে ৬২ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। ত্রিপুরা সরকার তা এখনও করে উঠতে পারেনি। ফলে ত্রিপুরার বাগান মালিকদের বর্তমানে বাগানগুলো চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এরকম চলতে থাকলে চা বাগানগুলো বন্ধ হতে বেশিদিন লাগবে। অনেক বাগান মালিক জানান, এই পরিস্থিতিতে আগামী দিনে চা শিল্পকে টিকিয়ে

৯-এর পাঠায় দেখুন

## ক্রীড়া ক্ষেত্রে উত্তর পূর্বকে গুরুত্ব

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। ক্রীড়া জগতেও উত্তর পূর্বনিলকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার নীতি নিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। এই লক্ষ্যে দেশের সমস্ত রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রীদের বৈঠক এবং মনিপুরের বমচে। মনিপুরের রাজধানী ইম্ফলে আগামী কাল অর্থাৎ ২৪ শে এপ্রিল থেকে গুরু হব দেশের ক্রীড়া মন্ত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক চলবে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর দুই দিনের এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ভার্চুয়ালি ক্রীড়া মন্ত্রীদের বৈঠকে বক্তব্য রাখবেন।

ত্রিপুরার ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বৈঠকে যোগ দিতে আজকেই ইম্ফল পৌঁছে গেছেন। ইম্ফল পৌঁছেই টেলিফোনে রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী

টিঙ্কু রায় জানিয়েছেন, দেশের ক্রীড়া মন্ত্রীদের দুই দিনের বৈঠকের মূল উদ্দেশ্যই হলো ক্রীড়া ক্ষেত্রের মান উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ। দেশের খেলোয়ারদেরকে আন্তর্জাতিক মানে গড়ে তোলা। এই মুহূর্তে পৃথিবীর অধিক লোকসংখ্যার দেশ ভারত। অখচ খেলায় দুনিয়ায় এখনো অনেক পিছিয়ে। কিন্তু কেন? আগামী দুই দিন ধরে এনিয়েই চুলচেরা বিশ্লেষণ করবেন দেশের ক্রীড়া মন্ত্রীরা। রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায় আরও জানিয়েছেন, ক্রীড়া ক্ষেত্রে উত্তর পূর্বের রাজ্য গুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘ দিন পরিকল্পনা নিচ্ছে। বিশেষ করে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই ক্রীড়া ক্ষেত্রে উত্তর পূর্বনিলকে গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষে। কেননা, মীরাবাদি চানু থেকে গুরু করে দেশের বেশিরভাগ ফুটবলাররা

এই উত্তর পূর্বেরই। তাই খেলার জন্য সমস্ত ধরনের পরিকাঠামো নির্মাণ এবং সুযোগ সুবিধা প্রদানে এবার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র। ত্রিপুরার খেলোয়াড়দের মান উন্নয়ন এবং খেলাধুলার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বৈঠকে লিখিত বেশ কিছু প্রস্তাব রাখবেন বলে মন্ত্রী টিঙ্কু রায় নিজেই জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, ত্রিপুরাতেও ভালো সংখ্যক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে। বিশেষ করে থাম পাহাড়ে। কিন্তু পর্যা্যু পরিকাঠামোর অভাব, উন্নত মানের প্রশিক্ষণের অভাব সর্বোপরি ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নে সরকারের সঠিক নীতির অভাবে প্রতিভা থাকার পরও এগিয়ে যেতে পারছেন। ত্রিপুরা। তাছাড়া রাজ্যের খেলোয়াড়দের প্রায় সবাই অত্যন্ত আর্থিক ভাবে

৯-এর পাঠায় দেখুন

## দেশি বন্দুক উদ্ধার

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় দেশি বন্দুকের ছড়াছড়ি। কেউ কেউ শিকারী বন্দুকও বলছে। কিন্তু এই দেশি বন্দুকগুলো বিভিন্ন সময়ে মানুষকে ভয়ভীতি দেখানোর জন্যে ব্যবহার করা হয় বলে খবর। প্রত্যন্ত এলাকায় দেশি বন্দুক উচিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে তোলা আদায় করার ঘটনাও ঘটছে। গত ময়ামাসে ধলাই জেলার বিভিন্ন জঙ্গল থেকে তিন থেকে চারটি দেশি বন্দুক উদ্ধার হয়। পুলিশ বন্দুক উদ্ধার করেই দায়িত্ব খালাস। বন্দুক কোথা থেকে এলো এবং আরো বন্দুক মজুত রয়েছে কিনা তার খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন পুলিশ। ফলে দিনের পর দিন দেশি বন্দুক নিয়ে ঘোরাক্ষেপার ঘটনা বাড়ছে।

৯-এর পাঠায় দেখুন



## সাংবিধানিক সমাধান: খ্রিস্টান ধর্ম ও হিন্দু ভোট

সব্যসাচী ঘোষাল

আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তিপ্রামথার দাবি মেনে কেন্দ্রীয় সরকার কি জনজাতি উন্নয়নের স্বার্থে নিয়োগ করবে ইন্টারলোকটর? এই প্রশ্নের উত্তর এখনো স্পষ্ট নয়। গত ২৭মার্চ তিপ্রামথার সুপ্রিমো প্রদ্যুং কিশোরকে ইন্টারলোকটর নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও ইন্টারলোকটর নিয়ে নিশ্চুপ কেন্দ্রীয় সরকার তথা দেশ ও রাজ্যের শাসক দল বিজেপি। পুরো বিষয় এখন কেন্দ্রীয় সরকারের কোর্টে। এই মুহূর্তে মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছেন তিপ্রামথার সুপ্রিমো প্রদ্যুং কিশোরও যদিও তিনি

অসুস্থ চিকিৎসাধীন আছেন সিঙ্গাপুরে। বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকার কেন তিপ্রামথার সঙ্গে সাংবিধানিক সমাধানের পথে হাঁটতে চাইছে না? তার প্রধান কারণ

৮০ শতাংশ নেতা - কর্মী - সমর্থক খ্রিস্টান। বাদবাকি ২০ শতাংশ হিন্দু। দলের সর্বমস্ত কর্তা প্রদ্যুং কিশোর নিজেও একজন হিন্দু। তারপরও এই মুহূর্তে পাহাড়ে প্রবল ভাবে

মিশনারীর লোকজন নানান প্রলোভন দিয়ে হিন্দু জনজাতিদের খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করছে। পাহাড়ের গরীব জনজাতির সুযোগ সুবিধার জন্য নিজ ধর্ম ত্যাগ করে গ্রহণ করছে খ্রিস্টান ধর্ম। তিপ্রামথাকে দাবি মেনে সাংবিধানিক সমাধানের নামে নানান ভাবে এডিসির ক্ষমতা বৃদ্ধি করলে আক্ষরিক অর্থে পাহাড়ে আরোও শক্তিশালী হয়ে উঠবে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচারকরা। তখন এডিসির প্রশাসকরা বকলম খ্রিস্টান ধর্মের আরোও বেশি করে প্রচার ও প্রসারের জন্য দুই হাত খুলে কাজ করবে কারণ তিপ্রামথার সিংহভাগ অংশ খ্রিস্টান ধর্মের পৃষ্ঠ পোশাক। আর ধর্মের ইস্যুতে তারা প্রদ্যুং কিশোরের বক্তব্যকেও

৯-এর পাঠায় দেখুন



দুটি। বলছেন রাজনীতিকরা। \*প্রথমত: পাহাড়ে ধর্মাসক্তরা রাজনীতিকদের ব্যাখ্যা, তিপ্রামথার

বাড়ছে ধর্মাসক্তদের হিড়ক। হিন্দু জনজাতিরা ধারাবাহিক ভাবেই হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্মের দিকে।। খ্রিস্টান

৯-এর পাঠায় দেখুন

## কমেছে গরম আজ থেকে খুলবে স্কুল-কলেজ

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। স্বস্তির বৃষ্টি নামতেই খুলে যাচ্ছে স্কুল কলেজ। রাজ্যের অস্বাভাবিক তাপপ্রবাহের পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের কথা চিন্তা করে তড়িঘড়ি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। প্রাথমিকভাবে পরিস্থিতি বিচার করে ১ সপ্তাহের জন্য নেওয়া হয়েছিল সিদ্ধান্ত। খাতায়-কলমে শনিবার পর্যন্ত রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ রাখার নির্দেশিকা জানানো হয়েছিল শিক্ষা দফতরের তরফে। গত সোমবার থেকেই রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্কুল, কলেজ এবং

৯-এর পাঠায় দেখুন

## ভাঙাচোরা কুড়ানো দুই শ্রমিকের মধ্যে মারপিট

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ এপ্রিল।। প্রচণ্ড প্রখর রোদে ভাঙাচোরা কুড়াতে যাওয়া দুই শ্রমিকের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে কথা কাটাকাটি পরবর্তী সময়ে মারধরের ঘটনায় রক্তাক্ত হয় এক শ্রমিক এবং থানায় মামলা দায়ের। প্রচণ্ড দাবদাহে দিন-দুপুরে ভাঙাচোরা কুড়ানো দুই শ্রমিকের মধ্যে মারধরের ঘটনায় রক্তাক্ত এক শ্রমিক। থানায় মামলা দায়ের। ঘটনা রবিবার দুপুরে গোমতী জেলা সদর উদয়পুর মহকুমা মার রাধাকিশোরপুর থানাধীন খিলপাড়া

৯-এর পাঠায় দেখুন

## দুর্ঘটনায় আহত পাঁচ

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় পাঁচজন আহত হয়েছেন। শনিবার গভীর রাতে রাজধানীর কর্ণেল চৌমুহনিতে এই ঘটনা। গাড়িটি ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত গাড়িটিকে শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ। অব্যাপ্তি প্রতিনিধি রাজ্যের কোথাও না কোথাও দুর্ঘটনা ঘটছে। এতে মৃত্যুর ঘটনা যেমন বাড়ছে তেমনি আহত হচ্ছেন অনেক মানুষ। রাজ্যের দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষের উপর দ্রুতবেগে থেয়ে আসা গাড়ি আছড়ে পড়ছে। শনিবার রাতে শহরের কর্ণেল চৌমুহনিতে দ্রুতবেগে থেয়ে আসা একটি গাড়ির ধাক্কায় পাঁচজন আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, আহতদের মধ্যে আমতলির সুকান্তপল্লীর বাসিন্দা রঞ্জিত ঘোষ এবং কর্ণেল চৌমুহনির বাসিন্দা পবিত্র চক্রবর্তীরা অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের রাতেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর

৯-এর পাঠায় দেখুন

## ৪ নেশাখোর যুবক আটক

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। নেশা মুক্ত সমাজ গঠনের উদ্যোগ তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রশান্তকান্ত ত্রিপুরার। যুব সমাজকে ড্রাগসের কালো ছায়া থেকে বের করে আনতে ময়দানে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। সংবাদে প্রকাশ, ড্রাগসের নেশার সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত চার যুবককে আটক করে পুলিশ। তেলিয়ামুড়া থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই চার যুবককে আটক করে পুলিশ। অভিযোগ, এই চার যুবক দীর্ঘদিন ধরে নেশা সামগ্রী ড্রাগসের বিক্রি এবং সেবন করে আসছে। পরবর্তীতে রবিবার তেলিয়ামুড়ায় নেশার সাম্রাজ্য দমনে পুলিশ অভিযান চালিয়ে এই চার যুবককে তেলিয়ামুড়া থানাধীন বিভিন্ন এলাকা থেকে আটক করে এবং আটকৃত এই চার যুবককে

৯-এর পাঠায় দেখুন



## সম্পাদকীয় শিশুর খিদে

ভারতে শিশুর ক্ষুধার বহর নতুন নিরিখে পরিমাপ করে একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষা দেখাল এক উদ্বেগজনক ছবি। এখনও দু”সহর বয়স হয়নি, অথচ দিনভর অভুক্ত থাকছে, ভারতে এমন শিশুর সংখ্যা উনবাট লক্ষ। এই তথ্য মিলেছে জাতীয় পরিবার এবং স্বাস্থ্য সমীক্ষার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে, যা সরকারি তথ্য। এত দিন বয়স অনুপাতে শিশুর ওজনের স্বল্পতা (ওয়েস্টিং) দৈর্ঘ্যের স্বল্পতা (স্টাটিং) দিয়ে মাাপা হত শিশু অপুষ্টি। এই প্রথম খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ খতিয়ে দেখা হল, এবং বোঝা গেল যে, ছ”মাস থেকে তেইশ মাস বয়সের শিশুদের প্রায় কুড়ি শতাংশেরই একটা গোটা দিন অভুক্ত থাকার ঝুঁকি রয়েছে। আরও আক্ষেপের কথা, ২০১৬ সাল থেকে ২০২১ সালের মধ্যে এই চিত্রে কোনও উন্নতি হয়নি, বরং সামান্য অবনতি হয়েছে। সব রাজ্যে অবশ্যই এই ছবি এক নয় পশ্চিমবঙ্গ-সহ কুড়িটি রাজ্যে ‘খালিপেট’ শিশুর অনুপাত কমছে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ এবং ছত্তীসগঢ়, এই দু’টি রাজ্যে এমন খাদ্যবঞ্চনা এতই বেড়েছে যে, জাতীয় গড়ে তার বিরূপ প্রভাব পড়েছে। গবেষকরা জানিয়েছেন, শিশুদের খাদ্যবঞ্চনার সম্পূর্ণ ছবি এই সমীক্ষা থেকে পাওয়া সম্ভব নয় হয়তো এই উনবাট লক্ষ শিশুর অনেকেই একাধিক দিন খাদ্য পায়নি, বা পুষ্টিগুণহীন খাদ্য পেয়েছে। তবে এত ছোট শিশুদের মধ্যে ক্ষুধার এই ব্যাপ্তি আগে এত স্পষ্ট হয়নি। ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ সালের মধ্যে ‘স্টাটিং’ এবং ‘ওয়েস্টিং-এর হার ভারতে কিছু কমছে। কেন্দ্র একেই “সাফল্য” বলে দাবি করে আসছে। এখন খাদ্য বঞ্চনার এই চিত্র নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। প্রথম চিন্তাটি খাদ্যসুরক্ষা নিয়ে। ভারতকে ক্ষুধাশূন্য করা, জন্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার যে লক্ষ্য ভারত গ্রহণ করেছে রাষ্ট্রপুঞ্জের সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য এর অংশ হিসাবে, তার দিশা অস্পষ্ট। আজও ভারতে তিন জন শিশুর মধ্যে অন্তত এক জন অপুষ্টি। ২০২১ সালের গ্লোবাল নিউট্রিশন রিপোর্ট বলছে, সম্ভোজাতের ওজনে ঘাটতি, শিশু অপুষ্টি, মায়ের মৃত্যুহার, রক্তাক্ততা- প্রতিটি নিরিখেই ভারত পিছিয়েছে। অতএব, ভারতের খাদ্য সুরক্ষা নীতির ফের পর্যালোচনা প্রয়োজন। অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্পের অধীনে ছ”মাস থেকে তিন বছরের শিশুর জন্য প্রভাব পাঁচশো ক্যালরি সম্পন্ন খাবার (যেখপ্তি গ্রোটিন-সহ) সরবরাহ হওয়ার কথা। তা সত্ত্বেও কেন এই বয়সের শিশুদের মধ্যে ক্ষুধার প্রকোপ এত বেশি? তার কারণ, বরাদ্দের অপ্রতুলতা, কর্মীর অভাব এবং নজরদারির গাফিলতিতে বিপন্ন এই প্রকল্পটিই। অথচ, এই প্রকল্পটিই সার্থক ভাবে কাজ করলে প্রশমিত হত দ্বিতীয় উদ্বেগটি শিশুর পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। অতি ছোট শিশুর অভুক্ত থাকার কারণ কেবল খাদ্যাভাব নয়, তাকে খাইয়ে দেওয়ার লোকের অভাব। দরিদ্র পরিবারের মা কাজে বেরোতে বাধ্য হলে শিশুর পরিচর্যা অবহেলিত হয়, এ-ও শিশু-অপুষ্টির কারণ। দরিদ্র, শ্রমজীবী এলাকাগুলিতে সারা দিনব্যাপী অঙ্গনওয়াড়ি, বা ক্রেশ চালানো তাই প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞরা শিশুর চাহিদাগুলি চিহ্নিত করে নির্দিষ্ট ভাবে সেগুলি পূরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। বিশাল প্রকল্পের বিপুল বরাদ্দের প্রচার থেকে সে ক্ষেত্রে বেরোতে হবে নেতাদের। তাঁদের ভোটার খিদেতে রাশ টানলে হয়তো শিশুর পেট ভরতে পারে।

# ক্রিকেট-জুয়ার মরসুম

রাষ্ট্রীয় কঠ, ২৩ এপ্রিল।।

চা-য়েব দোকানের অদূরে কয়েকটা গাছ। চা গাছতলায় বেদি। আলো- অন্ধকারের সান্ধ্য মিশেল। ফোনের স্ক্রিনগুলো জ্বলছে। একটা বাড়তি তৎপরতা: “তাড়াতাড়ি কর রে। আর পাত মিনিট আছ ১” এই তাড়া। আসলে টিম তৈরির। বোচং অ্যাপ থেকে কয়েক কোটি টাকা জেতার স্বপ্ন দেখাচ্ছে কিছু যুবক। সারা বছর বার বিভিন্ন বেটিং অ্যাপের রমরমা চলে ঠিকই, তবে আইপিএল এলে “পয়সা লাগানো”-র প্ল্যাট ফর্মগুলোতে যোগদানকারীদের সংখ্যা বেড়ে যায়। এই গাছতলার ছেলেগুলির মতো আরও অনেকেই সহজে বড়লোক হতে চায়। সারা দিনের মজুরির টাকা বাড়ি ফেরার পথে দু’কেজি চাল, আড়াইশো ডাল, পাঁচটা ডিম, তেল-ঝাল-মশলার ফর্দ মিলিয়ে কেনার সজ্জাবনা ভেসে যায় বেটিং-এর বেনোজলে। কয়েক বার অর্থহানির পর তৈরি হয় জেদ: “আজ জিতে দেখিয়ে দেব।” সেই জেদ থেকে আবার টিম তৈরি, টাকা লাগানো। কালেভদ্রে একশো- দু’শো টাকা জিতলে মনে হয় ‘এই তো, রাস্তা খুলছে। নেশা তো তৈরি হয় এ ভাবেই। বাড়তে থাকা বেকারত্ব, নিত্য অভাব ইত্যাদি বেটিং অ্যাপের বড় মূলধন। এ জন্যই অতি কম সময়ে তুমুল জনপ্রিয় হয়েছে অ্যাপগুলি, ছড়িয়ে পড়েছে দেশের প্রতিটি প্রান্তে। সহজে বড়লোক হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় টাকা ধার করে বেটিং অ্যাপে টাকা লাগানোর আসক্তি এমন, টিম সেট না করলে অস্থিরতা কাজ করে। মানসিক শান্তি বিয়িত হয়। বেটিং অ্যাপের সবিসা এমনই, যারা ক্রিকেটের সব নিয়ম বোঝেন না, পরিসংখ্যান ইত্যাদি তো দূর, হয়তো প্লেয়ারদের নামও ঠিকঠাক জানেন না, তাঁরাও এই খুড়োর কলের পিছনে ঝুটছেন। মরসুমি ক্রিকেট ফ্যান হয়ে ওঠেন শুধু ‘টাকা লাগানোর কারণে। হাতে পাওয়ারচটজলদি পথ এটাই। ক্রিকেট ‘বোবোন, এমন বন্ধুর কাছে টিম বানিয়ে দেওয়ার দাবি করেন তাঁরা। ‘আমি টিম বানিয়ে দিচ্ছি, জিতে যাবি’ জাতীয় বিশেষজ্ঞের আশ্বাস অসফল হলে ”তোার জন্য এতগুলো টাকা গেল”-র সুত্র থেকে সম্পর্ক খারাপ হয়। প্লেয়ার-ফিশ্য়াস্টাররা বেটিং অ্যাপের বিজ্ঞাপনের শেষে যে

আসক্তি এবং আর্থিক ক্ষতির সতর্কবাণী দেন, তা ঢাকা পড়ে যায় তাঁদের মহাতারকা ভাবমূর্তির নীচে। সর্বোপরি কাঁচা টাকার তুমুল প্রয়োজনের কাছে ওই দায়সারা সতর্কবাণীর তেমন কোনও প্রভাব নেই। তারকার বিজ্ঞাপনের পারিশ্রমিক পান, আর ভক্তরা অর্থ খোয়াতে থাকেন। এ ব্যা পারে ত থাক যিত ‘আইকন”-‘দেব ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা নেই। বিজ্ঞাপনে তাঁরা হাসিমুখে বলেন, “আপনি টিম বানান, আমি আপনার কাজ করে দিচ্ছি।” যেন জীবনের সহজ হিসাব “আপনার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি, আপনি বেটিং-এ মশগুল থাকুন।” ইদানীং তারকার তালিকায় যোগ হয়েছেন ইউটিউবার, সোশাল মিডিয়া ইনফ্লু য়েন্সরবাও। জনপ্রিয় ইউটিউবাররা তাঁদের চ্যানেলে ক্রিকেট- জুয়ার প্রচার করছেন। “অমুক ইউটিউবার বলছেন মানে নিশ্চিত্তে খেলা যাবে”-র ভাড বিশ্বাসযোগ্যতাও তৈরি হচ্ছে। কিছু বিজ্ঞাপনে দেখানো হয় সাধারণ দিনমজুর, গৃহবধু, অর্থাৎ খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ ‘টাকা লাগিয়ে’ কয়েক লাখ টাকা জিতে পাল্টে ফেলছেন নিজেদের জীবন। বিজ্ঞাপন তো বিজ্ঞাপনই, তার সঙ্গে আর বাস্তবের যোগ করতুকু। এই সব অনলাইন জুয়া কি আইনসম্মত? তা-ই হবে নিশ্চয়ই, নয়তো প্রকাশো এত জমজমাট প্রচার চালিয়ে এমন ব্যবসা চলে কী করে? ক্রমে তা হয়ে উঠছে বৃহৎ অর্থনীতির অঙ্গ। কেউ ব্যক্তিস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে বলতে পারেন, কোনও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যদি স্বেচ্ছায় এই খেলায় নাম লেখাতে চান, তাঁকে বাধা দেওয়ার কোনও কারণ নেই। তিনি তো ঝুঁকির কথা জেনেই খেলছেন। কথাটিকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া উচিত হবে না। কিন্তু, সেই ব্যক্তিস্বাধীনতার ফল গোটা সমাজের উপর, ব্যক্তির পরিবারের উপর কী ভাবে পড়ছে, তার খোঁজ না রাখাও বিচক্ষণতার কাজ হতে পারে না। বেটিং অ্যাপের ফাঁদে বাড়ির গয়না বিক্রি, স্বপ্নের কারণে আত্মহত্যার ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। প্লে স্টোরের স্কীকৃতি না থাকা আপের চক্রের অনেকে আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি ক্ষেচ অ্যাপ থকে সাইবার জালিয়াতির সম্মুখীন হয়ে অ্যাকাউন্টে সঞ্চিত অর্থ খোয়াচ্ছেন।

রাষ্ট্রীয় কঠ, ২৩ এপ্রিল।।

তোমার তৈরি ইতিহাসের বিরুদ্ধে ফের পথে নেমেছে আমার স্মৃতি, ” লিখেছিলেন কাশ্মীরের কবি আগা শহিদ আলি। এডওয়ার্ড সাইদও তাঁর কালচার অ্যান্ড ইম্পিরিয়ালিজম গ্রন্থে জানিয়েছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার স্বপ্নকল্পে লগ্ন হয়ে থাকে এক ভৌগোলিক বার্তা: “দেশীয় লোকেরা জানে, তাদের ঔপনিবেশিক দাসত্ব গুরু হয় বহিরাগতদের কাছে তাদের স্থানিকতা হারানোর পর থেকে। সেই হারানো ভুলগোটা খুঁজতে হবে, কোনও না কোনও ভাবে তাকে উদ্ধার করতে হবে। বহিরাগত ঔপনিবেশিক শক্তির উপস্থিতিতে দেশের মাটি, মানুষকে খুঁজে পাওয়ার প্রথম পথটাই হল

কল্পনা।”আখতারউজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামা-য় এই উদ্ধার প্রক্রিয়াটা চলে ইতিহাস আর স্মৃতির জোড়া আলোয়। এই উপন্যাসে ইতিহাস বাস্তব সময়ের মতো সরলরেখায় চলে না, তার বয়ান-কাঠামোয় একই সময়ের পেটে ঢুকে পড়ে অনেক কিছু। একটার পর একটা ছবি, ঠিক ক্যালেরিডোস্কোপের মতো। ইতিহাস তো শুধু কী ঘটছিল, কেন ও কী ভাবে, তার আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত নয়। সে তারও উপরে লেখে অনেক কিছু: লোককথা, উপকথা, প্রবাদ, স্থান-কালের মৌখিক ঐতিহ্য, মিথ। খোয়াবনামা-য় তাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে অষ্টাদশ শতকের ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ আর তেভাগা আন্দোলন পাশাপাশি রয়ে যায়, চেরাগ আলির ছড়ায় ঢুকে যায় মুন্শির কথা, ইতিহাস ও স্বপ্ন পাশাপাশি পথ হাঁটে। ইলিয়াসের উপস্থাপনায় গ্রামবাংলার ছড়া আর লোককথা-উপকথা স্বপ্নের পথ ধরে বাস্তব পৃথিবীতে চলে আসে: তমিজের বাপ স্বপ্ন দেখে, ঘুমের মধ্যে হাঁটে। কেউ জানে না সে কখন জেগে, আর কখন সানকিতে ভাত আর মাছের চচ্চড়ি গিলে মাচায় শুয়ে গভীর ঘুমে। সে যা সত্যি বলে জানে, তার স্বপ্নে সেগুলিই ঘুরেফিরে আসে। সে মুন্শির অস্তিত্বকে সত্যি বলে জানে, জানে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহে মুন্শি বরকতুল্লা শাহ আর ভবানী পাঠক পাশাপাশি লড়াই করেছিল। জানে, গোরা সিপাহীদের সর্দার টেলর সাহেবের গুলিতে মুন্শি মারা যাওয়ার পর তার শরীর

রাষ্ট্রীয় কঠ

# ইতিহাস আর স্মৃতি খেলা বরে ইলিয়াসের আখ্যানে দেশ আর মাটির স্বপ্নগাথা



পুড়তে থাকে রহস্যময় লাল-নীল আগুনে, কেউ তার কাছে যাওয়ার সাহস পায় না। তখন গলায় জড়ানো শিকল আর মাছের নকশা-আঁকা লোহার পাতি হাতে সে উঠে বসে কাংলাহার বিলের উত্তর তীরে। ইলিয়াসের পাকুড় গাছের মাথায় ওখানেই তো তমিজের বাপ রোজ ঘুমিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায়। তমিজ তাই চেনে বিলের উত্তর কোণটা, শরায়ত মণ্ডলের ইটভাটার লোক কেটে ফেলার আগে যেখানে মুন্শির পাকুড় গাছটা ছিল। বেকুঠ জানে, পোড়াহদের মেলায় ঠিক কোন জায়গাটায় ভবানী সন্ন্যাসী দেখা দেয়। এই জানাটা বই-পড়া বিদ্যে নয়। বাংলা সাহিত্যে ‘ওরা’ বইয়ের ‘খোয়াবের রাতদিন’ লেখায় শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এ এমন এক জানা যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে রয়ে যায় জমির স্বপ্ন দেখা মানুষের মনে, ফসলের ন্যায্য ভাগ পাওয়ার স্বপ্নে, সাম্য আর সুবিচারের স্বপ্নে। পাকুড় গাছ কেটে ফেলা এখানে শ্রেফ বাস্তববস্তুর বিপর্যয় নয়। অতীতের যে ঘটনাগুলি ইতিহাস গড়ে তোলে, তারই সমুল

উচ্ছেদ। যমুনা ও করতোয়া দুই নদীর মাঝে (দিনাজপুর ও বগুড়ার মাঝামাঝি কোথাও) মালিগাড়া-অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে স্থিত এই উপন্যাসে লেখকের রাজনৈতিক প্রেরণাটি স্পষ্ট: একই সঙ্গে তেভাগা আন্দোলন ও পাকিস্তানের জন্মকে তলিয়ে দেখতে চান তিনি। ইলিয়াসের সাহিত্য প্রোথিত তাঁর রাজনীতির বোধে, বিশেষত বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে জাতীয়তাবাদের পরিশ্রেষ্টিতে খুঁড়ে দেখায়। গরিব চাষা ও শহুরে নিম্নমর্যের সমাজবিপ্লবের আকাঙ্ক্ষার আতশকাচে একটা অঞ্চলের ইতিহাসকে ফিরে দেখে এই উপন্যাস, বৃহত্তর পরিসরে ভাবিক জাতীয়তাবাদের পথ ফিরে বাংলাদেশের জন্মকেও ফিরে দেখে। তার দেশভাগ-বয়ান অন্য রকম; ভারত, পাকিস্তান বা বাংলাদেশের প্রচলিত জাতীয়তাবাদী বয়ানের বাইরে। গ্রামবাংলার উপকথা-লোককথা-গল্পগাছার সৃষ্টিশীল ব্যবহারেই এই উপন্যাসের সিদ্ধি, কাণণ উপকথা মিথ ও ইতিহাসের

ফারাণ ইলিয়াস মুছতে পারেন অনার্যাসে। নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুন্শি আর ভবানী পাঠকের যে প্রতিরোধ তমিজের বাপের স্বপ্নে ফিরে আসে, আজকের তেভাগা আন্দোলনের শিকড়ও সেখানেই। চেরাগ আলি ফকির একটা ছেঁড়া পুঁথি থেকে খোয়াবের মানে বলতে পারে, যে পুঁথি সে তমিজের বাপকে দিয়ে যায় পুথির গানে অতীত ইতিহাস আর বর্তমান মিলেমিশে ভবিষ্যতের ইশারা দেয়। স্মৃতিকে যদি বলা যায় বাস্তবতার নির্মিতি, তা হলে স্বপ্নও তা-ই, তারও মাটির গভীরে। অন্য প্রজন্ম সে কথা পড়ে নেয়, পুঁথিপড়া বিদ্যা এড়িয়ে বুকে নেয় অন্তরীক। এক ফালি জমির জন্য মানুষের যে সাধ, তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে পৃথিবীর অন্তহীন সঙ্গীত। জাতিরাত্তের রাজনীতি সে গান ধরতে পারে না, তার মূটির ফাঁক দিয়ে অন্তহীন সেই গান গলে পড়ে যায়। জাতিরাত্তেরও আছে এক নিজস্ব শোষণের হুক, তেভাগার স্বপ্ন আত্মসাৎ করেও তাই পাকিস্তান থমকে যায়। ইলিয়াস পরিত্কার কাটা পড়ায় কি মুন্শি একা

বাস্তহারা হল? তমিজও তার জমিছাড়া হয়। শহরের জনশূন্য হিন্দু বাড়িগুলোয় ভিড় করে শরণার্থীরা, গিরিডাঙার মুকুন্দ সাহা ও স্কুলের হিন্দু শিক্ষকেরা ইন্ডিয়ায় চলে যায়, নাতনি কুলসুমকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে আসতে হয় চেরাগ আলিকে। লোকচেতনা থেকে ভবানী পাঠক ও মুন্শির স্মৃতি ধীরে ধীরে মুছে যায়। দেশছাড়া হওয়ার এই যাত্রা-প্রতিযাত্রার ছিটেফেঁটা তবু থেকে যায় মাটির গভীরে। অন্য প্রজন্ম সে কথা পড়ে নেয়, পুঁথিপড়া বিদ্যা এড়িয়ে বুকে নেয় অন্তরীক। এক ফালি জমির জন্য মানুষের যে সাধ, তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে পৃথিবীর অন্তহীন সঙ্গীত। জাতিরাত্তের রাজনীতি সে গান ধরতে পারে না, তার মূটির ফাঁক দিয়ে অন্তহীন সেই গান গলে পড়ে যায়। জাতিরাত্তেরও আছে এক নিজস্ব শোষণের হুক, তেভাগার স্বপ্ন আত্মসাৎ করেও তাই পাকিস্তান থমকে যায়। ইলিয়াস পরিত্কার দেখান, নবজাত পাকিস্তান

# নারীবাদের নিরিখেও ‘হিট’



হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ছবিতে তাঁর পাকিস্তানি এজেন্টের চরিত্রটি যেমন বুদ্ধিমান, তেমনই প্রখর। কাজের স্বার্থে সে প্রেমিককে ধোঁকা দেয়, কিন্তু ছবিতে মেয়েটিকে ‘চরিত্রহীন’ বলে লাগানোর কোনও চেষ্টা থাকে না। নায়ক এবং খলনায়কের যৌন-আবেদন যে নায়িকার চেয়ে কিছুমাত্র কম প্রদর্শিত হয়নি, সেটাও ভালো চলে না। নায়িকাই বাঁচায় শাহরুখের চরিত্রটিকে, এবং মেয়েটির লড়াই দেখে একটুও অবাক না-হয়ে তারিফ করে পঠান, যেন সেটাই স্বাভাবিক। আবার সে মেয়ে নিজের দীপিকা পাডুকোনের যৌনতা-উদ্বীপক একটি নাচ অত্যন্ত জনপ্রিয়

আধিকারিক যখন শত্রু দেশে গণহত্যার নির্দেশ দেয়, সে তা মানে না। শরীর, মন এবং বোধের উপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। বরং ‘মাচো’হিরো নিয়ে কিঞ্চিং রসিকতা আছে ছবিতে ‘পঠান’ আর ‘টাইগার’, দুই সুপারহিরোর পায়ে-গতরে ব্যাধা হয়, হলে পেনকিলার খেতে হয়, জেনে আশ্চর্য হওয়া গেল। সক্ষমতা বা সমন্ময়ের বার্তা সারা দেশের কাছে পৌঁছানোর একটা মজ় বাহন বলিউডের ছবি। আশির দশকে অমর আকবর অ্যান্টনি-র মতো ছবি ছিল সংবিধানের বৈচিত্রের মধ্যে একা’-এর সহজ পাঠ। পঠান দেখতে যাওয়ার পথে অটো চালক

সোৎসাংহে জানালেন, তিনিও টিকিট কেটে রেখেছেন। এক অধ্যাপক বন্ধু জানানেন, তাঁর মেয়ে এবং বাড়ির পরিচারিকাকে নিয়ে ছবিটি দেখতে যাবেন সপ্তাহান্তে! এ ভাবে পাশাপাশি বসে, সমন্মরে টেটিয়ে, নেচে যে ভারতীয়দের উদ্যাপন, তাকে এড়িয়ে গেলে আর পিছনের বড় আখ্যান আমাদের অধরাই থেকে যাবে। পর্দায় যখন শাহরুখ ‘পঠান’ খান আসে, অথবা সংক্ষিপ্ত আবির্ভাব হয় সলমন টাইগার’ খানের, তখন মুহূর্তে ফেটে-পড়া উন্মাদনা কি শুধুই ভক্তকুলের আকুলতা? নাকি বিগত কয়েক বছর যে ঘৃণার চাষ চলেছে ভারতীয় রাজনৈতিক-সামাজিক

পরিসরে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ? সর্বহারার প্রতিনিধিত্ব করছে যে ‘অনাথ’ হিরো, তার সাফল্যে তো বরাবরই সন্তোষ! এ ভাবে পাশাপাশি বসে, সমন্মরে ছবির দর্শক! ক্ষমতার রাজনীতি চিরকাল একই। কিন্তু কী খাব, কী পরব, কী দেখব, কাকে ভালবাসব, কাকে বন্ধু বলব, কাকে শত্রু বসে কিছুই ঠিক করে দেবে কিছু উদ্ধত, দাস্তিক লোক, এই দাবি আমাদের ‘পঠান’-কে সিনেমা হলসে সামনেই কেউ রেখে গিয়েছিল, অন্যথ আশ্রমের সামনে নয়, এতে আর আশ্চর্য কী?

তেভাগার এই স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে না। সেই রাজনৈতিক ইচ্ছাই তার নেই। অতীতকে মনে রাখা তাই ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। স্মৃতিই মানুষকে বিদ্রোহে প্রগোদনা দেয়, মনে পড়ায় পুরনো প্রতিশ্রুতি, শোষণের বিরুদ্ধে অতীতের স্মৃতিকে জাান্ত করে তুলে ইচ্ছন জোগায় সভ্যতার চিরন্তন যুদ্ধে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে। তমিজ ও বাকিরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেশভাগ এখানে কুয়াশার সরের মতো আস্তে আস্তে, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী ভাবে এসে পড়ে। হিন্দু, মুসলিম, নমশূত্র, কন্মসের এত কাল পাশাপাশি থাকার বোধ, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সামূহিক জনস্মৃতি, প্রতি ঋতুতে করতোয়ার উগালপাখাল স্রোত এ বার বিপন্ন হবে কিন্তু একেবারে শেষ হবে না। দিগন্ত জুড়ে, জখম চাঁদের নীচে জ্বলতে থাকা জোনাকির হৈশোলে, তমিজের বাপ ও কুলসুমের স্বপ্নে, মালিগাড়ার প্রতিটি ঘরের কোণে, বিলের চোরাবালির ভূতে, বিলের উপর দিয়ে মণ্ডলবাড়ির শিমুলগাছ পেরিয়ে বকের উড়ান, হারিয়ে যাওয়া পুঁথিতে রয়ে যাবে সেই স্বপ্নের চিহ্নগুলি। কেউ কেউ সেই প্রতীক বুঝবে, কারও কাছে তা রহস্যই রয়ে যাবে। স্মৃতি আর অবচেতনে চাপা পড়া সে রহস্য এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে বয়ে যাবে, আবার কখনও নবিতনের সেপাই-করা কাথায় ফুল-পাখির মতো হঠাৎ উডাসিত হয়ে উঠবে, তমিজের বাপ তার ওস্তাদের কাছে লিখে নেবে স্বপ্নের মামে। খোয়াবনামা শ্রেফ কিছু নির্দিষ্ট ও আঞ্চলিক বিশিষ্টতায় ভরা, প্রান্তিক মানুষের মহাকাব্যিক আখ্যানমাত্র নয়। পাকিস্তান আন্দোলন, মুসলিম লীগ থেকে তেভাগা, দেশভাগ হয়ে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম সব কিছুর মধ্য দিয়ে এই উপন্যাস ফিরে দেখে জাতিরাত্ত গঠনের পথে বর্তমান ও অতীতের টানাপড়েনকে। এ বই মানুষ ও প্রকৃতির, মানুষ ও তার ফসল-ফলানো আদুরে মাটির সংযোগ-সম্পর্কের স্বপ্ন-জড়ানো আখ্যান। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের সজ্জাবনা এই মাটিতেই নিহিত। সেই সজ্জাবনাতেই তমিজ আউশ ধান চাষের স্বপ্ন দেখবে। হরতো এখনই ফলাতে পারবে না, তেভাগার স্বপ্ন এখনই পূরণ হবে না, কিন্তু মুক্তির বিপ্লবী স্বপ্ন রয়ে যাবে তমিজ, কুলসুম, ফুলজানদের স্বপ্নে।



আগরতলা, সোমবার, ২৪ এপ্রিল, ২০২৩

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ

তিন

## আজকের রাশিফল

**মেঘ :** আপনার নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে। ফটিকায় লাভ আনবে। আপনারকে খুশি রাখার জন্য অভিভাবক এবং বন্ধুরা তাদের সেরাটা দেবে। জিনিসপত্র সঠিকভাবে সামলান কারণ আপনার স্ত্রীর মেজাজ খুব একটা ভালো ঠেকছে না। আজ আপনাদের প্রত্যেকের জন্যই অত্যন্ত সক্রিয় এবং অত্যন্ত সামাজিক দিন- মানুষজন উপদেশের জন্য আপনার মুখাপেক্ষী হবেন এবং আপনার মুখ থেকে যাই বেরোক না কেন শুধুমাত্র তাতেই সম্মত হবেন। **প্রতিকার :-** বহমান জলে নারকোল নিক্ষেপ করলে তা স্বাস্থ্যের ওপর ভালো প্রভাব দেখাবে।

**বৃষভ :** ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে, কিন্তু আপনার জীবনকে নিশ্চিতভাবে নেবেন না, উপলব্ধি করুন যে জীবনের প্রতি যত্নই হল আসল ব্রত। আজ আপনার পক্ষে অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যার মুখোমুখি হওয়া সম্ভব, তবে আপনার বোধগম্যতা এবং জ্ঞানের সাহায্যে আজকের সময়ে নিজের জন্য সময় খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। কিন্তু আজকের সময়ে আপনার কাছে নিজের জন্য ভরপুর সময় আছে। **প্রতিকার :-** পারিবারিক জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য ফুল গাছের টব এক কাণ্ডো বা সাদা মার্বেল পাথর বা নুড়ি রাখুন।

**মিথুন :** আপনার অন্য মানুষদের প্রশংসা করে সাফল্য ভোগ করতে পারেন। আপনার পরিবারের কোনও সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে আপনি আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। যদিও এই সময়ে, আপনার অর্থেই চেয়ে তাদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। আপনার সন্তান সঙ্গে কিছু সময় ব্যয় করুন এবং তাদের ভাল মূল্যবোধের শিক্ষা দিন ও তাদের দায়িত্বগুলো জানতে দিন। **প্রতিকার :-** বৃহস্পতিবার তেল ব্যবহার করা বন্ধ করুন, এর ফলে আপনি ভালো স্বাস্থ্য অধিকার করবেন।

**কর্কট :** আপনার প্রত্যাশা পূরণের জন্য ব্যক্তিগত সম্পর্কের অপব্যবহার আপনার স্ত্রীকে বিরক্ত করবে। এটি ভালভাবে বোঝা উচিত যে শোকের মুহূর্তে, আপনার জন্মে থাকা সম্পদ কেবল আপনাকে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সহায়তা করবে। অতএব, আজ থেকে সঞ্চয় শুরু করুন এবং অতিরিক্ত ব্যয় এড়িয়ে চলুন। যোগ কর্মচারীদের জন্য পশোন্নতি বা আর্থিক লাভ। **প্রতিকার :-** সুস্বাদু উপভোগ করতে রাতে মাথার কাছে দুধের বাটি রাখুন। পরদিন সকালে কাছের গাছে দুধ ঢেলে পাত্রটি খালি করুন।

**সিংহ :** বন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করবে। যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষণীয় প্রভাব ফেলবেন। আপনার যরকে অপ্রত্যাশিত উত্থান আপনার মানসিক শান্তিকে বিঘ্নিত করবে। আত্মীয়দের কাছে ছোট সফর আপনার রাত্রিকার দৈনিক কাজের সূচীর থেকে আসার এবং হালকা মুহূর্ত আনবে। ভ্রমণ-বিনোদন এবং সামাজিকতা আজ আপনার কার্যসূচীতে থাকবে। **প্রতিকার :-** বিভিন্ন রঙের চাপা কাপড় জমা পড়লে ব্যবসা-বাণিজ্যের ও আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

**কন্যা :** আপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। আপনি আপনার আশাবাদী মনোভাব দ্বারা সহজেই এর থেকে অতিক্রম করতে পারবেন। ঝুঁকি বা অপ্রত্যাশিত লাভের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থান উন্নত হতে পারে। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে তর্ক হতে পারে এমন বিতর্কিত বিষয় এড়িয়ে চলা উচিত। ভালোবাসার ব্যক্তির প্রতি আপনার রক্ষা মনোভাব আপনাদের সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ আনতে পারে। **প্রতিকার :-** আপনার ভালোবাসার মানুষকে লোহা বা সিল দিয়ে তৈরি জিনিস উপহার দিলে তা আপনার প্রেম জীবন কে সুদৃঢ় করে তুলবে।

**তুলা :** আপনার আবেগগুলি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করুন, বিশেষ করে রাগ। চাঁদ বসানোর কারণে আপনার অর্থ অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে ব্যয় হতে পারে। সাফল্য নিশ্চিতভাবেই আপনার- যদি আপনি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি একে একে করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের কে আজ নিজের কাজ আগামীকালের জন্য এড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না, আপনি যখন ফাঁকা সময় পাবেন নিজের কাজ সম্পূর্ণ করে নিন। এটা করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে। **প্রতিকার :-** প্লাস্টার অফ প্যারিসের তৈরি দ্রব্য ঘরে রাখলে তা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য শুভ হবে।

**বৃশ্চিক :** আপনি শরীরচর্চায় মাধ্যমে আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আজকে আপনার কোনো কাছের লোকের সাথে আপনার বগড়া হতে পারে আর সেটা কোর্ট পর্যন্ত যেতে পারে। যেই কারণে আপনার বেশ কিছু টাকা খরচা হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের হাসিখুশি প্রকৃতি ঘরের পরিবেশে উজ্জ্বল করতে তুলবে। রোমাটিক প্রভাবগুলি আজকের দিনে প্রবল থাকবে। যেভাবে আপনি নির্দিষ্ট জরুরী সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করেন তা হয়তো কিছু সহকর্মীরা পছন্দ করবে না-কিন্তু হয়তো আপনাকে বলবেও না-যদি আপনি মনে করেন যে ফল আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী ভালো নয়-তাহলে পর্যালোচনা করে আপনার তরফ থেকে পরিকল্পনা পরিবর্তন করাই বিবেচকের কাজ হবে। **প্রতিকার :-** হনুমান জির মন্দিরে বাদাম দান করে তার অর্ধেক বাড়িতে নিয়ে এসে আপনার আলমারির মধ্যে রেখেদিলে তা আপনার আর্থিক সংরক্ষণের জন্য অনুকূল হবে।

**মঘ :** একটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। খুব একটা লাভসায়ক দিন নয়- কাজেই আপনার টাকাকড়ির অবস্থা দেখে নিয়ে আপনার খরচ সীমিত করুন। প্রেম-সাহচর্য্য এবং বন্ধন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একজন বিশেষ বন্ধু আপনার অক্ষজ্ঞতা মুছিয়ে দিতে পারে। আজ, আপনি জানতে পারবেন যে কর্মক্ষেত্রে যাকে আপনার শত্রু হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন তিনি আসলে আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী। **প্রতিকার :-** আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য সররকম মাদক দ্রব্য থেকে দূরে থাকুন।

**মকর :** আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও ভ্রমতে বিনিয়োগ করে থাকেন তবে আজ এটি একটি ভাল দামে বিক্রি করা যেতে পারে, যা আপনাকে লাভ অর্জনে সহায়তা করবে। আপনার সন্তান সঙ্গে কিছু সময় ব্যয় করুন এবং তাদের ভাল মূল্যবোধের শিক্ষা দিন ও তাদের দায়িত্বগুলো জানতে দিন। **প্রতিকার :-** প্রেম জীবন মধুর করতে আপনার প্রেমিক বা প্রেমিকার সাথে দেখা করতে যাবার আগে চিনি খেয়ে যান।

**কুম্ভ :** আপনার আবেগপ্রবণ স্বভাব আপনার স্বাস্থ্যে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। বিনিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সঠিক উপদেশের খোঁজ করুন। নাতিমানিনিরা প্রাচুর্য্যপূর্ণ খুশির উৎস হবে। আপনার ভালবাসা একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে। দিনটি আপনার ভালবাসার জনের হাসি দিয়ে শুরু হবে এবং একে অপরের স্বপ্নে শেষ হবে। সহকর্মী ও অধস্তন থেকে উদ্বেগ ও দৃষ্টিভ্রান্ত আসবে। **প্রতিকার :-** চিরকাল স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সর্বদা একটি তামার কয়েন বা এক টুকরো তামা পকেটে রাখুন।

**মীন :** ঘুমন্ত আবহাওয়া দেখা সমস্যাগুলো জেগে উঠে মানসিক চাপ আনবে। আপনি আজ অজানা উত থেকে অর্থ অর্জন করতে পারেন যা আপনার অনেক আর্থিক সমস্যার সমাধান করবে। আপনার পক্ষে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টের হবে- কিন্তু আপনি আপনার চারপাশের মানুষদের জ্বালাতন করবেন না বা আপনি তাদের ছেড়ে চলে যাবেন না। ভ্রমণ প্রেমখচিত যোগাযোগ বাড়াবে। স্বীকৃতি এবং পুরস্কার পাবার আশা স্থগিত হওয়ার জন্য আপনি হতাশাগ্রস্ত হবেন। আপনি আপনার সব জরুরী কাজ শেষ করে নিজের জন্য সময় তো বার করে নিবেন কিন্তু এই সময়ের ব্যবহার আপনি আপনার হিসেবে করতে পারবেন না। **প্রতিকার :-** আনন্দময় সাংসারিক জীবন উপভোগ করতে পার্বতী মঙ্গল স্তোত্র পাঠ করুন।

## পবিত্র অক্ষয় তৃতীয়াতে হালখাতা মহরতে উৎসাহ



রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। আজ অক্ষয় তৃতীয়া। হিন্দু ধর্মের প্রচলিত রীতিনীতিগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই অক্ষয় তৃতীয়া। প্রচলিত আছে শ্রী শ্রী ঠাকুর রামচন্দ্র দেবের তিরোধান দিবস কেই অক্ষয় তৃতীয়ার শূন্য লগ্ন হিসেবে পূজাচনা করা হয়। প্রতিবছরের মতো এবছরও এই অক্ষয় তৃতীয়ায় সামনে রেখে রাজধানী আগরতলা লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি মন্দির রাম ঠাকুর মন্দিরসহ বিভিন্ন জায়গার নানান প্রান্তে নানা রকমের ধর্মীয় আয়োজন

পরিচালিত হচ্ছে। এই পুণ্য তিথিকে সামনে রেখে বিরাট অংশের ধর্মপ্রাণ নাগরিকেরা নিজের বৈশিষ্ট্য শুভ কাজ করার জন্য মুখিয়ে থাকেন। কোন কোন জায়গায় এই অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে ঘর যাত্রার কার্য যেমন চল ঠিক এর পাশাপাশি বিভিন্ন দোকানেও ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে নানাবিধ মামলিক আচরণ আচরণ সম্পূর্ণ করা হয়। আজ অন্যান্য বছরের মত সকাল থেকেই লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি মন্দির সহ বিভিন্ন মন্দির গুলোতে

## শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের চন্দন যাত্রার মহোৎসবে জনঢল



রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। অন্যান্য বছরের মতো এই বছরেও আগরতলা শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠে তথা জগন্নাথ বাড়িতে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের চন্দন যাত্রার মহোৎসব শুরু হয়েছে। আগামী ২১ দিন শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের চন্দন যাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রী কৃষ্ণের নৌকাবিহার এবং নামকীর্তন ঘিরে ভক্তবৃন্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাবে। নিখিল ভারত শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিতাইলা প্রবিন্ট, শ্রীশ্রী মাধব গোস্বামী মহারাজের আশীর্বাদ নিয়ে মঠের পরিচালক সমিতির

পরিচালনায় রাজ্যের রাজধানী আগরতলা শহরে শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠে তথা জগন্নাথ বাড়িতে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনটি থেকে এই চন্দন যাত্রার মহোৎসব শুরু হয়েছে। আগামী ২১ দিন শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের চন্দন যাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রী জগন্নাথ বাড়ির অন্তর্গত চন্দন পুকুরে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের চন্দন যাত্রার উৎসবের সম্পাদনার জন্য সুব্রত রাধা মদনমোহনের নৌকাবিহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ অক্ষয় তৃতীয়ার দিনটিতে বিকাল ৩.৩০ মিনিটে

শ্রীশ্রী রাধা মদনমোহনের পাকি আরোহনের মাধ্যমে নগর সংকীর্তন শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের চন্দন যাত্রার দর্শনের সময় প্রতিদিন বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত থাকবে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহ শ্রীহরি সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও মন্দিরে সন্ধ্যারতি ও পরিক্রমার পর মন্দিরে চৈতন্য চরিতামৃত ও হরিকথামৃত পরিবেশন করা হবে। চন্দন যাত্রার উৎসবে সমস্ত ভক্তবৃন্দকে উপস্থিত থেকে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

## টেট উত্তীর্ণদের নিযুক্তি ঘিরে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির



রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। রাজ্যের রক্তস্বত্বা দূর করার জন্য দিকে দিকে রক্তদান শিবির আয়োজনের ধুম পরিলক্ষিত হচ্ছে। এরকমই এক সারা জাগানো রক্তদান শিবির আজ আয়োজিত হয়েছে আগরতলার প্রেসক্লাবে। ত্রিপুরা রাজ্যের নবনিযুক্ত টেট উত্তীর্ণ শিক্ষক এবং শিক্ষিকাদের দ্বারা আয়োজিত আজকের এই রক্তদান শিবিরের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী তথা বর্তমান কৃষি এবং

লাল নাথ। রতন লাল নাথ এই রক্তদান শিবিরে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে রক্তদান শিবির চক্র ঘুরে দেখেন যারা রক্তদান করেছেন তাদেরকে যেমন উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করেছেন, ঠিক এর পাশাপাশি যারা এই মহতি উদ্যোগে নিয়েছেন তাদের গৌটা উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। নিজের সংকল্প প্রতিজ্ঞা বাস্তব করতে গিয়ে শ্রীনাথ দাবি করেন একটা সময় রাজ্যের মধ্যে রক্ত সংকট দেখা দেওয়ার পর রাজ্যের



রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। পৃথিবী লাইহারাওয়ার উদ্যোগে পাওনা রক্তবাসীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজ এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিজেপি রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মণিপুরে পাখংবা তথা মানুষের ৭৬ জন রাজারা রাজত্ব করেছেন। একসময় মণিপুরের খোংজং নদীর তীরে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল। আজকের এই দিনটিকে শহীদ দিবস তথা খোংজং দিবস হিসেবে প্রতিবছর উদ্‌যাপন করা হয়। ১৮৯১ সালের ২৩ এপ্রিল খোংজং নদীর তীরে মণিপুরে ভয়াবহ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। যুদ্ধ চলাকালীন

সালের ২৩ এপ্রিল খোংজং নদীর তীরে মণিপুরের বিখ্যাত মেজর পাওনা রক্তবাসী এবং মেজর চোংথা মিয়র নেতৃত্বে মণিপুরের সৈন্যবাহিনীর দুর্ঘটনা মনোবল ও সাহসিকতার সাথে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। ২৩ এপ্রিল খোংজং নদীর তীরে মণিপুরের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ব্রিটিশের এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল। মণিপুরী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ব্রিটিশের সৈন্যবাহিনীর এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধকে মণিপুরে খোংজং যুদ্ধ তথা খোংজং দিবস হিসেবে গণ্য করা হয়। এই যুদ্ধে মেজর পাওনা রক্তবাসী ও তার প্রিয় শিষ্য চিংলেন সারা

সময়ে ব্রিটিশের পক্ষ থেকে মেজর পাওনা রক্তবাসীকে আত্মসমর্পণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পাওনা রক্তবাসী আত্মসমর্পণে অস্বীকার করে তার মৃত্যুই কাম্য বলে জানিয়েছিলেন এবং তাকে তরোয়ার দিয়ে কেটে ফেলার জন্য হুমকি দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে পাওনা রক্তবাসীর মাথা ও কোমড় থেকে একটি কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। এরপর থেকেই এই দিনটি শহীদ দিবস হিসেবে মান্যতা পায়। আজ পৃথিবী ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি ও ত্রিপুরা পাওনা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানে পাওনা রক্তবাসীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

## ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে আত্মদেহকরের জন্মজয়ন্তী ঘিরে আলোচনাচক্র



রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। ড. বি.আর. আত্মদেহকরের ১৩৩তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে আজ এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচনাচক্রে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী, ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির সভাপতি রতন ভৌমিক, সম্পাদক সুধন দাস প্রমুখ

আলোচনায় অংশ নেন। মোলারমাট সংলগ্ন আত্মদেহকর ভবনে আলোচনাচক্রে ড. বি.আর. আত্মদেহকরের জীবনের প্রেক্ষাপট নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়। সর্বিধান বাঁচাও, অধিকার বাঁচাও এবং একা বাড়িও, এই স্লোগান নিয়ে আজ আলোচনাচক্রে বি.আর. আত্মদেহকরের প্রতি নেতিবাচক শ্রদ্ধা জানিয়ে আগামীদিনে একাবদ্ধ মানসিকতা গড়ে তুলে প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য

## নববর্ষে সানরাইজ শাহি পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান



রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। নববর্ষের উৎসবমুখর দিনটিতে সানরাইজ এক অভাবনীয় উদ্যোগ নিয়েছিল। সানরাইজ শাহি দরবার অ্যাওয়ার্ড শীর্ষক ওই অনুষ্ঠানে কেন্দ্র করে এক মিলনমেলার মতো পরিবেশ

পরিবেশনের মাধ্যমে এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরির ক্ষেত্রে সানরাইজ যে উদ্যোগ নিয়েছে তার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মেয়র দীপক মজুমদার, রাজ্যের বরিস্ট সাংবাদিক প্রণব সরকার, স্কুল অব সায়েন্সের অধ্যক্ষ অভিজিৎ

ভট্টাচার্য এবং সার্বিক পরিচালনা সমন্বয় গোপ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের প্রায় ৩৪৬ জন উদীয়মান শিল্পীর বিভিন্ন বিভাগের পরিবেশন পরিলক্ষিত করে ৬০ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। এর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে অভিজীনা দে'কে শাহি দরবার অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।



# কৈলাসহরে সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব দেব



রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৩ এপ্রিল।। কৈলাসহরে যুব মোচার উনকোটি জেলা কমিটির সভাপতি আক্রান্ত হবার পনরো ঘন্টার পর রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কৈলাসহরে সাংগঠনিক বৈঠক করতে আসলেন কিন্তু উনি নিজেই জানালেন যে, উনি নাকি যুব মোচার সভাপতি আক্রান্ত হয়েছে এই খবরই জানেন না। বিপ্লব কুমার দেবের এই বক্তব্যে কৈলাসহরের দলীয় কর্মী সমর্থকদের মধ্যে কানায়ুযা গুরু হয়ে গেছে। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব তেইশ

এপ্রিল রোববার উনকোটি জেলার জেলাসদর কৈলাসহরে এসে দলীয় অফিসে এক সাংগঠনিক বৈঠক অনুস্টিত হয়। এই সাংগঠনিক বৈঠকে বিপ্লব কুমার দেব ছাড়াও উ পস্থিত ছিলেন বিজেপি উনকোটি জেলা কমিটির সভাপতি পবিত্র দেবনাথ, কৈলাসহরের মন্তল সভাপতি সিদ্ধার্থ দত্ত, উনকোটি জেলা পরিসদের সভাপতি অমলেন্দু দাস সহ অন্যান্যরা। সাংগঠনিক এই বৈঠকে উনকোটি জেলার অধীনে থাকা ৫টি বিধানসভার দলীয় কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। কৈলাসহরের পাইতুরবাজার এলাকায় অবস্থিত

বিজেপি উনকোটি জেলা কমিটির অফিসে বিপ্লব কুমার দেব প্রায় এক ঘন্টা সময় বৈঠক করে আগরতলায় চলে যান। বৈঠক শেষে সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে বিপ্লব কুমার দেব জানান যে, মূলত ২০২৩সালে দ্বিতীয় বারের মতো বিজেপি দলের সরকার প্রতিষ্ঠার পর উনকোটি জেলার দলীয় কার্যকর্তাদের দেখা হয়নি এবং ঠিক ভাবে কথাও হয়নি তাই দলীয় কার্যকর্তাদের সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে আসেন। তাছাড়া আগামী দিনে প্রতিটি এলাকায় প্রতিটি সাধারণ মানুষের বাড়িতে গিয়ে জনসংযোগ অভিযান করা হবে। সেবিষয়ে বিস্তৃত ভাবে

আলোচনা করেন এবং আগামী দিনে দলের কি কি রূপরেখা তৈরি করা হবে তা নিয়েও দলীয় কার্যকর্তাদের সাথে শেয়ার করেন বলে বিপ্লব কুমার দেব জানান। তাছাড়া গতকাল রাতে অর্থাৎ বাইশ এপ্রিল শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ কৈলাসহরে উনকোটি জেলা কমিটির যুব মোচার সভাপতি অরুণ ধর কি কারনে আক্রান্ত হয়েছে, সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে বিপ্লব কুমার দেব জানান যে, উনি জেলা কমিটির সভাপতি আক্রান্ত হয়েছেন সেব্যাপারে কিছুই জানেন না বলে স্পষ্ট ভাবেই বলেন।

# কলমচৌড়া এগিয়ে চলো মাঠ প্রাঙ্গণে বৈশাখী মেলায় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ২৩ এপ্রিল।। সোনাডুড়া মহকুমা তথা বঙ্গনগর আর ডি ব্লকের অধীনে যতগুলি ক্লাব বা সংস্থা রয়েছে তার থেকে ব্যতিক্রমী হলো এগিয়ে চলো সংঘ। ১৯৭২ সালে

মেঘলা ঝড় বৃষ্টি তুফানের কারণে বেলা শুভ সূচনা অনুষ্ঠান বাতিল বলে যোগা করেন ক্লাব সেক্রেটারি ক্রান্তি সরকার। দ্বিতীয় দিন মেলায় শুভ উদ্বোধন করেন বঙ্গনগর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সঞ্জয়

ললনা প্রাণের দলীল মোটে সবাই আয়রে সবাই বৈশাখী মেলায়। ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যামন্দিরে খুব ক্ষুদ্রের কচিকাটা শিশুদের দিয়ে খুব সুন্দর আকর্ষণীয় মনোরম দৃশ্যপট। নৃত্য পরিবেশন করা হয়। মেলার

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা গতকালকের প্রাকৃতিক সন্ধ্যায় আগরতলা থেকে ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল শিল্পী দ্বারা মুক্ত কর গ্রাম বাংলার চিত্রের বিভিন্ন ধরনের নাচ-গান-জারি সারি অতীতের ফেলে আসা স্মৃতিগুলি



এগিয়ে চলো সংঘ প্রাক্তন মুবংব্বীদের হাত ধরে তৈরি হয়েছিল। আজও ওই ক্লাবের ধারাবাহিকতা এবং ঐতিহ্য বজায় রেখে ক্লাব কর্তৃপক্ষ প্রতিবছরে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজকর্ম এবং দুর্গ পূজা মেলা বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো অসহায় গরীব লোকদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে তাদের পাশে থাকা গরীব কন্যা ডায়ালগ্রু পিতাকে ক্লাবের পক্ষ থেকে সাহায্য করনার সময় বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী দান করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া যেকোনো সমস্যা ক্লাপ কর্তৃপক্ষ সমাধান করেন। বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি অনুষ্ঠান ক্লাবের মধ্যে হয়ে থাকে বিশেষ করে দুর্গোৎসব পাঁচ দিনের বৈশাখী মেলা এবং ক্লাবের মাঠ প্রাপ্তনে ঐতিহ্যবাহী নাম যজ্ঞ অনুষ্ঠানসহ আরো অনেক কাজকর্ম। সাথেই বৈশাখ থেকে শুরু হয় ১১ বৈশাখ পর্যন্ত বৈশাখী মেলা। সাথেই বৈশাখ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় মেলা উদ্বোধন করার কথা থাকলেও ওইদিন আকাশ

সরকার মহোদয়ের হাত ধরে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে তার সঙ্গে অফ ফটকা বাজি ফাটিয়ে মুহুতি মিলন তীর্থ মেলায় শুভ উদ্বোধন করেন। তারপর অতিথিদের মধ্যে আসন অলংকৃত করার জন্য অনুবোধ করেন এবং তাদেরকে পুষ্পস্বত্বক এবং উত্তর দিয়ে বরণ করে নেন এলাকার সমাজ সেবিকা চন্দনা সরকার এবং বাবলি দেব। মেলা সম্পর্কে স্বাগতিক ভাষণ প্রদান করেন মেলা কার্যকরী কমিটির সদস্যরা সরকার মহোদয়া। রামকৃষ্ণ শিল্পকলা একাডেমীর শিল্পীদের দ্বারা উদ্বোধনী সংগীত গাওয়া হয়। উদ্বোধনী সংগীতটি ছিল আকর্ষণীয় মান মাতাানা এবং মেলা সম্পর্কে হৃদয়ের প্রাণজেরা এক ছন্দের মনে কর মন মোহিত আকর্ষণীয় গান যা বৈশাখের মেলা প্রাঞ্জল এবং ছন্দের বাসায় সমস্ত অংশের মানুষের মনে আন্দোলিত করে দোলা দেওয়ার মত। সে গানটি হল আয় জেলেরা আয় মেয়েরা ধুম পড়েছে রং লেগেছে বৈশাখী মেলায়। পাতার বাঁশি মুখে মুখে নাগরদোলা চলবে বলে বাংলা মায়ের খোকা খুঁকি

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আয়োজনের ছিল একক নিত্য দলগত নৃত্ত এবং কচিকাঁচাদের নিত্য যা মনোমুগ্ধকর। সাত বৈশাখ মেলায় ১১ বৈশাখ পর্যন্ত মেলা চলবে। ক্লাবের পক্ষ থেকে এলাকার নোক্ত অসহায় গরিব মানুষের হাতে ৪৮ টি বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। মেলামালী মহামিলনের উৎসব সবাই একত্রিত হয়ে আনন্দ বিনোদনে একটা জায়গায় উপস্থিত হয়ে জীবনের ফেলে আসা দিনগুলি স্মৃতিগুলি উদ্ভাসিত হয়ে ওকে অপরের প্রতি ভালোবাসা স্নেহ হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। উক্ত মেলায় বঙ্গনগর এলাকার হিন্দু-মুসলিম উপজাতি সকল অংশের মানুষের মধ্যে একটা মিলবন্ধন দেখা যায়। মেলার মধ্যে আকর্ষণীয় কর্মসূচীসের জিনিস লোহার জিনিসপত্র কাঠের জিনিসপত্র চশমা ঘড়ি বেডশীট কাপড় রং বাড়ে খাবারের দোকান সমস্ত কিছু মেলার দোকানেরা প্রশ্ণাটা সাজিয়ে বসে আছে একটা মহামিলন থেকে বিক্রেতার মধ্যে আনন্দ বিনোদনের একই সূত্রের খাতা। মেলায় প্রতিদিন চাচ্ছে

সবার সামনে তুলে ধরে এক আলোকিত মঞ্চস্থ করবেন শিল্পীরা। আজকের এই মুহূর্তে মেলায় উপস্থিত ছিলেন শিপায়িতলা জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবক দেবরত ভট্টাচার্য বঙ্গনগর চেয়ারম্যান সঞ্জয় সরকার বাগবের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুখেন দাস লাভ সেক্রেটারী সভাপতি অন্যান্য কার্যকরী কমিটির সদস্য দক্ষিণ গ্রাম পঞ্চায়েতের সঞ্জয় সরকার বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা চন্দনা সরকার প্রমুখ গ না। সবচেয়ে আকর্ষণীয় মধ্যে ছিল যুগ আসন কম্পিশনি এখানে ক্রমচরায় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর ছাত্রীদের দ্বারা বিভিন্ন ব্যায়াম প্রায়াম যোগাসন করা হয় তাদের যুগ আসন গুলি দেখে ক্লাব কর্তৃপক্ষ এবং মধ্যে উপবিষ্ট নেতৃত্ব দ্বরা তাদেরকে সম্মান দিয়ে পুরস্কারে ভূষিত করেন। সকলের উপস্থিতি কামনা করে ক্লাব কর্তৃপক্ষের মঙ্গলময় জীবন কামনা করে স সকলকে নিয়ে পহেলা বৈশাখের আনন্দ এবং মেলা সবার মধ্যে প্রীতি সৃষ্ট সবল সুন্দর হয়ে উঠুক। পহেলা বৈশাখের বৈশাখী মেলা।

# ডারউইন বিবর্তন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এসইউসিআই’র প্রতিবাদ

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এর সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রভাস ঘোষ এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন মহান বিজ্ঞানী ডারউইনের বিবর্তন সংক্রান্ত ঐতিহাসিক আবিষ্কারকে স্কুল পাঠ্য থেকে বাদ দেওয়া শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান মনস্কতার উপর আক্রমণ নয়,

বরং দেশের তরণ প্রজন্মকে যুক্তিহীনতা এবং অন্ধ বিশ্বাসের দিকে ঠেলে দেওয়ার এক ফ্যাসিবাদী ষড়যন্ত্র। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের এই ষড়যন্ত্র শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার এবং নবজাগরণের উদ্যোগতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপক্ষে পদদলিত করে দেশবাসীর চিন্তা প্রক্রিয়া ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস

কারার সর্বাত্মক ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপ। এই অশুভ পদক্ষেপ বানচাল করার দাবিতে সরব হতে আমরা অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও শিক্ষাপ্রেমী জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাই”। এসইউসিআই(সি) শিক্ষাক্ষেত্রে ধ্বংসরস্রুপ আরও স্ফীত করার জন্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছেন এর ফলে গোটা দেশেই

শিক্ষাক্ষেত্রে চরম বিভ্রম্বনা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা দেখা গেছে। এই পরিস্থিতিতে এসইউসিআই(সি) বিজেপি সরকারের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে সমস্ত অংশের মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন রয়েছে। সরকার শিক্ষাকে ধ্বংস না করে শিক্ষাদপকে আরও মুক্ত বাতাসের মধ্যে রাখার জন্যও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

## গোমতী জেলা হাসপাতালে মেডিক্যাল সুপারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ এপ্রিল।। গোমতী জেলার টেপনিয়া জেলা হাসপাতালে মেডিকেল সুপারের উপসীনতায় রোগীর আত্মীয় পরিজনরা এক প্রকার আতঙ্কিত হয়ে রোগীর চিকিৎসা করাচ্ছেন। জেলা হাসপাতালে ভিতরে ও বাইরে পর্যাপ্ত লাইটের ব্যবস্থা থাকলেও অন্যত্র এক প্রকার অন্ধকারে নিমজ্জিত। জেলা হাসপাতাল থেকে ঔষধের দোকানগুলি অনেকটা দূরে। রাতবিরতে দূর দূরাস্থ থেকে আসা মহিলা ও পুরুষরা ওই দোকানগুলোতে ঔষুধ আনতে গেলে এক প্রকার অন্ধকারের মধ্যেই ঔষুধের দোকানে যেতে হয়। জাতীয় সড়ক থেকে হাসপাতালে যাওয়ার রাস্তাটা অনেকটা দূর। রাস্তার পাশের দোকানগুলোর মূদু আলোর উপর ভর করেই যাতায়াত করতে হয় রোগীর আত্মীয় পরিজনদের। রাত সাড়ে দশটার পর দোকানগুলো বন্ধ হয়ে

# পান্না হুডাইয়ের শুভ দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানে উপস্থিত মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী



রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ এপ্রিল।। রবিবার উদয়পুর মাতারবাড়ি জাতীয় সড়কের পাশে পান্না হুডাই এর শুভ দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ফিতা কেটে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে এর সূচনা করেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাতারবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিশিষ্ট সমাজ সেবক নিম্টি চক্রবর্তী সহ সংস্থার কর্ণধার রতন রায়, পান্না রায় সহ সুতপা ও সুমিতা রায়। ২০০৩ সালে রাজধানী আগরতলায় প্রথম এই সুরক্ষা চালু হয়। পরবর্তী সময়ে মন্দির নগরী উদয়পুর ও দক্ষিণ জেলার মানুষের কথা চিন্তা করে

২০২৩ সালে ২৩ শেষ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার পূন্যলগ্নে এর শুভ দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রী বলেন আজকে এই অনুষ্ঠান মন্দির নগরী মানুষের জন্য দারুন সুখবর রাজ্য সরকার মাতারবাড়ি কে কেন্দ্র করে ৫২ কোটি টাকা খরচ করে প্রসাদ প্রকল্পের কাজ করে চলেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা দেশের মানুষের জন্য এবং বিশ্ব বাসির কাছে মাতারবাড়ি কে কেন্দ্র করে পর্যটকরা আসে এই রাজ্য কে তুলে ধরার জন্য সরকার যখন কাজ করে যাচ্ছে ঠিক এই সময়ে পান্না হুডাই ও এই মাতারবাড়ি তে মানুষের কাছে পৌঁছে যাবার জন্য তারা তাদের গুরুম খুলেছে তারা যখন তাদের

ব্যবসা করবে পাশাপাশি কিছু বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও হবে। সুতরাং সরকারের পাশাপাশি এলাকার জনগনকে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেন বিধায়ক অভিষেক দেবরায় বলেন এই সংস্থা যাতে এই মাতারবাড়ি তে ব্যবসা করবে তেমনি কিছু বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও হবে। সুতরাং কোন অসুবিধা যাতে কেউই না করে সেই বিষয়ে সতর্ক করে দেন তিনি। এই সংস্থা এই রাজ্যের অর্থ নৈতিক বুনিদায় কে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এবং এই রাজ্যের শিল্পের ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা নিতে পারেন এই সংস্থা সবাই কে পাশে থাকার আহ্বান জানানো হয় আজকের এই অনুষ্ঠানে।

# মাতাবাড়িতে সামাজিক সংগঠনের রক্তদান শিবির



রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ এপ্রিল।। জীবন আমাদের রক্তে গড়া, রক্তে গড়া প্রাণ। রক্ত দিয়ে বাঁচবে মোরা শত শত প্রাণ। এই বার্তা কে সামনে রেখে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে মাতাবাড়ি বিধানসভার কালানুবে অবস্থিত মা বিজয়া সোবা সমিতি আশ্রমের উদ্যোগে আয়োজিত মাতাবাড়ির বিধায়ক অভিষেক দেবরায় কে শুভেচ্ছা স্বরূপ সংবর্ধনা জ্ঞাপন

অনুষ্ঠান কে কেন্দ্র করে এক মেগা রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করা হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে মাতাবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেকের দেবরায় কে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় আশ্রম কমিটির পক্ষ থেকে, পাশাপাশি এই দিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সূজন কুমার সেন সহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য

রাখতে গিয়ে বিধায়ক অভিষেক দেবরায় বলে মানুষ মানুষের জন্য তাই মানুষের প্রয়োজনের সাকলকে রক্তদানে এগিয়ে আসতে হবে। মানুষ সুস্থ থাকলে সমাজ সুন্দর হবে তাই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আগামী দিনগুলোতেও যেন সকলের রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন তার আহ্বান রাখেন বিধায়ক।

# অমরপুরে নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত



রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, অমরপুর, ২৩ এপ্রিল।। গোপন খবরের উপর ভিত্তি করে অমরপুর হাসপাতাল চৌমুহনী স্থিত গাড়ির গ্যারেজে বিক্রির উদ্দেশ্যে কিছু নেশাদ্রব্য রাখা হয়েছে। সেই খবরের উপর ভিত্তি করে বীরগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার ইন্সপেক্টর বিমল বৈদ্য দলবল নিয়ে হাসপাতাল চৌমুহনী স্থিত একটি গাড়ির গ্যারেজে হানা দিয়ে তল্লাশি চালিয়ে ৩৯ কোটা অমরপুর বীরগঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে রবিবার সকালে পুলিশের কাছে গোপন

খবর আসে যে অমরপুর হাসপাতাল চৌমুহনী স্থিত গাড়ির গ্যারেজে বিক্রির উদ্দেশ্যে কিছু নেশাদ্রব্য রাখা হয়েছে। সেই খবরের উপর ভিত্তি করে বীরগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার ইন্সপেক্টর বিমল বৈদ্য দলবল নিয়ে হাসপাতাল চৌমুহনী স্থিত একটি গাড়ির গ্যারেজে হানা দিয়ে তল্লাশি চালিয়ে ৩৯ কোটা

করতে সক্ষম হয়। আটক অভিযুক্তের নাম মিঠন দাস (৩৬) তার বাড়ি অমরপুর শংকরপল্লী এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে আগামীকাল অভিযুক্তকে কোর্টে তোলা হবে। প্রসঙ্গত গোটা রাজ্যজুড়ে নেশাসামগ্রী পাচারের রমরমা বেড়েই চলছে। পুলিশের পক্ষ থেকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য পেলেও পাচারকারীরা বুক ফুলিয়ে পাচার বাণিজ্যে লিপ্ত রয়েছে।



## ।। ১৮ বৈশাখ ১৩৫৬ বাংলা হইতে ১৪৩০ বাংলা শ্রীশ্রী রামঠাকুরের ৭৫তম মহাপ্রয়ান দিবস ।।

### অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে শ্রী শ্রী ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা

#### সাধন দেবনাথ

শ্রীশ্রী রামঠাকুর একজন পরম আরাধ্য সংগুরু ত্যাগী মহাপুরুষ এবং আলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি অবতার হয়েও প্রায় নব্বই বৎসর মানবদেহ ধারণ করে আশ্রিতদের নির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করে গেছেন। তিনি বলেছেন প্রারম্ভকে ভোগ করার ছাড়া মানুষের কোন উপায় নেই - আর ভবিতব্য সংসারের বিধান করিয়া থাকেন। (বেদবাণী ২।১৯৫)। তাই অবতার দশরথ নন্দন রামচন্দ্রকে ও বনবাসে যেতে হয়েছিল আর রামচন্দ্রের স্পর্শে রাবণের মুক্তি হয়েছিল। প্রারম্ভ ভোগের বিধান অনুযায়ী যুগের পরিবর্তন হয়ে সত্যযুগের পর ত্রেতা যুগে রাবণের আবির্ভাব হয়েছিল এবং রামের হাতে রাবণের ভোগদশা খণ্ডন হয়ে চিরমুক্তি লাভ করেছিল। অদৃষ্টকে এড়িয়ে অবতাররাও মুক্ত হতে পারেন না। এই জগতে ভাগ্যফলই জীবের প্রাপ্য। জীব সংসারের আবর্তিত মোহে সর্বদাই আবদ্ধ থাকে। শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেছেন তা থেকে উদ্ধার হওয়ার একমাত্র পথ শুধু নাম করা।

হরিনাম মহামন্ত্র সর্বদা নাম করিবেন নামসৈ সত্য নামই সুখ শান্তি উদ্ধারের একমাত্র পথ। নামের আবরণ নাই নাম যুক্ত নামেই মুক্তি।

শ্রীশ্রী ঠাকুর ছিলেন পরমোষ্টি গুরু। আশ্রিতদের সর্বদা সহজ লভ্য তিনি। তিনি শ্রীমুখে বলে গেছেন আমার দেহ না থাকলেও আমার পটে আমি আছি এবং থাকুম। মহাশাধক দিব্য মহাপুরুষ শ্রীশ্রী ঠাকুর ছিলেন বিখ্যাত রহস্যময় সৃষ্টি। পরমারাধ্য শ্রীশ্রী রামঠাকুর ১২৬৬ বাংলা সনের ২১ মাঘ বৃহস্পতিবার রোহিণী নক্ষত্রে গুপ্তা দশমীর দুপুরবেলার পূর্বে ভাগবতী কমলাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাধামাধব চক্রবর্তী বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ছিলেন একজন



যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। শ্রীঠাকুরের জন্মবৃত্তান্ত ও আলৌকিক। কমলাদেবী কোন শিশু প্রসব করেননি। প্রসব করেছিলেন একটি থলিয়া। বাড়ির রক্ষিতা এক মহিলা এই থলিয়া বাড়ির দূরে এক বকুল গাছের নীচে ফেলিয়া দেন। এই থলিয়া ঘিরে একমল শেয়াল আনন্দ ধ্বনি করিতে করিতে পিতা রাধামাধবের উপাসনা স্থল পঞ্চবটিতে রেখে আসেন। এই থলিয়াতে অক্ষত অবস্থায় দুটি শিশু কঁদে উঠে। একজন রামঠাকুর অন্যজন তাঁর ভাই শ্যামঠাকুর। শ্রীঠাকুরের সিদ্ধস্থান পঞ্চবটিতেই তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। ডিম্বামনি গ্রামে মাতা কমলাদেবী থলিয়া প্রসব করেছিলেন। শ্রীঠাকুরের জন্মবৃত্তান্ত এমনই বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্রীঠাকুর তাঁর আলৌকিক জীবনধারণ হিমালয় সাধনা অসংখ্য কর্মকাণ্ড সমাপ্ত করে ১৩৫৬ বাংলা ১৮ বৈশাখ (১লা মে ১৯৪৯ ইং) শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে বাংলাদেশের চৌমুহনীতে স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে দেহত্যাগ করে পরলোকে পড়ি দেন। রহস্যময় জীবন যাপন করে ৮৯ বৎসর ৩ মাসে তিনি অমৃতলোকে বিলীন হয়েছেন। আমাদের জীবন প্রভু শ্রীগুরু দানবেশধারী শ্রীরাম রূপে ধরাধামে আবির্ভূত হইয়া তাঁর দীনতা সহিষ্ণুতা ও রমনীয়তা দ্বারা বিষয়ী পতিত মহাপতনী অভক্ত, শেব, শাক্ত, ধ্যানী, যোগী, সন্ন্যাসী পরমহংস শূন্যবাদী, ব্রহ্মজ্ঞ ভাগবতগণকে অতি আপন জ্ঞানে বন্ধে ধারণ করিয়া সকলকে তার স্বধামে যাইতে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন। শ্রীঠাকুরের প্রদর্শিত আচরিত গুণের কণিকামাত্র যদি আমরা গুরুভূষণ রূপে দেখে ধারণ করিতে পারি তবেই অচিৎ মৃতপাত্র নরদেহ সহসাই চিৎপাড়ে অমৃতপাড়ে রূপান্তরিত হবে জগতে যখন ধর্মের গ্লানি হয় তখন জগৎ প্রেমরস শূন্য হয়। তখন দুঃখদৈন্য, দারিদ্র, অনাচার, ব্যাভিচার এবং অধর্মের তীব্র আঘাতে পৃথিবী জর্জরিত হয়। তখনই প্রেমসিদ্ধ শ্রীঠাকুর বিন্দু দ্বারা জীবকে কৃতার্থ করিবার জন্য প্রকট হন। তখন ভগবৎগত প্রাণভক্তদের মনে প্রাণে আনন্দের উদয় হয়। দুর্জনদের ঔসুকৃতি লাভ হয়। ভগবানের দিব্য জম্মলীলদির কথা শুনিলে জানিলে দেহান্তে আর জন্ম হয় না — তাদের পরমগতি প্রাপ্ত হয়। যারা ভগবানকে অবজ্ঞা করেন তারা বিবেকহীন তাদের আশা নিষ্ফল-কর্ম ব্যর্থ-চিত্ত সদা বিক্ষিপ্ত। শ্রীশ্রী রামঠাকুর আশ্রিতদের ভগবান।

## তেলিয়ামুড়াতে পবিত্র ঈদ উল ফিতরে মুখ্যসচেতকের উপস্থিতি



রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ এপ্রিল।। সারা দেশের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের তেলিয়ামুড়াতে বিপুল উৎসাহ

উদ্বীপনার মধ্য দিয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপন করা হয়। মহান আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের জন্য দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনা করার পর

মুসলিম ধর্মালম্বি মানুষ পবিত্র ঈদুল ফিতর পালন করছেন। রবিবার সকালে বিজেপি তেলিয়ামুড়া মন্ডলের উদ্যোগে

## তেলিয়ামুড়ায় অশোক চক্র ও অশোক স্তম্ভকে সম্মান প্রদর্শন

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ এপ্রিল।। সম্রাট অশোক জয়ন্তী উপলক্ষে ত্রিপুরা রাজ্যের কপেরেশন কন্সটোল সংস্থার উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া কৃষপুর এলাকায় অশোক চক্র এবং স্তম্ভ কে সম্মান দেওয়ার লক্ষ্যে এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় রবিবার দুপুরে। এই দিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার রাজ্য চেয়ারম্যান যদুমনি দেব, ছিলেন মিডিয়ায় সেলের টিংকু সাহা সহ খোয়াই জেলার ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং রাজ্যের এ আই ও। এই সংস্থা তথা করাপশন কন্সটোল সংস্থা দেশের ২৭ টি রাজ্যে সুনামের শহীদ কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে এই সমাজ তার উদ্যোগে করাপশন থেকে মানুষকে রক্ষা করা, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও,



অপপ্রয়স্ক মেয়েদের বিবাহ বন্ধ করার সহ বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে করাপশন কন্সটোল সংস্থা। এই লক্ষ্যে নবীন প্রজন্মের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গোটা দেশের মধ্যে ২৭ টি রাজ্যের

মধ্যে কাজ করছে করাপশন কন্সটোল সংস্থা। গত ১৬ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে সম্রাট অশোকের জয়ন্তী উৎসব। রবিবার তেলিয়ামুড়া কৃষপুর এলাকায় এলাকাবাসীদের সহযোগিতায় এক

### মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় জখম দুই

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ এপ্রিল।। শনিবার রাত আনুমানিক সাড়ে দশটা নাগাদ ধর্মনগর থানা রোডে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই। দ্রুত গতিতে যাওয়া দুটি বাইক সোজাে ধাক্কা দেয় পথ চলতি দুই-জন স্বামী স্ত্রী কে, তাদের দুজনের বয়েসই ষাট উর্ধ্ব। নাম রঞ্জিত চক্রবর্তী এবং রিতা চক্রবর্তী। বাড়ি ধর্মনগর কালিবাড়ি রোডে। ঘাতক বাইক গুলিকে আটক করেছে ধর্মনগর থানার পুলিশ। এদিকে এক বাইক আরোহীও আহত হয়েছে বলে খবর। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন বাইক আরোহীরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল।

### তেলিয়ামুড়া অযাচক আশ্রমে রক্তদান শিবির

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ এপ্রিল।। তেলিয়ামুড়া আঞ্চলিক অঞ্চল সংগঠনের উদ্যোগে রবিবার দিন তেলিয়ামুড়া অযাচক আশ্রমে এক রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। এ দিনের এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, পূর্ব ত্রিপুরা যৌথ অঞ্চল সংগঠনের সম্পাদক পামলাল মল্লিক, ত্রিপুরা সন্মিলিত অঞ্চল সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক সুবোধ দেবনাথ সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই রক্তদান শিবিরের মূল উদ্দেশ্য হলো, শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব বলেন জগৎমঙ্গলের একটি অপরিহার্য অংশ রক্তদান শিবির। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই শ্রী শ্রী দাদানি প্রত্যেক অঞ্চলকর্মীদের নির্দেশ দেন এই এপ্রিল মাসে বিশ্বব্যাপী রক্তদান শিবিরের মত জগৎমঙ্গল কার্য অনুষ্ঠিত করার জন্য। সেই লক্ষ্যেই মূলত রবিবার তেলিয়ামুড়া আঞ্চলিক অঞ্চল সংগঠনের উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া অযাচক আশ্রমে আয়োজিত হয় এই রক্তদান শিবির। তাছাড়া এদিনের এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় সমস্ত রক্তদাতাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

## সাক্ষরম পূর্ত দপ্তরে দরপত্র নিয়ে বিক্ষোভ চরমে

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, সাক্ষরম, ২৩ এপ্রিল।। সাক্ষরম পূর্ত দপ্তরের এক দরপত্র নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। যেখানে বাজারের চাল, ডাল থেকে সব কিছুর দাম বাড়ের গতিতে চলছে সেখানে কীভাবে দরপত্রে বিশ শতাংশ কম দিয়ে কাজ করবে তা নিয়ে গুরু হয়েছে ব্যাপক গুঞ্জন। সংবাদ সূত্রে জানা যায় যে, গত মার্চ মাসের নয় তারিখে এনআইটি নং ৪৪/পিএনআই হি টি /ই ই /পি ডি বি ডি ডি /এস বি এম /২০২২-২৩ সেহামুলে ছোটখিল বিভিন্ন কারণে সাক্ষরম গুরুত্বপূর্ণ বিওপিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ

### বিধায়কের নির্দেশে নিশুঙ্ক বৈশাখী মেলা

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৩ এপ্রিল।। বিশালগড় সৃষ্টির জন্ম লগ থেকেই বিশালগড় ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী মেলা হয়ে আসছে। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হবে না আগামী ১০ই বৈশাখ থেকে ১৫ই বৈশাখ মোট ছয় দিন চলবে এই বৈশাখী মেলা। প্রত্যেক বছরই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে দোকানীরা এসে তাদের নিজ নিজ সামগ্রিক বিক্রি করে এবং দোকানের জন্য শুষ্ক দিতে হয় মেলা কমিটিকে এমনকি বিদ্যুতের বিল ও মোটাতে হয় ব্যবসায়ীদের কিন্তু এবছর ব্যতিক্রমী বিশালগড় মেলায় ব্যবসায়ীরা বিনাশুলকে ব্যবসা করতে পারবেন। তাদের দোকানের জন্য কোনরকম শুষ্ক দিতে হবে না উপরন্তু বিদ্যুতের বিল মোটাবে মেলা কমিটি। এই মছতি উদ্যোগ বিশালগড়ের তরুণ বিধায়ক সুশান্ত দেবের। বিধায়ক সুশান্তদেবের পরামর্শে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মেলা কমিটি। সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানান দিয়েছেন বিশালগড় বৈশাখী মেলা কমিটির কমান্ডার রতন দেব। বিশালগড় উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত



এগ্নি প্রভিউস মারকেটিং কমিটি সিপাহীজলা জেলা পরিষদ, বিশালগড় পৌর পরিষদ, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর বিশাল গড়ে, যৌথ উদ্যোগে বিশালগড়ের বৈশাখী মেলা আগামী ১০ই বৈশাখ থেকে শুরু হবে। বিশালগড় বৈশাখী মেলার উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত

থাকবেন রাজ্যের কৃষি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ মহোদয় এবং বিধায়ক সুশান্ত দেব সহ আরও অনেকেই মেলা কে কেন্দ্র করে প্রতিদিন থাকবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই মেলায় জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষের উপস্থিতি কামনা করছে মেলা কমিটি।

## কসবেশ্বরী মায়ের মন্দিরে বিধায়কদ্বয়ের উপস্থিতি



রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ২৩ এপ্রিল।। আজ অর্থৎ রবিবার কমলা সাগর বিধানসভার বিধায়িকা অন্তরা দেব সরকার এবং সুরমা বিধানসভার বিধায়িকা স্বপা দাস পাল একসাথে কমলা সাগর স্থিত কসবেশ্বরী মায়ের মন্দিরে পরিদর্শনে যান। এদিন দুই বিধায়িকা মন্দিরে রাজবাসীর মঙ্গল কামনায় পূজাচর্চা করেন। দুই বিধায়িকা মায়ের মন্দিরের পূজা শেষে মন্দিরে

আসা অন্যান্য পুণ্যার্থীদের সাথে এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাথে বলেন। তার পাশাপাশি এদিন দুই বিধায়িকা ভারত বাংলা সীমান্তের মনোরম দৃশ্যও উপভোগ করেন। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দুই বিধায়িকা জানিয়েছেন অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার পরেও একটু সুযোগ করে রাজবাসীর মঙ্গল কামনায় তারা কসবেশ্বরী মায়ের মন্দিরে পূজা দিতে আসেছেন। সুরমার বিধায়িকা বললেন এই সর্ব প্রথম

কমলেশ্বরী মায়ের মন্দিরে এসেছেন এখানে সীমান্তবর্তী এলাকায় মায়ের মন্দির দেখে তিনি আশুত হন। তৎ সন্দে তিনি বললেন অন্তরা সরকার দেব বিদ্যায়িকা হওয়ায় ফলে এই কমলাসাগর মায়ের মন্দিরে আরো উন্নতির হোঁয়া আগামী দিন আরো প্রসারিত ঘটবে। কমলা সাগর মায়ের মন্দির আরো সুন্দরভাবে সুসজ্জিত হয়ে ভক্ত প্রাণ মানুষদের আকর্ষিত করবে।

## কন্সটেন্ট কিয়েটরের বিরুদ্ধে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের মামলা

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ এপ্রিল।। গতকাল রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় রাজ্যের এক কন্সটেন্ট কিয়েটরকে মারধর করা হচ্ছে এই ভিডিও ভাইরাল। এরপর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা তর্ক-বিতর্কে একপ্রকার ঝড় উঠেছে। এরই মাঝে রবিবার আর কেপুথ থানায় রাজ্যের তিনজন কন্সটেন্ট ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার লক্ষ্যে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। জানা যায় তিনজনের মধ্যে দুজনের বাড়ি উদয়পুরে। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সদস্যরা মামলা দায়ের করে কন্সটেন্ট কিয়েটরের নামে

জানান হিন্দু সমাজের ভাবাবেগকে আঘাত করার জন্য দিনের পর দিন নানা ভিডিও তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়াচ্ছেন উদয়পুরের দুই কন্সটেন্ট ক্রিকেটার। তারা আরো অভিযোগ করেন এ দুজন যুবকের মধ্যে সেলিম মিয়া নামে এক যুবক হিন্দু মেয়েদের নাকি লাভ জিহাদে ফাঁসানোর অপচেষ্টা করছে। আরে এ বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার লক্ষ্যে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। জানা যায় এসব অভিযোগের ভিত্তিতেই উদয়পুরের দুই কন্সটেন্ট ক্রিকেটার এবং আগরতলার এক সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে

আর.কে পুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়। এদিকে সংবাদ সূত্রে জানা যায় অভিযোগ দায়ের হওয়া অভিযুক্ত সেলিম মিয়া নিজের স্কুলেও একাধিকবার এ ধরনের বিতর্কিত কাজে নিজেকে জড়িয়েছেন যার ফলে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা তাকে স্কুল থেকে বের করে দেয়। যদিও পরবর্তী সময়ে তাকে স্কুলে ফেরা হয় একাধিক সন্তে। উদয়পুরের দুই কন্সটেন্ট ক্রিয়েটরের জ্বালায় একপ্রকার উদয়পুরবাসী নাজেহাল। কারণ গতকালকে একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল

হতেই সাধারণ মানুষের তীব্র সমালোচনা স্বীকার হতে হয় বাপন নন্দী নামে ওই যুবককে। অপরদিকে সামাজিক মাধ্যমের একটা অংশ বলছেন তারা হলেন নিজেদের মধ্যে সেলিম মিয়া নামে এক যুবক হিন্দু মেয়েদের নাকি লাভ জিহাদে ফাঁসানোর অপচেষ্টা করছে। আরে এ বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার লক্ষ্যে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। জানা যায় এসব অভিযোগের ভিত্তিতেই উদয়পুরের দুই কন্সটেন্ট ক্রিয়েটরের জ্বালায় একপ্রকার উদয়পুরবাসী নাজেহাল। কারণ গতকালকে একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল





নায়কের ডাকে সাড়া  
না দিলে ছবি থেকে  
বাদঃ মল্লিকা



মল্লিকা পর্দায় যেমন সাহসী, পর্দার বাইরে তেমনই সাহসী। সোজা কথা সোজাভাবে বলতে ভালোবাসেন তিনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই নায়িকা বলেছেন, ‘সব শীর্ষ’ স্থানীয় নায়ক আমার সঙ্গে কাজ করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছিল। কারণ, আমি তাদের সঙ্গে কোনো রকম সমঝোতার পথে হাঁটিনি। এসব প্রথম সারির নায়কের সেসব নায়িকা পছন্দ, যাদের তারা নিজেদের হাতের মুঠোয় মধ্যে রাখতে পারবে। নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। আর তাদের সঙ্গে সমঝোতা করতে পারবে। কিন্তু আমি মোটেও এ রকম নই। আর আমার ব্যক্তিগত এ রকম নয়।’ মল্লিকা আরও বলেন, ‘আমি নিজেই অন্যের ইচ্ছা অনুযায়ী চালাতে পারি না। কোনো নায়ক যদি রাত তিনটার সময় আপনাকে ফোন করে ডাকে, তাহলে আপনাকে ছুটতে হবে। আপনি যদি বলিউড বুকের অংশ হন বা আপনি যদি সেই নায়কের সঙ্গে ছবি করছেন, তাহলে আপনি ছবি যেতে বাধ্য। আর আপনি যদি সেই নায়কের ডাকে সাড়া না দেন, তাহলে সেই ছবি থেকে বাদ পড়বেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনকি কাস্টিং কাউন্সের সঙ্গে সমঝোতা করিনি বলে অনেক ছবি থেকে আমি বাদ পড়েছি।’ মল্লিকা কিছুদিন আগে বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনকে রীতিমতো কটাক্ষ করেছিলেন। মল্লিকা বলেছিলেন, দীপিকা যে ধরনের সাহসী বা অন্তরঙ্গ দৃশ্য এখন করছেন, তিনি তা ২০০৪ সালে ‘মার্ভার’ ছবিতে করেছিলেন। মল্লিকা বিরক্ত প্রকাশ করে বলেছিলেন যে এসবের জন্য আজ দীপিকার প্রশংসা করা হচ্ছে, অথচ তাঁর কপালে জুটেনি শুধুই বঞ্চনা আর নোংরা নোংরা সত্ত্বা।

## প্রিয়াক্ষা যাঁদের ভক্ত

বলিউডের ‘দেশি গার্ল’ প্রিয়াক্ষা চোপড়ার ফ্যাশন ট্রেন্ড প্রাইভেট বাড়ি তোলে সারা বিশ্বে ফ্যাশন আভিনায়। কান থেকে অক্ষরের লালগালিচায় তিনি রীতিমতো টক্কর দেন বিশেষী রূপসীদের। দিন দিন প্রিয়াক্ষা মেন সারা বিশ্বের নজরে হয়ে উঠেছেন অন্যতম সেরা স্টাইল আইকন। প্রিয়াক্ষা হাজার হাজার ফ্যাশন প্রেমীর স্টাইল আইকন। তাঁর ফ্যাশন ট্রেন্ডকে অনেকে অনুসরণ করেন। এদিকে এই সাবেক বিশ্বসুন্দরী মজেন নজরেই বিশেষী ফ্যাশনধারায়। প্রিয়াক্ষা দুই বিদেশিনী তারকাকে এক ক্ষেত্রে অনুসরণ করেন। তিনি নিজের মুখে এ কথা প্রকাশ করেছেন। এক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিনিধিকে সাক্ষাৎকারের সময় এই বলিউড তারকা বলেন, ‘আমি সোফিয়া লরেনকে ভালোবাসি। আমি তাঁর আকর্ষণীয়, অতুলনীয়, টাইমলেস স্টাইলের ভক্ত। আমি রিয়ানাকেও দারুণ ভালোবাসি তাঁর উদ্ভট আর সাহসী পোশাকের কারণে। আমাকে সেই সব নারী অনুপ্রাণিত করেন, যাঁরা সাহসী আর ফ্যাশনের চিরাচরিত ধারাকে ভেঙে এগিয়ে যেতে পারেন। আমি তাঁদের দুজনের ভক্ত।’ প্রিয়াক্ষা আরও বলেন, ‘আমি সেই নারীদের ভালোবাসি, যাঁরা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে পোশাকের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারেন। আর তাঁরাই প্রকৃত ট্রেন্ডসেটার। তাঁরা তাঁদের দৃষ্টিকোণকে প্রকাশ করতে

## পুরুষ-পোশাকে চমকে দেওয়ার মতো লুকে স্বস্তিকা

‘স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় মানেই সেনসেশন! টলিউডের প্রথম সারির অভিনেত্রীদের মধ্যে অন্যতম তিনি। তাঁর স্টাইলিং ও ফ্যাশনে থাকে নতুন কিছুই হোয়া। অগুণতি ভক্ত অভিনেত্রীর। সোশ্যাল মিডিয়া তিনি হামেশাই চর্চায় থাকেন। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় আবারও একবার ভাইরাল স্বস্তিকা। পুরুষের পোশাকে একেবারে অন্য রকম লুকে ধরা দিয়েছেন নায়িকা। সম্প্রতি একটি অ্যাওয়ার্ড শো তে হাজির হয়েছিলেন স্বস্তিকা। সেখানে একেবারে ভিন্ন স্বাদের লুকে ধরা দিয়েছেন তিনি। লিঙ্গভেদে নিপাত যাক বার্তা দিতে ধৃতি-পাঞ্জাবিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করেন স্বস্তিকা। নিজের ধৃতি পরা ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে স্বস্তিকা লেখেন, ‘আমরা নারীরা অনেক বেশি শক্তিশালী। আমাদের অন্য কারও প্রয়োজন পড়ে না নিজেরে বিশ্বাসকে তুলে ধরার জন্য। আমরা



আজকেও দেবী, প্রত্যেকদিনই দেবী!’ অভিনেত্রী সাজের মধ্যেই ছিল বাঙালি বাবুয়ানা। কালো বেনিয়ান পাঞ্জাবি আর দুধসাদা চুনোট ধৃতিতে একেবারে চমকে যাওয়া লুকে ধরা দিয়েছেন নায়িকা। পায়ে পরা কোলাপুরি চটি। পোশাকের সঙ্গে পড়েছেন মানানসই উজ্জ্বল পাথরের মিনাকারি গয়না। আর স্বস্তিকাকে এ রূপে সাজিয়েছেন ফ্যাশন ডিজাইনার অভিষেক রায়। লিঙ্গভেদ মোছার বার্তা দিতেই এই

পোশাক স্বস্তিকার। এই চুনোট ধৃতি বাঙালির ফ্যাশনের অনন্য ঐতিহ্য। সাবেকি বাঙালি পোশাক। কিন্তু তা সম্পূর্ণ পুরুষ বেশ। নারী শরীরেও যে ধৃতির সাজ এতটা সেজি হয়ে উঠতে পারে, তা স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়কে না দেখলে বোঝা যায়। কেউ হয়তো কখনও ভাবতেই পারেনি একজন নারী এরকম পোশাকে ধরা দিতে পারেন, তাও আবার এরকম এক অ্যাওয়ার্ড শোতে। পুরুষের পোশাকে কেন সেজে উঠলেন অভিনেত্রী?

আসলে বহুবীর স্বস্তিকা লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। বরাবরই স্বাধীন চিন্তাভাবনাকেই গুরুত্ব দেন তিনি। সে জায়গা থেকেই দাঁড়িয়েই এমন পোশাকে নিজেকে মেলে ধরেছেন নায়িকা। উল্লেখ্য, স্বস্তিকা এ দিন দেবী অ্যাওয়ার্ড পান। ছবি পোস্ট করে নায়িকা লিখেছেন, অন্তরের দেবী ও বাইরের ভিভার মেলবন্ধন। স্বস্তিকার ধৃতি পরা ছবি ইতিমধ্যেই প্রশংসা কুড়িয়েছে নেটিজেনদের কাছ থেকে। সাহসী পোশাক পরা থেকে, সাহসী মন্তব্য করতে কখনই পিছু পাহন না অভিনেত্রী স্বস্তিকা। জীবন এবং পছন্দকে নিয়ে বরাবরই মুখোপাধ্যায়ের ছবি ‘শ্রীমতী’। এক সাধারণ পরিবারের গল্প পর্দায় তুলে ধরেছেন তিনি। সংসারের চাপে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে যুগ্মি থাকা কোনও এক গৃহবধুর গল্প নিয়ে এই ছবি।

## শুগাল-দুলকারের পরবর্তী ছবিতে যিশু



চিরঞ্জীবী অভিনীত ‘আচার্য’, নীতিন-রশ্মিকা মন্দানার ‘ভীষ্ম’, নানির ‘শ্যাম সিং রায়’- এবার জানা যাচ্ছে দুলকার সলমন এবং শুগাল ঠাকুর অভিনীত ‘সীতা রমন’-এ থাকছেন যিশু। ই-টাইমসকে ছবির এক ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, ‘হ্যাঁ, যিশু এই ছবির অবিচ্ছেদ্য অংশ, তবে তাঁর চরিত্র নিয়ে কিছু খোঁসসা করা যাবে না। তবে ছবির চিত্রনাট্যের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছেন তিনি, যিশু নিজের জারুণ খুশি এই ছবিতে কাজ করে’। পরিচালক হানু রাঘাবাপুড়ির এই ছবি মুক্তি পাচ্ছে

আগামী ৫ই আগস্ট। এই ছবিতে আর কারা থাকছেন? ‘সীতা রমন’-এ দেখা যাবে সুমন্ত, রশ্মিকা মন্দনা, গৌতম বাসুদেব মেনন, প্রকাশ রাজের মতো অভিনেতাদের। বলিউডে যিশুর শেষ কাজ ছিল ‘খালাইভি’, অন্যদিকে বাংলার বক্স অফিসে ‘বাবা, বেবি ও’তে তাঁকে শেষবার দেখেছে দর্শক। খুব শীঘ্রই ‘মেঘ পিওন’-এর কাজ শুরু করবেন তারকা। ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত পরিচালিত সম্পর্কের এই গল্পে লিড রোলে রয়েছেন শুভশ্রী ও আদ্য। ছবিতে যিশুর স্ত্রীর চরিত্রে দেখা যাবে শুভশ্রীকে।

## নতুন ‘তেজাব’—এ নতুন জুটি

‘ভুল ভুলাইয়া টু’ ছবির সাফল্যের পর কার্তিক আরিয়ানের চাহিদা তুলে। বলিউডের এই খরার বাজারে প্রযোজকদের এখন আশা-ভরসা তিনিই। আর তাই নির্মাতারা তাঁকে নিয়ে ছবি বানাতে বেশি আগ্রহী। কার্তিক আরিয়ানের হাতে এখন বেশ কয়েকটি বড় প্রজেক্ট। নির্মাতা মুরাদ খৈতানি এই বলিউড তারকাকে নিয়ে ‘তেজাব’ ছবির রিমেক বানাতে চলেছেন। ১৯৮৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল অনিল কাপুর আর মাধুরী দীক্ষিত অভিনীত ‘তেজাব’ ছবিটি। এন চন্দ্রা পরিচালিত ছবিটি বক্স অফিসে বড় তুলেছিল। অনিল-মাধুরী জুটিকে সবাই দারুণ পছন্দ করেছিল। নির্মাতা মুরাদ খৈতানি আগেই জানিয়েছিলেন যে তিনি ‘তেজাব’ ছবির রিমেক করতে চলেছেন। তিনি এই ছবির স্বত্ব কিনে ফেলেছেন। আর এই নির্মাতা ইতিমধ্যে ‘তেজাব’-এর রিমেকের প্রি-প্রোডাকশনের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এখন তিনি এই ছবির স্টার কাস্ট চূড়ান্ত করতে ব্যস্ত। মুরাদ খৈতানি চাইছেন যে এই ছবির মাধ্যমে এক তাজা জুটিকে উপহার দিতে। আগেই শোনা গিয়েছিল, ‘তেজাব’ ছবির রিমেক অনিল কাপুর অভিনীত চরিত্রে কার্তিক আরিয়ানকে দেখা যাবে। এখন নির্মাতা ব্যস্ত এই রিমেক ছবির নায়িকা চূড়ান্ত করতে। মুরাদ খৈতানি মাধুরীর চরিত্রে শ্রদ্ধা কাপুরকে চান। মাধুরী অভিনীত চরিত্র মোহিনী আশির দশকে বাড় তুলেছিল। জানা গেছে, শ্রদ্ধাকে এই ছবির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত তিনি স্বাক্ষর করেননি। সবকিছু ঠিকঠাক এগোলে কার্তিক আরিয়ান আর শ্রদ্ধাকে প্রথমবার জুটি হিসেবে পর্দায় দেখা যাবে। কার্তিক আরিয়ানকে আগামী দিনে ‘ফ্যাপ্টেন হিডিয়া’ ছবিতে দেখা যাবে। কৃতি শ্যাননের সঙ্গে তিনি ‘শাহেজাদা’ ছবিতে আসতে চলেছেন। এদিকে লাদ রঞ্জনের ছবিতে প্রথমবার দেখা যাবে শ্রদ্ধা কাপুর আর রণবীর কাপুরের জুটিকে। এ ছাড়া শ্রীদেবীর সুপার হিট ছবি ‘চলবাজ’-এর রিমেকে এই বলিউড নায়িকাকে দেখা যাবে।



## ‘ওঁরা বড় তারকা কিন্তু..’ঃ জাহ্নবী



বলিউডে পা রেখে অনেক অভিনেত্রীই লক্ষ্য থাকে ইন্ডাস্ট্রির তিন খান অর্থাৎ শাহরুখ, আমির এবং সলমন খানের সঙ্গে কাজ করার। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জাহ্নবীকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তিনি কি খানের সঙ্গেও কাজ করতে চান? এক সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জাহ্নবী বলেন, ‘এরা বলিউডের সবচেয়ে বড় তারকা এবং সবাই এদের সঙ্গে কাজ

করতে চায়। অবশ্যই খানেরের বিপরীতে অভিনয় করতে ভালো লাগবে আমার। কোথায় আমি আর কোথায় তাঁরা! একটু অদ্ভুতও দেখাবে।’জাহ্নবীকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল কার সঙ্গে তাকে পর্দায় যে ভালো দেখাবে? খানিক আগেগাছালো ভাবেই অভিনেত্রী বলেন, পর্দায় বরণ ধরন এবং রংবের কাপরের বিপরীতে তাঁকে ভালো মানাবে। জানিয়েছিলেন,

অভিনেত্রী আলিয়া। ভাট তাঁর অনুপ্রেরণা। উল্লেখ্য, শীঘ্রই ‘বাবুয়াল’ ছবিতে জুটিতে দেখা মিলবে বরণ ধারণা এবং জাহ্নবী কাপুরকে। সল্য শেষ হয়েছে ছবির শুটিং। নিতেশ তিওয়ারি পরিচালিত ছবি ‘বাবুয়াল’। পাঁচটি দেশের মোট দশটি শহরে হয়েছে ছবির শুটিং। প্যারিস, বার্লিন, পোল্যান্ড, আমস্টারডাম সহ একাধিক শহরে ছবির জন্য শুটিং করেছে টিম। এই ছবিতে প্রথমবার জুটি বাঁধতে চলেছেন বরণ ধারণা ও জাহ্নবী কাপুর। প্রথমবার এই জুটিকে রোমান্স করতে দেখা যাবে অনিয়ন্ত্রিত। নিজেকে কী ভাবে চর্চায় রাখতে হয়, সে লিঙ্গা ভালোই অর্জন করেছেন শ্রীদেবী-কন্যা। এছাড়াও ‘মিস্টার আভ মিসেস মাহি’র প্রকৃতি নিচ্ছেন জাহ্নবী। যেখানে তিনি একজন ক্রিকেটারের ভূমিকায় অভিনয় করবেন জাহ্নবী প্রযোজিত এবং শরণ শর্মা পরিচালিত এই ছবি। নায়িকার বিপরীতে অভিনয় করছেন রাজকুমার রাও। ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে ক্রিকেটার দীনেশ কার্তিক-কেও। শরীরচর্চায় বোজয় পারদর্শী নায়িকা। জিম, পিলাটিজ থেকে বিভিন্ন আঙ্গিভিটি করেন তিনি। অভিনেত্রীর ফ্যাশন সেন্স নিয়েও চর্চা চলে। যে কোনও পোশাকে নিজেকে মেলে ধরতে সক্ষম তিনি।

## বিজয় দেবরাকোন্ডার ‘লাইগার’ ছবির প্রচারে তুলকালাম

সিনেমার মতো তারকাদের জনপ্রিয়তাও আর নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। তাই তো করণ জোহর প্রযোজিত ‘লাইগার’ সিনেমার নায়ক দাক্ষিণাত্যের সুপারস্টার বিজয় দেবরাকোন্ডা। আর সেই ছবির প্রচার যখন মুম্বইয়ে হয়, তখন তুলকালাম কাণ্ড ঘটে। ভিড়ে চাপে প্রাণ হারান মহিলা ফ্যান। সম্প্রতি নভি মুম্বইয়ের এক শপিং মলে ‘লাইগার’ সিনেমার প্রচারে গিয়েছিলেন বিজয় দেবরাকোন্ডা এবং অনন্যা পাণ্ডে। দু’জনের আসার খবর শুনেই মলে ভিড় জমতে থাকে। অনেকে আবার প্ল্যাকার্ড হাতে চলে আসেন। তাতেই পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়। একটি ভিডিও দেখা যায়, ভিড়কে শাস্ত করার চেষ্টা করছেন বিজয়। তাঁর চোখেমুখে আতঙ্কও দেখা যায়।, একটু সামলে। আমরা এখানেই রয়েছি। কোথাও যাচ্ছি না’, একথা বলতে থাকেন বিজয়। এতে অবশ্য বিশেষ লাভ হয়নি। শোনা যায়, ভিড়ের চাপে বিজয়ের এক মহিলা অনুরাগী অজ্ঞান হয়ে যান। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে মাঝপথে প্রচার থামিয়ে দেওয়া হয়। বিজয়-অনন্যা মল থেকে বেরিয়ে যান। পরে সোশ্যাল মিডিয়ায়, অনুরাগীদের এত ভালোবাসার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। ‘আশা করি সকলে সুস্থ ও ভাল আছেন’, একথাও লেখেন দক্ষিণী তারকা। আগামী ২৫ আগস্ট সিনেমা হলে হিন্দি, তামিল, তেলুগু-সহ মোট পাঁচটি ভাষায় মুক্তি পাচ্ছে ‘লাইগার’। ছবিতে ছোট্ট একটি চরিত্রে



অভিনয় করেছেন মাইক টাইসনও। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে

রয়েছেন রম্যা কৃষ্ণগণ। শুটিং হয়েছে মার্কিন মুলুকে।

বলিউডে ‘মিস্টার পারফেকশনিস্ট’ তকমা পেয়েছেন আমির। তবে ব্যক্তিগত জীবনে একাধিকবার সম্পর্ক ভেঙেছে তাঁর। কেরিয়ারের সাফল্য পাওয়ার আগেই ১৯৯৬ সালে রিনা দত্তকে বিয়ে করেছিলেন আমির। জুনেইড ও ইরা নামের দুই সন্তান রয়েছে তাঁদের। শোনা যায়, আমিরের সফল কেরিয়ারেও রিনার অবদান রয়েছে। ‘লগান’ সিনেমার অন্যতম প্রযোজক ছিলেন আমিরের প্রথম স্ত্রী। সেই সিনেমাই সহকারী পরিচালক কিরণ রাওয়ের প্রেমকে পড়েন আমির। ২০০৫ সালে কিরণকে বিয়ে করেন আমির। সারোগেসির মাধ্যমে তাঁদের ছেলে আজদের জন্ম হয়। কিন্তু সে সম্পর্কও গত বছর ভেঙে

যায়। ২০২১ সালের জুলাই মাসে বিচ্ছেদের ঘোষণা করেন আমির ও কিরণ। যৌথভাবে ছেলে আজদের দায়িত্ব নেওয়ার কথাও জানান। কিন্তু সম্পর্ক ভাঙার পরও দুই প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রয়েছে বলেই দাবি আমিরের। ‘কফি উইথ কফি’ শোরে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে অভিনেতা বলেন, “এখনও দু’জনের প্রতিই আমার ভালবাসা ও সম্মান রয়েছে। আমরা আজীবন পরিবার হিসেবেই থাকব। যতোই ব্যস্ত থাকি না কেন প্রতি সপ্তাহে একবার অন্তত ওঁদের সঙ্গে দেখা করি।” উল্লেখ্য, আগামী ১১ আগস্ট মুক্তি পাচ্ছে আমিরের নতুন ছবি ‘লাল সিং চড্ডা’। সে ছবির অন্যতম প্রযোজক আমিরের প্রাক্তন স্ত্রী



কিরণ। বিচ্ছেদের পরও একসঙ্গে হামিমুখে ক্যামেরার সামনে পোজ দিয়েছেন আমির-কিরণ। কিছুদিন আগে আমার রিনা দত্তর সঙ্গে মিলে মেয়ে ইরার জন্মদিন পালন করেছিলেন। সে পাঁচটিতে আমার ফতিমা সানা শেখও ছিলেন। উল্লেখ্য,

কিরণের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ফতিমা ও আমিরের সম্পর্ক নিয়ে নানা গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। শোনা গিয়েছিল, ‘দঙ্গল’ সিনেমার সহ-অভিনেত্রীর প্রেমে নাকি হারুভূব খাচ্ছেন ৫৭ বছরের অভিনেতা। অবশ্য তা এখনও পর্যন্ত শুধুই রটনা।



আগরতলা, সোমবার, ২৪ এপ্রিল, ২০২৩ ইং



রাজধানীর উজান অভয়নগরের এজি কোয়ার্টার এলাকায় অগ্নিকাণ্ড। ঘটনাস্থলে দমকলের ইঞ্জিন। গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য!

# সুদের জ্বালায় মধ্যবিত্ত বিপর্যস্ত

**কলকাতা:** মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের দাওয়াই কী? রপো রৌট বৃদ্ধি। গত বছর মে মাস থেকে এই একটি উপাধি অবলম্বন করে এসেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এক্ষেত্রে আমনত বা জমানো টাকার আর তাতে নান্ধিস্বাস উঠেছে মধ্যবিত্তের। গত ১১ মাসে রপো রৌট

## লোকসভা ভোট? ফেব্রুয়ারিতে

দশের পাতার পর — ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারি মাসে উল্লেখন করা হবে অযোধ্যায় রামমন্দির। আগামী আট মাসের মধ্যে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানায় পরপর বিধানসভা নির্বাচন। এই রাজ্যগুলিতে প্রচারপর্বে এক টিকে দুই পাখি মারতে চাইছেন মোদি। তিনি অবশ্য আরও একটি বিষয়ে আগ্রহীলোকসভার সঙ্গেই আগামী বছরের বিধানসভা ভোটগুলি করে নেওয়া। কিন্তু এর জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে রাজি হতে হবে। কারণ, বিধানসভার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে রাজ্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভোট ঘোষণা করা যায় না। ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ ও সিকিমের বিধানসভা নির্বাচন অবশ্য একইসঙ্গে হবে। কিন্তু ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র বিধানসভার মেয়াদ অক্টোবর পর্যন্ত। ফলে সেখানকার ভোট এতটা এগিয়ে আনা সম্ভব নয়।

## ফের নতুন ভ্যারিয়ান্ট!

দশের পাতার পর — মুভাও ফের করোনোভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়ান্টের হান্সি মিলল। এবার মিলল ইজরায়েলে। ইজরায়েলে করোনার নতুন এই ভ্যারিয়ান্টের হদিস মিলল। ইতিমধ্যে সেই ভাইরাসে ২ জন আক্রান্তও হয়েছে। ফলে করোনো-পরিস্থিতি সেখানে নতুন করে উদ্বেগ বাড়াত্ছে। যদিও করোনার এই নতুন ভ্যারিয়ান্ট রুখতে তৎপর ইজরায়েল। ইতিমধ্যেই দুই আক্রান্তকে হাসপাতালে আলাদা করে রাখা হয়েছে। জানা গিয়েছে, এক দম্পতি বিদেশ সফর সেরে ইজরায়েলে ফেরার পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিমানবন্দরে তাঁদের আরটি পিসিআর পরীক্ষা করতেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে। সেই রিপোর্টেই ধরা পড়ে করোনার নয়া ভ্যারিয়ান্টের উপস্থিতি। বিমানবন্দর থেকেই ওই দম্পতিকে হাসপাতালে এনে তাঁদের বিশেষ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, করোনার নতুন এই ভ্যারিয়ান্টটি বিএ.১ বা ওমিক্রন এবং বিএ.২ (ওমিক্রনের সাব-ভ্যারিয়েট)-এর সম্মিশ্রণ। তবে এখনও পর্যন্ত নয়া ভ্যারিয়ান্টের থেকে তেমন মারাত্মক ক্ষতি ঘটেনি। ইজরায়েলের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, করোনার অন্যান্য ভ্যারিয়ান্টের মতোই নতুন ভ্যারিয়ান্টে আক্রান্ত ওই দম্পতিরও জ্বর, মাথাব্যথা, গায়ে ব্যথার মতো উপসর্গ রয়েছে। ভ্যারিয়ান্টটি কতটা সংক্রমক, তা অবশ্য এখন স্পষ্ট নয়। তবে আগাম সতর্কতা নিতে যথেষ্ট তৎপর ইজরায়েল। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে বিশেষ নৈটকও করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। তিনি পুনরায় মাস্ক পরা চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন, দেশবাসীকে কোভিড ভ্যাকসিনের ওটি ডোজই নেওয়ার উপর জোর দিয়েছেন।

## কমেছে কেন্দ্রে ঃ প্রশ্নে জিএসটি

দশের পাতার পর — চালুর পরবর্তী পাঁচ বছরে। আর তাতেই সামনে চলে এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ‘সাধের’ করব্যবস্থার আসল ছবিটা। রিপোর্ট অনুযায়ী, জিএসটি চালুর আগে রাজ্যগুলির কর আদায়ের হার ছিল জিডিপির ৩.২ শতাংশ। জিএসটি জমানায় তা কমে ২.৬২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। স্টেট জিএসটি এবং ইন্টিগ্রেটেড জিএসটি বাবদ মোট আদায়ের হিসেবেই কাজ হয়েছে এই অঙ্ক। এবার আসা যাক সেন্ট্রাল জিএসটি বা এসজিএসটি আদায়ের পরিসংখ্যানে। জিএসটি চালুর আগে কেন্দ্রীয় কর বাবদ আদায় ছিল জিডিপির ৩.১১ শতাংশ। তা গত পাঁচ বছরে কমে দাঁড়িয়েছে ২.৪৬ শতাংশে।

কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখলে এই পতন ধরা পড়ে না। কারণ, বর্তমানে সারা দেশে সামগ্রিকভাবে যে জিএসটি আদায় হয়, তা জিডিপির ৬.১৬ শতাংশ। ২০১৭ সালের ১ জুলাইয়ের আগে তা ছিল ৬.১৩ শতাংশ। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার সামান্য বেশি। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব? তাও ব্যাখ্যা করা হয়েছে রিপোর্টটিতে। কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, প্রথমত, এই হিসেবের মধ্যে ধরা আছে পণ্য আমদানি ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জিএসটি সংক্রান্ত হিসেব। দ্বিতীয়ত, রাজ্যগুলিকে পাঁচ বছর ধরে জিএসটি বাবদ ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। এসব যদি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে সামগ্রিক ক্ষেত্রেও জিএসটি জমানায় জিডিপির নিরিখে আদায়ের হার কমে যাবে। রিপোর্টে আরও দাবি করা হয়েছে, করোনো পরবর্তী পরিস্থিতিতে গোটা দেশে জিএসটি আদায় বৃদ্ধির অন্যতম কারণমূল্যবৃদ্ধি। বেশি দামে যেতেও মানুষ জিনিস কিনেছেন, তাই সেই অনুপাতে জিএসটিও মোটোতে হয়েছে বেশি করে। ডিরেক্টরেট জেনারেল অব জিএসটি ইন্টেলিজেন্সের তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবর্ষে জিএসটি ফাঁকির পরিমাণ ১ লক্ষ ১ হাজার কোটি টাকারও বেশি। তার আধার বছরের তুলনায় বা দ্বিগুণেরও বেশি। বিরোধীদের অভিযোগ, যথাযথভাবে পরিকা্রম্যো না গড়ে, ছড়োছটি করে জিএসটির চালুর দায় মোটোতে হচ্ছে দেশকে।

With Best Compliments From :

CONTACT No :- 7050772568, 9862206274, 7065324483  
9436453222, 9862072719

**VASTU**

(A UNIT OF MAA KAMAKHYA GROUP)

BUILDING PLANNER OF A.I.M.S., OTHER MUNICIPAL COUNCIL & NAGAR PANCHAYET, GRADE-I

HEAD OFFICE : OFFICE LANE, OPPOSITE OF TRIPURA SPORTS COUNCIL, AGARTALA, TRIPURA (W)

Email : [www.vastu@gmail.com](mailto:www.vastu@gmail.com)

CONTACT No :- 7050772568, 9862206274, 7065324483  
9436453222, 9862072719

**MAA KAMAKHYA TESTING, PILLING**

**SURVEYING & CONSULTANCY**

(A UNIT OF MAA KAMAKHYA GROUP)

DEALS IN :- SON. TESTING, PILLING, SURVEYING, CONSULTANCY ETC.

HEAD OFFICE : OFFICE LANE, OPPOSITE OF TRIPURA SPORTS COUNCIL, AGARTALA, TRIPURA (W)

Email : [subodhny.conslatancy@gmail.com](mailto:subodhny.conslatancy@gmail.com)

**দুর্ঘটনায় আহত পাঁচ**

প্রথম পাতার পর — দেয় ফায়ার কর্মীদের। দ্রুততার সাথে ফায়ার কর্মীরা ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুর্ঘটনার পর গাড়িটি পালিয়ে যায়। পুলিশ জানায় সিঙ্গি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে গাড়িটিকে শনাক্ত করতে পারবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত গাড়িটিকে ধরতে পারেনি পুলিশ। এদিকে শনিবার গভীর রাতে ধর্মনগর শহরেও দ্রুতবেগে খেয়ে আসা দুটি বাইকের ধাক্কায় যাত্রোদ্বর্ধ এক দম্পতি গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। পথ চলতি এই দম্পতিকে সজোড়ে ধাক্কা মারে দুটি বাইক। ফায়ার কর্মীরা ছুটে এসে এই দম্পতিকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। এই ক্ষেত্রেও পুলিশ বাইক দুটিকে এখনো শনাক্ত করতে পারেনি।

সুদ। গৃহখণ্ণ সহ অন্যান্য ব্যক্তিগত ঋণের বাড়তি বোঝা বইতে হয় মধ্যবিত্তকে। মোদি জমানার দ্বিতীয় ইনিংসের শেষ পর্বে এসে সেটাই হাড়ে হাড়ে বুঝছে মানুষ। ২.৫ শতাংশ রপো রেটের ধাক্কা পড়ছে ঋণের উপর। যারা মাসিক কিস্তি বা ইএমআইয়ের অঙ্ক বাড়িয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে চাইছেন, তাঁদের ওনতে হচ্ছে বাড়তি টাকা। তেননই যারা কিস্তির টাকা স্থির রাখতে চাইছেন, তাঁদের ঋণশেখের সময়সীমা বেড়ে অনেকটা আসা যাবে। সময়সীমা বাড়ানোর প্রসঙ্গে। দেশের অন্যতম একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক জানাচ্ছে, গত বছর পরায়ত্ত গ্রাহকের সর্বাধিক ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত গৃহঋণের ইএমআই মৌটানোর সময়সীমা বেঁধে দিত তারা। হোম লেনের সর্বোচ্চ মেয়াদ ছিল ৩০ বছর। চলতি অর্থবর্ষের জন্য তারা যে ঋণ-নীতি নিয়েছে, তাতে গ্রাহককে সর্বাধিক ৭৭ বছর বয়স পর্যন্ত ঋণ মৌটানোর সুযোগ দেওয়া হবে। ঋণের সময়সীমা ৩০ থেকে বাড়িয়ে সর্বাধিক ৩৭ বছর করা হয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের অফিসাররা যাচ্ছেন, কোনও গ্রাহকের ক্ষেত্রে ৭৭ বছর বয়স পর্যন্ত ঋণের বোঝা টেনে নিয়ে যাওয়াটা যথেষ্ট কষ্টকর।

## প্রযুক্তি আসছে সীমান্তে

দশের পাতার পর — সীমান্তে প্রহরা, জরুরিকালীন পরিস্থিতি সহ দ্রুত কোথাও পৌঁছে যেতে এই সুটি ব্যবহার করবে সেনা। সমতল এলাকা, দুর্গম পাহাড়ি পথ বা মরুভূমি অঞ্চলযে কোনও জায়গাতেই এই সুটি ব্যবহার করা যাবে প্রয়োজন অনুযায়ী। টানা ৮ মিনিট ওড়া যাবে। সম্প্রতি আগ্রায় একটি বিদেশি সংস্থার তৈরি জেটপাক স্যুটের মতোও হয়েছে। হিমালয়ের বহু দুর্গম অঞ্চল রয়েছে, যেখানে যান চালালের কোনও রাস্তাই নেই। পাকিস্তানের দিকে রয়েছে এমওসি তথা নিয়ন্ত্রণ রেখা। টান সীমান্তে রয়েছে এলএসি বা প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা। এই দুই রেখা বরাবর ২৪ ঘণ্টা প্রত্যয়ে থাকেন জওয়ানরা। তাঁদের জন্য রেশনের মালপত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য রসদ নিয়ে যাওয়া হয় আনিম্যাল ট্রান্সপোর্ট বা পশু পরিবহণের মাধ্যমে। শারীরিকভাবে সক্ষম খচ্চরদের এই কাজে লাগানো হয়। এই খচ্চরগুলি সেনার মাইন্সটেম অগিলারির সন্মমও। প্ররাস্তর জওয়ানদের রসদ পৌঁছে দেওয়ার কাজ আরও সহজে করতে ১০০টি রোবট খচ্চর আনছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। আসল খচ্চরের মতো এই রোবটেরও চারটি পা থাকবে। লম্বা হবে এক মিটার। ১০ হাজার ফুট উচ্চতার দুর্গম পথ বেয়ে অনায়াসে এগিয়ে যাবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি রোবট।

## খুলবে অযোধ্যার রামমন্দির ও মসজিদ

দশের পাতার পর — নির্বাচনের আগেই মন্দির-মসজিদের কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে। রাম জন্মভূমি-বন্দার মসজিদ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বিতর্কিত জমিতে রামমন্দির তৈরির নির্দেশ দিয়েছিল। পাশাপাশি, মসজিদ তৈরির জন্য অন্যত্র পাঁচ একর বরাদ্দ করতে বলে। সেইমতো তৈরি হয় ইন্দো-ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট। তারাই ধর্মিপূরে অযোধ্যা মসজিদের কাজ শুরু করেছে। পাঁচ একর জমিতে মৌলবি আহামদুল্লা শাহ কমপ্লেক্স মসজিদের পাশাপাশি তৈরি হবে হাসপাতাল, লদর, লাইব্রেরি, গবেষণা কেন্দ্রও। এব্যাপারে ট্রাস্টের সেক্রেটারি আভার হুসেন। তিনি বলেন, ওই জমিতে সমস্ত নির্মারের খসড়া প্রস্তাব অযোধ্যা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। আশা করাছি, এমারের শেখই প্রয়োজনীয় অনুমোদন চলে আসবে। তারপরই মসজিদের কাজ শুরু হবে। তিনি আরও জানান, ২০২৩-এর ডিসেম্বরের মধ্যেই মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে যাবে। একই সঙ্গে, হাসপাতাল, লদর, লাইব্রেরি, গবেষণা কেন্দ্র তৈরির কাজও চলবে। কিন্তু, মসজিদের আকার ছোট হওয়ায় নির্ধারিত সময়েরেই তা সম্পূর্ণ হবে। সমস্ত কাজকর্মের জন্য প্রচুর অর্থও দরকার। তাই টাকাও জোগাড়ের কাজ চলছে।

উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের পর ২০২০ সালের আগস্ট মাসে রামমন্দিরের ভূমিপূজন করেন প্রধানমন্ত্রী। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে মন্দির ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

## অধ্যায়টি বাদ দিল এনসিইআরটি

দশের পাতার পর — ছাত্রমানে কৌতূহল থাকতো খুবই স্বাভাবিক। আর তার ব্যাখ্যা ভারউনবদল এখনও পর্যন্ত দশকটির গ্রন্থযোগ্য মতবাদ। সেটা বাদ দিয়ে দিলে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর সৃষ্টিরসত্তা নিয়ে বিভিন্ম ধর্মীয় ব্যাখ্যাকে বিশ্বাসের দিকেক বুকতে পারে ছাত্র সমাজ।

## রেগায় ৪৮ লক্ষের ঘোটলা

দশের পাতার পর — শ্রমদিবস আর মজুরিতে ৭৭ লক্ষ টাকার গড়মিল। একটি উদাহরন দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। গত জুলাই মাস পর্যন্ত রেগার শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি থেকে বেশি মজুরি প্রদান দেখিয়ে আত্মসাহ হয়েছে ৭৬,২৮,২৩৭ টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের পোর্টালে এ তথ্য জলজ্বল করছে। এই সময়ের মধ্যে রেগায় শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে ২১, ৩৮,৫৭৭ দিন। কাজ পেয়েছেন ৪,৩৯,৯৩৩ জন রেগার শ্রমিক। রাজ্যের রেগার শ্রমিকদের গড় মজুরি ২০৪.৮১ টাকা। সেই হিসেবে কাজের নিরিখে এবং মোট শ্রম দিবসের হিসেবে রেগার শ্রমিকদের মজুরি বাবদ খরচ হওয়ার কথা ১৮৯, ২১,৪৪, ৭৬৩ টাকা। কিন্তু এ সময়ে রেগার শ্রমিকদের মজুরি বাবদ খরচ দেখানো হয়েছে ১৮৯,৯৭,৭৩,০০০ টাকা। অর্থাৎ শ্রমিকদের বেশি মজুরি প্রদান দেখিয়ে আত্মসাহ হয়েছে ৫১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। দুই মাসে প্রিপূরায় রেগায় শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে ২৪,৩৫,৯০৪ দিন। মোট শ্রম দিবসের হিসেবে রেগার শ্রমিকদের মজুরি বাবদ খরচ হওয়ার কথা ৪৯ কোটি ৭৪ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। কিন্তু এ দুই মাসে রেগার শ্রমিকদের মজুরি বাবদ খরচ দেখানো হয়েছে ৫০ কোটি ২৫ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। এটা হলো গত জুলাই মাস পর্যন্ত হিসেব। কিন্তু প্রতি মাসেই

রেগার মজুরি প্রদানে ব্যাপক গড়মিল নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে সরকার ও শাসক দল। এই আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী কোন প্রতিক্রিয়া নেই। অন্যদিকে রেগায় বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র। তার কারণ হল পাহাড় প্রমান দুর্নীতি। রেগা কলঙ্ক মুক্ত করতে উন্স্টো ন্যায়পালদের কাজে লাগানো হচ্ছে। গত দুবছর ধরে রেগার কাজই নেই। ভোটার মুখে কিন্তু কিন্তু কাজ হলেও তা দৃশ্যেই বিন্দু সম। কাজ করছেও মজুরি পাচ্ছেন না শ্রমিকরা। আর কিছু নেতা জবাবকা হাতিয়ে ঘরে ঘর মজুরি হাতিয়ে নিচ্ছে। কোন থেকেলেনেই প্রশাসনের। সব মিলিয়ে রেগায় পাহাড় প্রমান দুর্নীতি হলেও ধুরাচার্টের ভূমিকায় সরকার।

## সংঘর্ষে আহত শিশু সহ চার

দশের পাতার পর — হয়। বাইক ও স্কুটির সংঘর্ষে রাস্তায় ছিটকে পড়ে যান বাইক ও স্কুটিতে থাকা যাত্রী সহ চালকরা রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় নুটিয়ে পড়েন। বিকট শব্দ পেয়ে এলাকাবাসী দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন আহতদের উদ্ধার করার প্রত্যক্ষদর্শীরা অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের খবর দেয়। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে জম্পুইজলা খেরেংবড় হাসপাতালে নিয়ে যায়, সেখানে তাদের অবস্থা আশঙ্কার জনক হয় আহতদের জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। তবে দুর্ঘটনার ফলে সকলে গুরুতর আহত হওয়ায় তাদের নাম পরিচয় জানা যায়নি।

## পুলিশ সুপার বদল

প্রথম পাতার পর — বদলি করা হয়েছে। জানা গেছে, পুলিশের উচ্চ এবং মাঝারি স্তরের পাশাপাশি প্রশাসনিক স্তরেও আরো রদবদল করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর পুলিশ প্রশাসনকে ঢেলে সাজাতে শুরু করেছেন ডাঃ মানিক সাহা। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে উন্নত করার পাশাপাশি নেশা বিরোধী অভিযানকে আরো তীব্র করার লক্ষ্য নিয়ে এই রদবদল করা হয়েছে। উত্তর এবং উনকোটি জেলার বেশ কিছু থানার ওসি পর্যায়ে ব্যাপক রদবদল করা হবে বলে খবর।

## খ্রিস্টান ধর্ম ও হিন্দু ভোট

প্রথম পাতার পর — মান্যতা দেয় না। প্রয়োজনে তারা প্রদ্রাং কিশোরের সদ ছাড়বে, কিন্তু ধর্ম ছাড়বে না। যদি সাংবিধানিক সমাধানের মাধ্যমে এডিসিকে অধিক ক্ষমতা দেয়,তাহলে বিজেপি নিজেদের পায়ের তুড়ুল মারবে। বলছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। পাহাড়ি হিন্দু ধর্মের পরিবর্তে ডাল পালা মেলবে খ্রিস্টান ধর্ম। এবং মন্দিরের পরিবর্তে গড়ে উঠবে গীর্জা। এই সরকারী অর্থের জোরে পাহাড়ি হিন্দুদের কাজ করা শাস্তিকালী আশ্রমের বিপাকে পড়ে যাবে। বিরুদ্ধে যেতে পারে শাস্তিকালী আশ্রমের প্রয়াস। খ্রিষ্টান ধর্ম পাহাড়ে গায়ে বেড়ে উঠুক তা কখনো চাইবে না হিন্দুবাদী দল বিজেপি আর এখানে ত্রিপ্রামথার সাংবিধানিক সমাধান ইসুতে লাগছে বড়সর ধাক্কা তাই পাহাড়ে আগামী দিনের হিন্দু ধর্মের সংকটের কথা মাথায় রেখে প্রদ্রাথকে বুলিয়ে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার।
**দ্বিতীয়ত: বাঙালি ভোট ব্যাংক**

২৩- র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে কাক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর মূল কারিগর বাঙালি ভোট ব্যাংক বাঙালিরা বিজেপিকে দিয়েছে ২৬টি আসন। এবং এডিসি থেকে পেয়েছে ৬টি আসন তাহে এই আসনের প্রত্যেকটিতে ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ বাঙালি ভোটার রয়েছে ভোটেসে এই স্মীকণ্য থেকে স্পষ্ট বাঙালি ভোট যদি বিজেপির দিকে বাক না নিতো, তাহলে হিসেব অন্য রকম হতে পারতো। তাছাড়া জনজাতি ভোট পুরোপুরি ভাবে মেরুকরণ হয়ে গেছে আগামী দিনেও জনজাতি ভোটারে উপর বিজেপি খুব বেশি ভরসা করতে পারবে না।একই অবস্থা কমিউনিস্টদের ভোদেরও মুখ রক্ষা করেছে বাঙালিরাই। বামেরা ১১টি আসন পেয়েছে বাঙালিদের কারণেই। স্বাভাবিক ভাবেই এই মুহুর্তে প্রদ্রাং কিশোর ও তার দল ত্রিপ্রামথাকে বেশী গুরুত্ব দিলে বেক বসবে বাঙালিরা তখন বাঙালি ভোট ব্যাংকের জন্য ঋণি হয়ে পড়বে বামেরা।এই বিষয়টি মাথায় রেখেছে বিজেপির বিদ্ব টাঙ্ক তাই বাঙালি ভোট ব্যাক নিয়ে বিজেপি কোনো রকম রিস্ক নিতে চায় না। রাজনীতিকদের যুক্তি, রাজ্যের পাহাড়ে খ্রিস্টান ধর্মের গতি রোং,অন্যদিকে বাঙালি ভোট ব্যাংক সুরক্ষিত রাখার জন্যই বিজেপি ত্রিপ্রামথার দাবি মেনে ইন্টারলোকেটর নিয়োগ করছে না। এবং সাংবিধানিক সমাধান ইসুতে প্রদ্রাথকে আর বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছে না। এই পরিস্থিতিতে আগামী দিনে ত্রিপ্রামথার অবস্থান কি হয়ে এটিই দেখার বিষয়।

## উৎসাহ হারাচ্ছে শ্রমিকরা

প্রথম পাতার পর — রাখা কঠিন হয়ে যাবে। যেখানে প্রিপূরায় রাবারের পরেই সবচেয়ে বেশি শ্রমিক চা শিল্পের সাথে জড়িত। চণ্ডীপুর বিধানসভা এলাকায় রাজা সরকার আজ থেকে বেশ কয়েক বছর পূর্বে পঞ্চম নগর স্মল টি গ্রোয়ারদের নিয়ে ফ্যাক্টরি করেছিল। যা কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে চালানোর জন্য তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। সেই ফ্যক্টরি সোসাইটি চালাতে ব্যর্থ হয়। তারপর শহরের উদ্যোমী তরুণী সুমেধা দাশ সরকারের কাছ থেকে প্রথম ৩ বছরের লিজেও পরে ৯৯ বছরের লিজ নিয়ে সেই ফ্যাক্টরি চালানোর জন্য রাজি হয়। প্রথম সেই ফ্যাক্টরিতে পঞ্চম নগরের স্থানীয় চা পাতা দিয়ে গ্রিন টি তৈরি হয়। তারপর সেই ফ্যাক্টরিতে সুমেধা নিজে চরিত্স লক্ষ টাকার মেশিন স্থাপন করে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সিটিসি তৈরি শুরু করে। কিন্তু বেশ কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও সেই স্থানে আজ অবধি সরকার বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মার বসায়নি। জেনারেলেরের মাধ্যমে মেশিন চালিয়ে সিটিসি তৈরি করা হচ্ছে। যে কারণে জ্বালানি তেল কিনতে খরচটা অনেক বেশি লাগছে। বহবার সেই স্থানে ট্রান্সফর্মার বসানোর জন্য আবেদন করা হলেও আজ অবধি সেই স্থানে ট্রান্সফর্মার বসানো হয়নি। সেই স্থানে সরকার বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মার স্থাপন করলে অনেক বেশি সিটিসি তৈরি করা সম্ভব হতো খরচটাও অনেক কম পড়তো। অনেক স্থানীয় যুবকদের রোজগারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো। মূলত পঞ্চম নগর এলাকার স্মল টি প্রোয়ারদের কাছ থেকে পাতা সংগ্রহ করে এই কারখানা লাগে। এখনও এই কারখানায় যারা কাজ করছে অবশি জনজাতি অংয়ের যুবক। তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সেখানে রাখা হয়েছে। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে এই কারখানা চালানো সম্ভব হবে না। সরকার যদি অতিসম্ভর এই জায়গায় বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মার স্থাপন না করে তাহলে সেই কারখানাটি বন্ধ হতে বেশিদিন নেই।

## পূর্বকে গুরুত্ব

প্রথম পাতার পর — দুর্দল পরিবার থেকে আসা। এমনও খেলোয়াড় রয়েছে দুবেলার খাওয়ার সংস্থান করাই মুশকিল। এধরণের পরিস্থিতিতে বহু প্রতিভা বিকশিত হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আগামী দুই দিনের ক্রীড়া মন্ত্রীনের বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

## যুবমোর্চার জেলা সভাপতি

প্রথম পাতার পর — বর্তমানে কৈলাসহরে দাদাগিরাতি করে। এই নব্যরা এবং ২০১৮সালের পর যেসব কর্মীরা এবং দলীয় নেতৃদ্বারা কংগ্রেস ও সি.পি.আই.এম দল ত্যাগ করে বিজেপি দলে এসেছিলেন।এরা সবাই মিলে বিজেপি দলের পুরনো কার্যকর্তাদের সমান না দিয়ে বিজেপি দলকে পরিণের পর দিন কালিবারিগু করার প্রয়াস জারী করেছে। এইই ফলস্বরূপ বাইশ এপ্রিল শনিবার রাতে কৈলাসহরে দলের নেতা আক্রান্ত হয়েছেন বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা উল্লেখ্য, কৈলাসহরের গৌরনগর আর.ডি ব্লকের অধীন টিলাবাজার থেকে নুরপুর হয়ে সাংগঠনিক কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত উনকোটি জেলার বিজেপি দলের যুব মোর্চা জেলা সভাপতি অরূপ ধর সহ আরও একজন। শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ কৈলাশহর শহরে আসার পথে কালভ দিঘির পাড় এলাকায় দ্রুতভীরা হামলা চালান্য বলে অভিযোগ। দলীয় সূত্রে জানা যায় যে, টিকাদারি কাজ নিয়ে দল দুই ভাগে বিভক্ত। কংগ্রেস এবং সি.পি.আই.এম দল থেকে আসা জনবর্জিত কলংকিত নেতাদের সাথে যনিত্ত সম্পর্কের কারনেই যুব মোর্চার উনকোটি জেলা কমিটির সভাপতি অরূপ ধর মারধর খেয়েছেন বলেই রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, গতকাল শনিবার রাত ১১ টা নাগাদ অরূপ ধর ও উনার এক সহকর্মী বাইক নিয়ে টিলাবাজার থেকে কৈলাসহর শহরে আসার সময় কাতল দিঘির পাড় এলাকায় আসতেই ৫ থেকে ৬ জন দ্রুতভী উনার বাইক আটকে বাইক থেকে ফেলে দেয় এবং কীল গুলী এবং লাঠি দিয়ে আঘাত করে এতে অরূপ ধর গুরুতর আহত হন। পরবর্তী সময়ে উনাকে ড্রেনের কাছে ফেলে দ্রুতভীরা হামলা করে থেকে স্বর্ণের চেনইন,আংটি নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে কৈলাসহর থানার ওসি সঞ্জীব লস্কর, কৈলাসহর মহকুমার পুলিশ অধিকারিক ধ্রুব নাথ সহ বিশাল পুলিশ টিএসআর বাহিনী। পরবর্তী সময়ে উনাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় কৈলাসহরের উনকোটি জেলা হাসপাতালে।এই ঘটনার জেরে গোটা এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা কৈলাসহরে তীব্র চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে।

### খুলবে স্কুল-কলেজ

প্রথম পাতার পর — বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। এই কথা ঘোষণা করেছিলেন ঋয়ং মুখ্যমন্ত্রী। শুধুমাত্র রাজ্যের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিই নয়, মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করেছিলেন যাতে রাজ্যের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখে গরমের মধ্যে এই এক সপ্তাহ বন্ধ রাখে স্কুল। প্রসঙ্গত, নতুন করে আর তাপপ্রবাহের সতর্কতা নেই রাজ্যে।আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে নতুন করে কোন জেলাতেই তাপপ্রবাহের সতর্কতা নেই। বরং, ঘূর্ণবাত সৃষ্টি হওয়ার ফলে ২৫ তারিখ পরায়ত্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। রবিবার সকাল থেকেই আকাশ কারাত মেঘলা। হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে। ২৫ তারিখের পর থেকে নতুন করে বৃষ্টিপাত না হলেও ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি যে প্রাণান্তকর গরম শেষ কয়েকদিনে দেখেছে রাজ্যবাসী, তেমন গরমের নতুন করে সম্ভাবনা নেই এখনই। তাই এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন করে আর বাড়ানো হচ্ছে না গরমের ছুটি।শনিবার পরায়ত্ত বন্ধ থাকার পূর্ববর্তী নির্দেশিকার মেয়াদও ইতিমধ্যেই উত্তীর্ণ হয়েছে। তাই সোমবার থেকেই স্কুল-কলেজে ফিরতে হবে পড়ুয়াদের। তাপপ্রবাহের মধ্যে এই এক সপ্তাহের ছুটিতে অনলাইন ক্লাস শুরু হলেও ফের অফলাইন পঠন পাঠনে ফিরতে পারবেন পড়ুয়ারা। মে মাসের মাঝামাঝি থেকে রাজ্যের স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি পড়ছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোনও খবর এখনও পরায়ত্ত না থাকায় মে মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষ বা দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম থেকেই গরমের ছুটি পড়তে চলেছে রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে।

## ৪ নেশাখোর যুবক আটক

প্রথম পাতার পর — তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসে। সেই সঙ্গে পুলিশ একটি টমটম'কেও আটক করে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসে। তেলিয়ামুড়া থানা সূত্রে জানা যায়, এই টমটম'টি ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরেই তেলিয়ামুড়ায় সামগ্রীর বিক্রি স্লেছিল দেদার ভাবে। পুলিশের হাতে আটক এঁচার যুবকের নাম বিনয় বিশ্বাস, রালব বর্মন, ইউনুস মিয়া ও কিংকর দাস। আটককৃত ওই চার যুবককে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। সেই সঙ্গে তেলিয়ামুড়ায় ড্রাগসের নেশার সাম্রাজ্য দমনে এবার তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ অধিকারিক প্রসূকান্তি প্রিপূরা'ও শক্ত হাতে মর্যাদনে নেমেছে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ অধিকারিক প্রসূকান্তি প্রিপূরা' এই উদ্যোগে খুশির ব্যতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে তেলিয়ামুড়া বাসীর মধ্যে এবং মহকুমা পুলিশ অধিকারিকের এই উদ্যোগের ফলে আগামী দিন তেলিয়ামুড়ায় গজিয়ে উঠা এই ড্রাগসের সাম্রাজ্যের'ও দমন হবে বলে মনে করছে তেলিয়ামুড়ার শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মহল।।

## তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা

প্রথম পাতার পর — নিশ্চিত। এমনই একটি ঘটনা ঘটেছে গোমতী জেলা সদর উদয়পুর মহকুমায়। সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও প্রচার করার ঘটনা নিয়ে রাধাকিশোরপুর থানায় তিন যুবকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন হিন্দুধ্ববাদী সংগঠন। অভিযোগ শনিবার রাত্তে সামাজিক মাধ্যমে রাজ্যের এক কন্সেন্ট ক্রিয়েটরকে মারধর করার হত্যায় তিনই একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। ঘটনার পর থেকে সামাজিক মাধ্যমে গোটা দিনভর নানা বিতর্ক চলতে থাকে। এরই মধ্যে রবিবার রাধাকিশোরপুর থানায় রাজ্যের তিনজন কন্সেন্ট ক্রিয়েটরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। জানা যায় তিনজনের মধ্যে দুজনের বাড়ি উদয়পুর এবং অপর এক জনের বাড়ি আগরতলা। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সদস্যরা অভিযোগ তুলেন হিন্দু সমাজের ভাবাবেগকে আঘাত করার জন্য দিনের পর দিন নানা ভিডিও তৈরি করে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করে আসছে উদয়পুরের দুই কন্সেন্ট ক্রিয়েটর। তারা আরো অভিযোগ করেন এ দুজন যুবকের মধ্যে একজন সেলিম মিয়া। সে হিন্দু মেয়েদের লাভ জিহাদে ফাঁসানোর অরচেষ্টা করছেন দীর্ঘদিন ধরে। আর তাকে এই কাজে সহায়তা করছেন বাপন নন্দী নামে অপর এক হিন্দু যুবক। এছাড়া অভিযোগ অভিযুক্ত সেলিম মিয়া বিদ্যালয়ে একাধিকবার এই ধরনের বিতর্কিত ভিডিও করার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে স্কুল থেকে বের করে দিয়েছিলেন। যদিও পরবর্তীতে ছাত্রটির ভবিষ্যৎ চিন্তাভাবনা করে একাধিক শর্তের ওপর ভিত্তি করে তাকে পুনরায় বিদ্যালয়ে ভর্তি নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে সে পুনরায় ভিডিও নানানো মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক সুরসুরি তৈরি করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে উদয়পুরের দুই কন্সেন্ট ক্রিউটর এবং আগরতলার এক কন্সেন্ট ক্রিউটরের নামে রাধাকিশোরপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়। দুই কন্সেন্ট ক্রিয়েটরের যমুনায় একপ্রকার নাজেহাল উদয়পুরবাসী। দাবি উঠছে সামাজিকতা নষ্ট ক'রে সাম্প্রদায়িক সুরসুরি তৈরি করা। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার। দাবি উঠছে লাভ জিহাদের নামে হিন্দু মেয়েদের ফাঁদে ফেলার অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে সবাইকে এগিয়ে আসার।

## শ্রমিকের মধ্যে মারপিট

প্রথম পাতার পর — বাজার এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় অন্যান্য দিনের মতো নয়ন দেবনাথ এবং কমল সরকার নামে দুই শ্রমিক খিলপাড়া এলাকায় ভাঙ্গাচুরা জিনিসপত্র কুড়াতে যায়। একটা সন্ম দুজনের মধ্যে ভাগ বাটোয়ার নিয়ে সামান্য বাক-বিতণ্ডা নিয়ে রক্তারক্তির ঘটনা ঘটে। অভিযোগ কমল সরকার নামে শ্রমিকটি নয়ন দেবনাথের উপর চড়াও হয়ে তার মাথা ফাটিয়ে দেয়। এদিকে নয়ন দেবনাথ হাসপাতালে চিকিৎসা সেরে বিকেল নাগার রাধাকিশোরপুর থানায় অভিযুক্ত কমল সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ অভিযোগ হাতিয়ে নিয়ে সাথে সাথে খিলপাড়া বাজার এলাকায় ছোটে গিয়ে অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পায়। এবং অভিযুক্ত কমল সরকারকে আটক করে রাধাকিশোরপুর থানায় নিয়ে আসেন। দিন দুপুরে ভাঙাচোরা কুড়াতে গিয়ে দুই শ্রমিকের মধ্যে মারধরের ঘটনায় অপর শ্রমিক রক্তাক্ত হওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

## ৯০ শতাংশ ক্রটি সাড়াই

প্রথম পাতার পর — হয়েছে। সোমবারের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে মনে করছে বিদ্রাং নিগাম। এদিকে ঝড় বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক এবং সাধারণ মানুষকে এখনো সে ভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়নি। এমনকী ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করতে পারেনি প্রশাসন। বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা রবিবার ক্ষতিগ্রস্ত খোয়াইয়ের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেছেন। আশারামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র সহ আশপাশ এলাকা পরিদর্শন করে



# যৌন হেনস্তা কাণ্ডে এবার আইনি পথে কুস্তিগিররা

## দুঃস্বপ্নের ২৩ এপ্রিল, একই দিনে তৃতীয় বার গোল্ডেন ডাক বিরাট!

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিলঃ সর্বভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে এবার পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলেন ৭ জন মহিলা কুস্তিগির। চলতি বছরের শুভব্র দিকেই ভারতের সেরা কুস্তিগিররা যন্ত্র মন্ত্রেরে ধরনা শুরু করেছিলেন। সেই সময়ে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ আনেন তাঁরা কিন্তু আইনি পথে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে। কিন্তু সুবিচার না পেয়ে এবার আইনি লড়াইয়ের পথে হাঁটছেন কুস্তিগিররা। জানা গিয়েছে, শুক্রবার দিল্লির কনট প্লেস থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন সাত মহিলা কুস্তিগির। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এক নাবালিকাও। যদিও এখনও এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করেনি দিল্লি পুলিশ। অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর দু’দিন কেটে গেলেও কোন এফআইআর করল না দিল্লি পুলিশ, তার জবাব চেয়ে ইতিমধ্যেই চিঠি পাঠিয়েছে দিল্লির



সদস্যরা। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে কুস্তি ফেডারেশনের সচিবের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ তুলে ধরনায় বসেন দেশের প্রথম সারির কুস্তিগিররা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাক্ষী মালিক, বজরং

পুনিয়ার মতো অলিম্পিক পদক জয়ীরাও। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের তরফে এই সমস্যা মোটানোর জন্য বিজেপি সাংসদ ও

করে সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছে এই কমিটি। যদিও সরকার এখনও সেই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনেনি।

ছিল। কিন্তু সরকারি কার্যকলাপের উপর আর তাঁরা আস্থা রাখতে পারছেন না। তাই আগের বার আইনি লড়াইয়ের পথে না হটলেও এবার অন্য পদক্ষেপ করবেন তাঁরা। সেই জন্যই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ব্রিজভূষণ। অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর দু’দিন কেটে গেলেও কোন এফআইআর করল না দিল্লি পুলিশ, তার জবাব চেয়ে ইতিমধ্যেই চিঠি পাঠিয়েছে দিল্লির মহিলা কমিশন। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে কুস্তি ফেডারেশনের সচিবের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ তুলে ধরনায় বসেন দেশের প্রথম সারির কুস্তিগিররা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়ার মতো অলিম্পিক পদকজয়ীরাও। কুস্তিগিরদের দাবি, মোদি সরকারের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সরকারি কার্যকলাপের উপর তাঁরা আস্থা রাখতে পারছেন না।



এপ্রিলের দুঃস্বপ্ন যেন কাটতেই চাইছে না বিরাটের। এই নিয়ে আইপিএলে মোট ১০ বার শূন্য রানে ফিরলেন বিরাট। তার মধ্যে প্রথম বলে আউট হয়েছেন সাত বার। দ্বিতীয় যদি ২৩ এপ্রিল হয় তাহলে তো কথাই নেই। বিরাটের সঙ্গে দিল্লির যেন বড় বিরোধ। ২০১২ সালে প্রথম বার এই দিনে আইপিএল ম্যাচ খেলেছিলেন। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে ১৬ বলে ১৬ রান করে

## আজ খোনি ধামাকায় বাধা হবে বৃষ্টি? আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : তীব্র দাবদাহের মাঝে পারদ কিছুটা নামলেও রবিবার বৃষ্টি চাইছেন না ক্রিকেটপ্রেমীরা। কারণ আজ খোনিদের সঙ্গে কলকাতার নাইট রাইডার্সের ম্যাচ। শুক্রবার থেকে সারাদিন ছিল মেঘলা। রাভাবাসী কিছুটা স্বস্তি পেলেও ওই দিনটাতে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামুক, তাই ক্রিকেট প্রেমীদের প্রার্থনা, মাহি ইডেনে শেষ ভাত খেলুক, কিন্তু কোকোয়ার জ্বিকু (আবহাওয়া) অফিসের পূর্বাভাস বলছে, ২২ এপ্রিল থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত রোজই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এ রাজ্যের প্রতিটি জেলায়। সেই সঙ্গে সোমবার পর্যন্ত ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে বইতে পারে বোঝো হাওয়া। হতে পারে বজ্রবিদ্যুত সহ বৃষ্টিপাত। আজ রবিবার সকাল থেকেই আকাশ থাকবে মেঘলা এবং রবিবার থেকেই দক্ষিণ বঙ্গের সবকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুত সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতাও এর থেকে রেহাই পাচ্ছে না। সুতরাং আবহাওয়া দপ্তর যে ইঙ্গিত দিচ্ছে তাতে আজ কোকোয়ার বনাম সিএসকে ম্যাচে বৃষ্টিতে বানচাল হতেই পারে।

## সন্মান হানির চেস্টা কোচ নয়নের

রাষ্ট্রীয়কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিলঃ একটা দুষ্ট চক্র অবিরাম চেষ্টায় মত, প্রণতি প্লে সেন্টারের কোচ নয়ন দেববর্মার ক্ষতি করতে। ক্রিকেট মাঠে কোচ হিসেবে নয়ন দেববর্মার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। বিগত ২৪ বছর ধরে সুনামের সঙ্গেই প্রগতি প্লে সেন্টার পরিচালনা করে চলেছেন তিনি। একইসঙ্গে টিসিএর কর্মী হিসেবেও দক্ষতার সহিত কাজ করে চলেছেন নয়ন দেববর্মা। বর্তমানে কৈলাশহরে বিদ্যানগর ক্রিকেট মাঠের গ্রাউন্ড ইনচার্জের দায়িত্বে রয়েছেন নয়ন। ভূভাগ্য হলেও সত্যি সত্যতার সহিত নয়ন দেববর্মা টিসিএর আশেপাশে মোতাবেক কাজ করলে ও বেতন না বেড়ে উঠেই কমে গেল। তা ও একসাথে নয়ন হাজার। মাথায় যেন বাজ পড়লো নারায়ণ। এরপর ও টিসিএর নির্দেশ মোতাবেক কৈলাশহরে নিজের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করে চলেছে কোচ নয়ন মনি দেববর্মা। বেতন কমে গেল অথচ নয়ন নিজের দায়িত্বে অবিচল, এই বিষয়টিই সহ্য হচ্ছে না সেই দুষ্ট চক্রের। অভিযোগ দুষ্ট চক্রটি প্রতিনিয়ত নয়ন দেববর্মার সন্মান হানি করার চেষ্টা করে চলেছে বিভিন্ন উপায়ে। তবে কোচ হিসেবে এবং টিসিএর কর্মী হিসেবে নয়ন মনি দেববর্মার বাস্তবতা সবারই জানা। তাই জটাই দুষ্ট চক্রের পান্ডার। তার বদনাম করবেন ততই এগিয়ে যাবেন তিনি বলেই ক্রিকেট প্রেমীদের অভিমত।

## দাবার নতুন কমিটি গঠিত

রাষ্ট্রীয়কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিলঃ আগামী এক বছরের জন্য নতুন ভাবে গঠিত হলো রাজ্য দাবা সংস্থার নতুন কমিটি। এর মধ্যে ২১ জন সদস্য রয়েছেন। পেটন হিসেবে আছেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী ও কাউন্সিলর অভিজিৎ মল্লিক। নতুন কমিটির সভাপতি হলেন প্রশান্ত কুন্ডু এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন দীপক সাহা।



## মরসুম শেষ হলেই পিএসজি থেকে বিদায় হতে পারে মেসির

মাদ্রিদঃ মেসি বিশ্বকাপ জেতার পর থেকেই তাঁর চুক্তির সময় বাড়ানোর পরিকল্পনা ছিল পিএসজি-র। লিয়োনেল মেসির চুক্তির সময় বাড়ানো নিয়ে আর বিশেষ ভাবছে না প্যারিস সঁজার্ম। এই মরসুম শেষ হলেই হয়তো মেসিকে ছেড়ে দেবে তারা। মেসি বিশ্বকাপ জেতার পর থেকেই তাঁর চুক্তির সময় বাড়ানোর পরিকল্পনা ছিল পিএসজি-র কিন্তু আপাতত তা হচ্ছে না। মেসির চুক্তি বাড়ানো নিয়ে আলোচনাই করছে না পিএসজি দু’বছর আগে মেসির সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল পিএসজি-র। সেই সময় ঠিক হয়েছিল দু’বছর পর চুক্তি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারবে দুই পক্ষ। কিন্তু সেটা এখন

আর হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। শুধু মেসি নন, পিএসজি আরও অনেক তারকাটিকে ছেড়ে দিতে পারে। ফরাসি ক্লাবের মালিক নাসের আল খেলাইফি বড় নামের পিছনে ছুটতে রাজি নন। তিনি ফ্রান্সের ফুটবলারদের তুলে আনতে চান। এর ফলে মেসির বার্সেলোনায় ফেরার সম্ভাবনা আরও বাড়ল বার্সেলোনা মেসিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল আর্থিক কারণে। এখনও স্প্যানিশ ক্লাবটির আর্থিক অবস্থা খুব ভাল নয়। কোনও কোনও ফুটবলারকে ছেড়ে দিতে হতে পারে টাকা জোগাড় করতে না পারলে। এর উপর মেসিকে ফেরাতে হলে আরও বিপুল টাকা



খরচ হবে বার্সেলোনার। সেই টাকা তারা দিতে পারবে কি না সেই নিয়ে সন্দেহ রয়েছে ক্লাব ছাড়ার আগে যদিও পিএসজি-কে লিগ জেতানোর দায়িত্ব থাকবে মেসির উপর। পর পর দু’বার ফরাসি লিগ জিততে চাইবেন তিনি। মরসুম শেষ হওয়ার পর যদিও মেসিকে কোন দলের হয়ে খেলতে দেখা যাবে সেটা স্পষ্ট নয়।

## অফুরান জীবন-শিক্ষা দিয়েছেন শচীন, ২০১১ বিশ্বকাপের স্মৃতি আওড়ে বললেন রায়না

নয়াদিল্লিঃ আন্ত আকাশ হলুদে ধারণ করতে পারেন, এমন মানুষ ক’জন হন! সেবার কলম্বোয় আমি জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি করেছি। সন্ধ্যায় শচীন বললেন, আমার সেঞ্চুরিটা সেলিব্রেট করা জরুরি। অতএব তিনি আমাকে, হরভজন, যুবরাজকে ডিনারে নিয়ে যাবেন। এই হলেন শচীন তেজুলকর ২০১১ বিশ্বকাপের কথা বলি আমি। শুভরং দিকে বেশ কয়েকটা ম্যাচে সুযোগ পাইনি। আশ্রয় চেষ্টা করছি দলকে বোঝাতে যে, ৬ নম্বরে আমিই উপযুক্ত। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ খেলা আর পাকিস্তান কিংবা অস্ট্রেলিয়ার মোকাবেলা করার যে কী উদ্ভাটনা, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। প্রাণপণ তাই চেষ্টা করছি, মাহি ভাই আর গ্যারির দৃষ্টি আকর্ষণের। দেখতে দেখতে

কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ এসে গেল। শচীনের পাশে বসেই খেলা দেখছি। ভারতের জিততে তখনও ৭৮ রান বাকি। হঠাৎ শচীন আমাকে বলছেন, এই সেই সুযোগ। দেশের জন্য এই ম্যাচটা জিতে এসো। আমার তো সারা শরীরে শিরণ খেলে গেল। শচীন নিজে আমাকে এক-কথা বলছেন আমার ছোটবেলার স্বপ্নের নায়ক আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন, দেশের জন্য, ওঁর জন্য ম্যাচটা জিততে। মানুষটা ছ’টা বিশ্বকাপ জুড়ে শুধু প্রতীক্ষা করছেন এই ট্রফিটা পেতে। সেই তিনি কিনা আমাকে বলছেন ম্যাচটা জিতে আসতে। বুঝলাম, নিজেকে প্রমাণ করার এর থেকে ভাল সুযোগ আর পাব না। মাঠে নামার আগে শুধু ওঁকে বলেছিলাম, ”পাজি, আজ জিতে তবে ফিরব।” সেই ম্যাচটায় আমি ২৮ বলে ৩৪ রান

করেছিলাম। হয়তো রান তেমন বেশি কিছু নয়, কিন্তু ওই যে একটা ঘণ্টা আমি আর যুবরাজ খেলছিলাম, মনে হচ্ছিল যেন আমি সব পারি। আশ্চর্য এক শক্তি আমার উপর ভর করেছে। সংকল্প করলাম, অনেক কষ্টে যে সুযোগ পেয়েছি তা হেলায় হারাতে দেব না কিছুতেই। আমার দেশের জন্য আর স্বয়ং শচীনের জন্য এই কাজটা আমাকে করতেই হবে গোটা টুর্নামেন্টেই আমার শরীরের কথা খুব মন দিয়ে শুনতাম। উনি যখন বলতেন যে, কোটি কোটি দেশবাসী চাইছে আমরা বিশ্বকাপ জিত, তখন দেখতাম আশ্চর্যবিশ্বের অপরূপ আলো ওঁর দু’চোখে বিলিক দিয়ে উঠছে। শচীন আর দেশ তাই অবিশ্বাস্য। এই সেমিন রোড সেফটির জন্য একটা সৌজন্য ম্যাচে আমার ওঁর সঙ্গে খেললাম।



সেই একই রকম জেতার খিঁদে। ড্রেসিংরুম আমাদের বললেন, আমাদের কিন্তু জিততেই হবে, বিশ্বের জন্য। খেলাটাকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে পান আর সেই মতো নেতৃত্ব দিতে পারেন সকলকে, অনুপ্রাণিত করতে পারেন। মনে হয় এমন এক স্বর্ণখনি তিনি, যার থেকে অবিরাম আহরণ করা যায় জীবনের শিক্ষা। এই শিক্ষা তিনি আরও বহু বছর আমাদের দিয়ে যান। তাঁর ৫০তম জন্মদিনে এই আমার প্রার্থনা। সেবার কলম্বোয় আমি জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি করেছি সন্ধ্যায় শচীন বললেন, আমার সেঞ্চুরিটা সেলিব্রেট করা জরুরি। অতএব তিনি আমাকে, হরভজন, যুবরাজকে ডিনারে নিয়ে যাবেন। এই হলেন শচীন তেজুলকর।

## চিরকালই পাশের বাড়ির ছেলে শচীন, মাস্টার ব্লাস্টারের স্মৃতি রোমন্থনে গ্র্যান্ডমাস্টার



খেলার পৃথিবীতে শচীন আর আমার প্রায় একইসময়ে আসা, আর আমাদের কেরিয়ার গতিপথও অনেকটাই এক। এমনকী, আজও আমাদের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। আমি যখন এখন খেলি শুধুমাত্র উপভোগ করত, শচীনকেও রোড সেফটি সিরিজ

পারফর্মারের পক্ষে ক্রিকেটকে ছেড়ে থাকা অসম্ভব প্রাণনয়ের দশকে শচীনকে ঘিরে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে দেখতাম, যা আর কাউকে নিয়ে কখনও দেখিনি। প্রতিটা ভারতীয় গুণে নামের প্রথম অংশ ধরে ডাকত। যা বোঝায়, শচীনকে কতটা ভালবাসে দেশ। শচীন যেন প্রতিটা দেশবাসীর আপন সন্তান ছিল, যার সঙ্গে সবার একটা হৃদয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ক্রিকেট সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যার সমাধানের নাম ছিল শচীন, শচীন ছিল আমাদের পাশের বাড়ির ছেলে। কখনও শচীনকে মহাত্মার কা হিঁচাবে দেখিনি ভারত। সব সময় নিজের সন্তান হিসাবে দেখেছে। ভালবেসেছে। যত্নআত্তি করেছে। আর সবচেয়ে ভাল ব্যাপার হল, কেরিয়ারের শেষ দিন পর্যন্ত শচীন

তুলনা চলে না। আর ভারতের হয়ে খেললে, মাত্রাটাই অন্য পর্যায়ে চলে যায়। টিম হিসাবে নিজ নিজ খেলায় সেরা হওয়ার স্বপ্ন সবাই দেখে। কিন্তু শচীন সেই স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে অবিশ্বাস্য ত্যাগন আর অসীম একাধারের সঙ্গে। ২০১১ বিশ্বকাপের প্রতিটি ম্যাচ আমি দেখেছি। আর শচীন যখন জিতেছিল বিশ্বকাপ, দেখে খুব ভালও লেগেছিল। স্বপ্নপূরণ হয়েছিল ওঁর। আর ওঁর চেয়ে কেউ বিশ্বজয়ের যোগ্য ছিল না শচীনের পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনে একটাই কথা বলতে চাই ওঁকে। আগামী দিন তোমার আরও সুন্দর হোক খেলার পৃথিবীতে শচীন আর আমার মধ্যে একই সময়ে আসা, আর আমাদের কেরিয়ার গতিপথও অনেকটাই এক। এমনকী, আজও আমাদের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে।

## ভয়ডরহীন মানসিকতার নাম শচীন”, মাস্টার ব্লাস্টারকে বিশেষ বার্তা সুনন্দন লেলের

মুম্বাইঃ শচীন আমার কাছে ঈশ্বর নন। বরং ঈশ্বরের সেই বরপুত্র, যিনি যেমন শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার তেমন শ্রেষ্ঠ মানুষও। তিন দশক ধরে ওঁকে দেখছি। দেখলাম সেদিনের সেই ছোট্ট চারাগাছ কেমন বনস্পতি হয়ে স্লিম্ব ছায়া দিল গোটা দেশকে। শচীন শেষ হতে একটু দেরি হচ্ছিল। শচীন খোয়াল করে, অভিযানের জন্য কফির ব্যবস্থা করল। শচীন যখন সামনে এল, তখন তো ছেলেটির চোখেমুখে বিষময়। ছেলেটি কোনওক্রমে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। আমি দেখতে পাচ্ছি, যন্ত্রণায় ওঁর মুখ কঁকড়ে যাচ্ছে। সেই অবস্থায় সে শুধু

হোক। এরকম অনুরোধ তো অনেকেই করেন। সব কি আর রাখা যায়! তবু যখন আমি শচীনকে বললাম ছেলেটির কথা, ও এক কথায় দেখা করতে রাজি হল। শচীনের কথামতো, হোটেল এসে দেখা করল ছেলেটি সেদিন টিম মিটিং শেষ হতে একটু দেরি হচ্ছিল। শচীন খোয়াল করে, অভিযানের জন্য কফির ব্যবস্থা করল। শচীন যখন সামনে এল, তখন তো ছেলেটির চোখেমুখে বিষময়। ছেলেটি কোনওক্রমে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। আমি দেখতে পাচ্ছি, যন্ত্রণায় ওঁর মুখ কঁকড়ে যাচ্ছে। সেই অবস্থায় সে শুধু

বলতে পারল, শচীনই সেই মানুষ, যাকে দেখে সে জীবনে লড়াই করার সাহস পায়। ছেলেটির আবদার, তার ছেলেচেন্নায়ের স্ট্র্যাপের উপর শচীন যেন অটোগ্রাফ দেন। শচীন কলাম হাতে তুলে নিল, আর আমি দেখলাম, ওঁর হাঁত কাঁপছে। এই অনুভব মানুষটির নামই শচীন। এরকম বহু ঘটনার কথাই বলা যায় আসলে একশোটা সেঞ্চুরি শচীনের সবথেকে বড় অর্জন নয়। দেশের মানুষ চান, শচীন নায়ক হয়ে উঠুন প্রতিবার, প্রতি ইনিংসে। সেই প্রত্যাশার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শচীন হয়ে ওঠাই ওঁর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। একবার পাকিস্তানের



শাস্ত। প্রশ্ন করেছিলাম যে, কীভাবে এমন শাস্ত থাকতে পারে? শচীন

হেসে বলেছিল, সারা বছর কেউ পড়াশোনা না-করলে তার পরীক্ষায়

ভয় থাকে। আমার ক্ষেত্রে সেরকম নয়। কঠিন প্রশ্ন আর আমাকে ভাবায় না।





আগামী লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে যুথ সশক্তিকরণ অভিযান উপলক্ষ্যে আজ ধর্মনগরে বিজেপির এক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। পদ্মপুরে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত সাংগঠনিক বৈঠকে আলোচনায় অংশ নেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এছাড়াও জেলা সভানেত্রী মলিনা দেবনাথ, বিধায়ক যাদব লাল নাথ, জেলা পরিষদের সভাপতি ভবভোষ দাস সহ বিভিন্ন মন্ডলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।দেশে জুড়ে ১৫ মে থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত বিজেপি বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কর্মসূচিগুলো সফল করার পাশাপাশি সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

## হঠাৎই সদলবলে থানায় সত্যপাল মালিক গ্রেফতারির জল্পনা উড়িয়ে দিল দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি ।। সম্প্রতি পুলওয়ামা জঙ্গি হামলা নিয়ে একাধিক বিস্ফোরক মন্তব্য করেন সত্যপাল। একটি সাফাৎকারে তিনি দাবি করেন, সেনাবাহিনীর কনভয়কে নিরাপত্তা প্রদান নিয়ে ঢিলাচালা মানসিকতা ছিল প্রশাসনের।

জন্ম ও কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজাপাল তথা বিজেপি নেতা সত্যপাল মালিক গ্রেফতার। শনিবার বিকেলে এমনই জল্পনা ছড়িয়ে পড়েছিল রাজধানীতে। অবশ্য জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে দিল্লি পুলিশের তরফে জানানো হয়, সত্যপালকে গ্রেফতার করা হয়নি। তিনি স্বেচ্ছায় থানায় এসেছেন, আবার নিজের ইচ্ছাতেই থানা থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন। শনিবার দুপুরে নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে সত্যপাল লেখেন, “গ্রেফতার”। তার পরই খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, দিল্লির আর কে পুরম থানায় আটক করা হয়েছে সত্যপাল এবং তাঁর কয়েক জন সঙ্গীকে। পুলিশ সূত্রে খবর, সত্যপাল বিভিন্ন কৃষক সংগঠনের কয়েক জন প্রতিনিধিকে নিয়ে তাঁর দিল্লির বাড়ি সংলগ্ন একটি ফাঁকা জায়গায় সমাবেশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বসতি এলাকায় পুলিশ এই ধরনের সমাবেশ করার অনুমতি দেয়নি। পুলিশের তরফে অনুমতি না দেওয়ার খবর জানাতেই মূলত হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে



আসা কৃষক প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বাসে করে থানায় পৌঁছান সত্যপাল। পরে সংবাদমাধ্যমের সামনে সত্যপাল বলেন, “পুলিশ বলেছে, তারা এখনই আমাদের গ্রেফতার করছে না।” গুজ্রাবাই সত্যপালকে নোটিস পাঠিয়েছিল সিবিআই। কাশ্মীরে রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য রিলায়েন্স বিমা মামলা নিয়ে তাঁকে আগামী ২৮ এপ্রিল জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় কেন্দ্রীয় এজেন্সিটি। কিছু দিন আগেই ২০১৯-এর পুলওয়ামা হামলা নিয়ে তাঁর মন্তব্যে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল।

গত সপ্তাহেই ২০১৯-এর পুলওয়ামা জঙ্গি হামলা নিয়ে একাধিক বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন সত্যপাল। সংবাদমাধ্যম ‘দ্য ওয়্যার’কে দেওয়া একটি সাফাৎকারে সত্যপাল দাবি করেছিলেন, নিরাপত্তা বাহিনীর

কনভয়কে নিরাপত্তা প্রদান নিয়ে ঢিলাচালা মানসিকতা ছিল প্রশাসনের। ওই ঘটনায় ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়। গাফিলতির কথা তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জানালে নরেন্দ্র মোদী নাকি তাঁকে মুখ বন্ধ রাখার পরামর্শ দেন। সত্যপালের এই মন্তব্য ঘিরে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। বিরোধীরা মোদী সরকারের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলেন। এই প্রেক্ষাপটে সিবিআইয়ের ডাক পান সত্যপাল। বিরোধীরা সরকারের “প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরণ” নিয়ে সরব হয়। সিবিআইয়ের রমন পয়ে সত্যপাল অবশ্য জানান, তিনি কৃষক পরিবারের ছেলে, তাই কাউকে ভয় পান না। তাঁর এই মন্তব্যের পর দিনই কৃষক সমাবেশ নিয়ে তোড়জোড় শুরু করার মধ্যে অনা তাৎপর্য দেখতে পাচ্ছেন কেউ কেউ।

## অবশেষে গ্রেফতার অমৃত পাল সিং

মোগা: পলাতক খালিস্তানি নেতা অমৃত পাল সিং গ্রেফতার। অবশেষে পাঞ্জাবের মোগা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে। নিরাপত্তার কারণে অসমের ডিব্রুগড় জেলে রাখা হবে তাকে। গ্রেফতার করার পর আজই তাকে ডিব্রুগড় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত, অমৃত পাল সিং গত ১৮ মার্চ থেকে পলাতক ছিলেন। তার ও তার সংগঠনের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়ানো, পুলিশের উপর আক্রমণ, খুনের চেষ্টা-সহ বহু অভিযোগে মামলা রয়েছে। দেশবিরোধী কার্যকলাপের জন্য পাঞ্জাব পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি অমৃত পাল সিংকে খুঁজছিল বহুশে কিছুদিন ধরেই। দিনকয়েক আগেই পাঞ্জাবে পলাতক অমৃতপাল সিংয়ের সহকারী জোগা



সিংকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। পিলভিটে জোগা সিং তাকে নুকাতে সাহায্য করেছিল। অমৃত পাল সিংয়ের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল তার। তার জন্য গাড়ির ব্যবস্থাও সে করেছিল।

উত্তর প্রদেশের পিলভিটে খালিস্তানপন্থী ওই নেতাকে আশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল জোগা সিং। সে আদতে লুধিয়ানার বাসিন্দা। পিলভিটে তার একটি ডেড়া রয়েছে। হরিয়ানা থেকে

## কংগ্রেসকে হারাতে তৃণমূলের সঙ্গে হাত মেলান বামেরা!

শিলিগুড়ি: ২০০৯ সালে তৃণমূলকে ঠেকাতে পুরভোটে “শিলিগুড়ি মডেল” তৈরির শহরে এবারে নয়া রাজনৈতিক সমীকরণ। একদা জোটসঙ্গী কংগ্রেসকে আটকাতে শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে ঘাসফুলের সঙ্গে হাত মেলান বামেরা। এমনই অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস। ১৬ আসনের বারের নির্বাচনে তৃণমূল লড়াচ্ছে ৮ আসনে। বাকি ৮ আসনে বামেরা। অথচ এই শহরেই পুরসভায় তৃণমূলকে আটকাতে কংগ্রেসের মেয়র, ডেপুটি মেয়রকে বাইরে থেকে সমর্থন জানিয়েছিল বামেরা। অশোক ভট্টাচার্য্য এবং দীপা দাসমুখীরা ওই জোট তৈরি করেছিলেন। পরবর্তীতে রাজ্য রাজনীতিতে বাম এবং কংগ্রেসের জোটের সূত্র কিন্তু এই শিলিগুড়ি মডেল থেকেই। আগামী ২৯ এপ্রিল বারের নির্বাচন। গতকাল ছিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। সেখানেই সভাপতি পদে বামদের প্রার্থী কোবিন্দ্র ভৌমিক মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন। আসনটি ছাড়েন তৃণমূলকে। আর সম্পাদক পদে তৃণমূলের আইনজীবী সেলের সদস্য অমিতাভ ভট্টাচার্য্য মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন। এ পদে লড়াচ্ছে বামেরা।

অথচ শিলিগুড়ি বারের নির্বাচনে ২০১৫ থেকে বাম এবং কংগ্রেস জোট গড়ে ক্ষমতা দখল করে এসছে। একে অন্তত জোট বলে কটাক্ষ কংগ্রেসের আইনজীবী গঙ্গোদী দত্তের। তারাই জিতবেন বলে আশাবাদী। ১৬ আসনেই প্রার্থী দিয়েছে কংগ্রেস। বারবার বামদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে দল। রাজনীতির ৫০ বছরে এসে বামদের সঙ্গে হাত মেলাতে যাবো কেন? পালটা প্রশ্ন মেয়র গৌতম দেবের। তৃণমূল তার নিজদের শক্তিতে লড়াই। দাবি মেয়রের। অন্যদিকে সিপিএম নেতা জীবেশ সরকার বলেন, রাজ্য এবং দেশে লড়াই তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে। বারের নির্বাচনে কেন সমঝোতা করতে যাব? আর যদি দলের কোনো আইনজীবী সেলের সদস্য জোট করে থাকে, তা প্রমাণিত হলে দলীয় আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আর একে কাঁঠালে আমসত্ব বলে কটাক্ষ বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর খোষের। তাঁর দাবি, সিপিএমের এই তৃণমূলের সঙ্গে জোট কোনো নতুন ঘটনা নয়। দীর্ঘদিন ধরেই তলায় তলায় জোট রয়েছে। তা এবারে সামনে এল শিলিগুড়ি বারের নির্বাচনে।

## ধনতেরসের যুগেও ভিড় অক্ষয় তৃতীয়ায়

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। নতুন বঙ্গান্দের ক্যালেন্ডার বলছে, শুভ দিনটি আজ, রবিবার। সূর্যোদয়ের সময় ধরলে রবিবারই অক্ষয় তৃতীয়া পড়ছে। তবে, শনিবার তিথির সূচনা হওয়ায় বাঙালির উদ্‌যাপন শুরু হয়ে গেল। অক্ষয় তৃতীয়া আবার জগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা বা সরোবরে অবগাহন করে শীতল হওয়ারও দিন। জগন্নাথদেবের প্রতিনিধি হিসাবে মদনমোহন, ভূদেবী,

শ্রীদেবী, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, পাঁচ জন মহাদেব নরেন্দ্র সরোবরে যাবেন। তবে, এ যুগের ধারা মেনে সমাজমাধ্যমে অক্ষয় তৃতীয়া নিয়ে চর্চা চলছে। অনেকেই বলে দেবেন, অক্ষয় তৃতীয়া হল সত্য যুগের সূচনা, কুবেরের লক্ষ্মীদানভের দিন, ভগীরথের হাত ধরে গঙ্গার মর্ত্যে আবির্ভাব বা বিষ্ণুর পরশুরামের জন্মতিথি। অনেকের মুখে আবার ভবিষ্যপুরাণের কৃপণ ব্রাহ্মণ ও তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীর

কাহিনি। ব্রাহ্মণ তৃষার্তকে জল না-দিয়ে নরক দর্শন করেছিলেন। পরের জন্মে প্রায়শ্চিত্ত, কৃষ্ণদ্বানাদি করে তাঁকে পাপ মোচন করতে হয়। কৃষ্ণ, সুদামার কাহিনিও বলছে, মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের দরিদ্র বন্ধু সুদামার নিয়ে আসা অসামান্য উপহারের কথা। এই দিনটি তাই কেনাকাটা বা দানধানের জন্য শুভ। জলদানের পুণ্যলোভে শহরে জলসত্র অবশ্য এখন তত দেখা যায় না। তবে, সোনার দোকান কেনাকাটা

ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি ফোটাচ্ছে। স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা উৎসাহিত, শনি-রবি, তার উপরে অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ যোগ, দুটোই সোনার কারবারের জন্য অনুকূল। তবে, ধনতেরসে রাত ১২টা পর্যন্ত সোনার দোকান খোলা থাকলেও অক্ষয় তৃতীয়ায় অত ভিড় নেই। সাবেক যুগের অনেক কিছুই পান্টোছে। তবে, পুরনো অক্ষয় তৃতীয়ার সুরভি এখনও বহাল শহরে।

## অক্ষয় তৃতীয়ায় পূজো দিলেন প্রতিমা

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৩ এপ্রিল।। আজ শুভ অক্ষয় তৃতীয়া সমগ্র রাজ্যবাসীকে অক্ষয় তৃতীয়ার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। এদিন তিনি নিজ এলাকা তথা সোনামুড়া মহাকুমার কিছু রামঠাকুর সেবা মন্দিরে শ্রী শ্রী ঠাকুরের দর্শন করতে যান এবং কথা বলেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। এদিন তিনি রবীন্দ্রনগর স্থিত রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সমগ্র রাজ্যবাসীকে শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এরপর তিনি কথা বলেন মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। মন্দিরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিষয়ে কথা বলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন সিপাহী



জলা জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি পিণ্ডু আইস, সোনা আমরা নাগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান সারদা চক্রবর্তী, ভাইস চেয়ারম্যান শাহজান মিয়া এবং কাঠালিয়া ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শ্রীধাম শীল সহ অন্যান্যরা।

এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর আশ্রমে আগমন সম্পর্কে মন্দির কমিটির সম্পাদক সিদামশীল জানান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে পেয়ে তার আগ্রহ, মন্দিরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হয় মন্ত্রীর সাথে এবং মন্ত্রী তাদের জয়ন কর্মযোগে অশীদার হবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন।

## মন কি বাত অনুষ্ঠানে বাংলার নানা ঐতিহ্য তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়া দিল্লি: মন কি বাত-এর পুরো পর্ব জুড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রায়ই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রতি তাঁর বিশেষ ভালবাসার কথা প্রকাশ করেন। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সামনে আনা থেকে শুরু করে সেখানকার বাসিন্দাদের কাহিনি তুলে ধরা, সমস্ত কিছুই করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি প্রায়শই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বাংলার ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

একটি এপিসোডে প্রধানমন্ত্রী মোদি কলকাতা সফরের সময় নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর পরিকল্পনার কথা শেয়ার করেছেন। অন্য একটি এপিসোডে, তিনি রেডিওতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর শুনে তাঁর শৈশবের দিনগুলি কাটানোর কথা জানিয়েছিলেন।

১. প্রধানমন্ত্রী মোদি কলকাতায় ‘আকাশবাণী মৈত্রী চ্যানেল’ নামে একটি নতুন রেডিও চ্যানেলের উদ্বোধন করার জন্য রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এই রেডিও চ্যানেলটি কোন সাধারণ চ্যানেল নয়, কারণ এটি ভারতের প্রতিবেশী বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, সৌহার্দপূর্ণ এবং প্রাণবন্ত সম্পর্ক গড়ে তোলার দিকে একটি বড় পদক্ষেপ। আকাশবাণী মৈত্রী চ্যানেল এবং বাংলাদেশ বেতার কন্সেন্ট শোয়ার কারণে, যার ফলে উভয় পক্ষের বাংলাভাষী মানুষ অল ইন্ডিয়া রেডিওর অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারবে।

২. নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর পরিবারের সদস্যদের নিয়েও প্রধানমন্ত্রী নিজের কথা জানিয়ে বলেন, তিনি আগে কলকাতায়



নেতাজির পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং তাঁদের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ৩. প্রধানমন্ত্রী মোদি একটি এপিসোডে কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদের কথাও তুলে ধরেছেন।

৪. প্রধানমন্ত্রী মোদি পশ্চিমবঙ্গের বীশ্বরভৈরায় ৭০০ বছরের পুরনো ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের খবর তুলে ধরেছেন। “ভিবৌথি কুন্ডো মহোৎসব”, যা ৭০০ বছর ধরে বন্ধ থাকার পরে পুনরায় চালু হয়েছে। তিনি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অভিনন্দন জানান এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

৫. প্রধানমন্ত্রী মোদি পশ্চিমবঙ্গের অধ্যাপক শ্রীপতি টুডু সম্পর্কে বলেছিলেন। যিনি সঁওতালি সম্প্রদায়ের জন্য ‘স্বনীয়’ ওল চিকি’ লিপিতে ভারতীয় সংবিধানের একটি সংস্করণ প্রস্তুত করেছেন।

৬. প্রধানমন্ত্রী মোদি জানিয়েছেন, কীভাবে মোহাম্মদ চাষ কৃষকদের জন্য জনপ্রিয় বিকল্প হয়ে উঠেছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং-এর গুরুদুম গ্রামের উদাহরণ দিয়েছেন।

যেখানে ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও মধু মোহাম্মদ চাষ একটি সফল উদ্যোগ হয়ে উঠেছে।

৭. প্রধানমন্ত্রী মোদি পশ্চিমবঙ্গের নয়া পিংলা গ্রামের চিত্রশিল্পী সারমুদ্দিনের একটি ভিডিওর কথা উল্লেখ করেছেন।

৮. প্রধানমন্ত্রী মোদি উত্তর ২৪ পরগণার দেবী টোলা গ্রামের বাসিন্দা অয়ন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বার্তার কথা একটি এপিসোডে জানিয়েছিলেন।

৯ প্রধানমন্ত্রী মোদি পশ্চিমবঙ্গের পদ্ম পুরস্কার প্রাপক ৭৫ বছর বয়সী সুভাষিনী মিস্ত্রি সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস, ভারতে সুভাষিনী মিস্ত্রির মতো অনেক লোক রয়েছে, যারা সমাজের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং পুরস্কারের বাইরেও তাঁদের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

১০. প্রধানমন্ত্রী মোদি সুন্দরবন অঞ্চলে উৎপাদিত প্রাকৃতিক জৈব মধু সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, যেটি অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই অভ্যন্তরীণ। ১১. প্রধানমন্ত্রী মোদি কলকাতার রানা জনপ্রিয় বিকল্প হয়ে উঠেছে। ভারত গ্যালারির কথাও একটি এপিসোডে উল্লেখ করেছিলেন।

## সিকিমে বন্ধ করে দেওয়া হল ছাস্তু লেক-না থুলা!

গ্যাংটক: ফের সিকিমে তুষারপাত। পূর্ব সিকিমের ছাস্তু লেক, বাবা মন্দিরের যাওয়ার রাস্তায় তুষারপাত। না থুলা পর্যন্ত পর্যাটকদের জন্য “না” নির্দেশিকা জারি। জওহরলাল নেহরু মার্গজুড়ে সাপা বরফের পুরু চাদর। ১৫ মাইল পরাস্ত পর্যাটকদের ছাড়। সম্প্রতি তুষার ধসে ২ বাঙালি পর্যটক সহ ৭ জনের মৃত্যু হয় পূর্ব সিকিমে। তাই সতর্ক সিকিম প্রশাসন।

প্রসঙ্গত, এপ্রিলের শুরুতেই সিকিমে তুষার ধসে মৃত্যু হয়েছিল সাত পর্যটককে। নাথুলা বর্তারের কাছে তুষারধস হয়েছিল সেই সময়। তার জেরে সাত পর্যটকের মৃত্যু হয়েছিল। ওই ঘটনায় আহত হয়েছিলেন কমপক্ষে ৩০ জন। কমপক্ষে ৮০ জন পর্যটক বরফের পুরু আত্তরগের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিলেন। জওহরলাল নেহরু রোডের ১৫ মাইলে তুষার ধসের কবলে



পড়েছিলেন পর্যটকরা। যে রাস্তা গ্যাংটকের সঙ্গে নাথুলাকে যুক্ত করেছে। ভারত-চীন সীমান্তে অবস্থিত নাথুলা পাস পর্যটকদের কাছে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় জায়গা। নৈসর্গিক দৃশ্যের জন্য প্রচুর মানুষ সেখানে আসেন। কিন্তু অতিরিক্ত তুষারের কারণে অনেকেই নাথুলা পাসে যেতে

পারেন না। সিকিমে তুষারধসে মৃতদের মধ্যে ২ জন ছিলেন বাঙালি। তাদের একজনের বাড়ি কলকাতায়। অন্যজনের পূর্ব মেদিনীপুর। সেই সময় সিকিমে উদ্ধারকাজ চালাতে উ পহিচ্ছ হন এনডিআরএফের জওয়ানরা। তাঁরা ওই বরফের স্তূপের মধ্যে থেকে উদ্ধার কাজ শুরু করেন।

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ এপ্রিল।। ববিবাবে দুপুরবেলায় উদয়পুর খিলপাড়া বাজার এলাকায় দুই হকারের মধ্যে ব্যাপক মারপিটের ঘটনা হয়। একজন হকার গুরুত্ব যখন প্রাপ্ত হয় এবং তার মাথা ফাটিয়ে দেয়। আর এই বিষয়টিকে সামনে রেখে আরকেপুর থানায় রবিবার দুপুরবেলায় একটি মামলা দায়ের করে অভিযুক্ত হকারের বিরুদ্ধে। এদিকে থানার পুলিশ অভিযোগ পাওয়া মাত্র তদন্তে ছুটে যায় খিলপাড়া বাজার এলাকায় এবং অভিযোগের সত্যতা জানতে পেরে অভিযুক্ত অপর হকার কে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে আর কেপুর থানায়।





## ব্রাউন সুগার সহ ৩ নেশা কারবারি আটক

দ্বিতীয় বর্ষ প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২০ এপ্রিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় ওসি সহ বিভিন্ন পুলিশ কর্মকর্তা রাজকে নেশা মুক্ত করার লক্ষ্যে অভিনব প্রযোজনা চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যে প্রথম দিন দিন ব্রাউন সুগার ইয়াবা ট্যাবলেট ফেফিডিল সহ নেশা কারবারীরা প্রতিনিয়ত পুলিশের জালে ধরা পড়ছে। তেমনি বিশালগড় থানাও সেই অভিযান থেকে কোন রকম ভেদেই পিছিয়ে নেই। বিশালগড় থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি নেতৃত্বে বিশালগড় মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় প্রতিনিয়ত চাচ্ছে নেশা বিবোরা। অভিযান প্রতিনিয়ত প্রচুর পরিমাণে ব্রাউন সুগার সহ ফেফিডিল ইয়াবার ট্যাবলেট বিশালগড় থানা পুলিশের জালে ধরা পড়ছে। অন্যান্য দিনের

মতো শনিবার গভীর রাতে বিশাল গড়  
থানার ইমপেক্টর বিশ্বজিৎ দাস  
ইমপেক্টর মৃদুল মজুমদার সহ  
টিএসআর জোয়ান অভিযান চালায়  
অফিসটিলা সুব্রত দাস ওরফে লাঝা  
পিতার নাম রঞ্জিত দাস বাড়িতে

২৯ পিতার নাম বাসুদেব সরকার  
বাড়ির মধ্য লক্ষী বিল, প্রসেনজিৎ  
দাস বয়স পিতা নাম প্রাণতোষ দাস  
বয়স ২২ পূর্ব লক্ষী বিল। ৩ নেশা  
কারবারীকে প্রেফতার করে বিশালগড়  
থানায় নিয়ে আসেন। জানাযায় এই

যুব মালগেট কায়ে ব্রিটন সুগার  
হায়াবা টায়েলেট হাজাজে ব্রিটন করে  
ইয়াবান এবং যুব মালগেট ভিত্তি তৈরি  
করে ধ্বংস করে দিচ্ছেন অফিস  
তাদের যে মূল মাল্টারিয়ার  
শাসকদের রোমালিয়ার জর্ডয়ে  
দিনের আলোতে প্রতিনিয়ত বানসা  
চালিয়ে যাচ্ছেন। অফিস টিলা  
এলাকায় পূর্বেও শীতলিলা  
অনাকায় অভিনা চলিয়েছিল  
বিশালগড় থানার পুলিশ বিজ্ঞ  
অভিযোগ থানা পুলিশের  
অভিযানের পূর্বে এলাকাবাসী  
নেশাকাবারি পার্থ প্রতিম পালিত  
ওরেফে রানা বাড়িতে চড়াও  
বিশালগড় থানা পুলিশের হাতে তিন  
শিশু কারাবারি প্রেক্ষতার হওয়াতে  
অত্যন্ত ক্রুশি বিশালগড় মহকুমা বাসী  
তাদের বিরুদ্ধে বিশালগড় থানা  
মামলা এন্ড্রিপিএস অনুযায়ী মামলা  
প্রদেয় করেছেন।



অভিযান চালিয়ে ২১০ টা ব্রাউন  
সুগারের কণ্টেইনার ১৮০ টা নেপ  
ট্যাবলেট সহ সুব্রত দাস এবং অপর  
দুই নেশাকারবারী বিদ্যুৎ সরকার বয়স

৩ নেশা কারবারি বিশালগড় মহকুমা  
জোরে নেশার সাম্রাজ্য তৈরি  
করেছেন। প্রতিনিয়ত এ তিন নেশা  
কারবারী বিশালগড় বিভিন্ন এলাকায়

ডারইউনের  
'বিবর্তন' অধ্যায়টি  
বাদ দিল  
এনসিইআরটি

যায়াল্লিঙ্গ, ২৩ এপ্রিল।। মুখল  
আরান, হাফা গাভীর হাজারী  
নাওয়াব গাভস, গুজরাট দাদা  
থেকে গুরু করে দেশের প্রথম  
শিক্ষাক্ষেত্রী মৌলানা আদ্রেসে নাম  
করত সিলেবাথ থেকে বাদ দেওয়া  
পেশা সিলেবাথ স্কুল পাঠক্রম বিষয়ক  
সম্মত এনসিআরটিএর একের  
এক চমক দিয়ে টিচারে। কোনও  
প্রতিবেদী তারে টক নুড়ে না।  
এবার জানা গেল, সিবিএসই দেশের  
বিশ্ববিজ্ঞান সিলেবাথ থেকে  
বিরতন।। অধ্যাপকী পাকাপাকিভাবে  
বাদ দেওয়ারই সুপারিশ করেছে  
তারা। ২০১৮ সালের মানবসম্পদ  
উন্নয়ন গুপ্তের রিপোর্ট সত্যপাল  
সি ভারতউন্নয়ন ষষ্ঠী স্যালাঞ্জ  
করে আন্তর্জাতিক সেনিয়ার  
আয়োজনের সুপারিশ করেছিলেন।  
এক এ বেলন, প্রয়োজনে  
ভারতীয় স্কুল সিলেবাথ থেকে  
হারাইউন্নয়ন সিলেবাথ বাদ দেওয়া  
হোক। কারাত দেখা গেল,  
এনসিআরটি সেই পথেই হাটল।  
কোভিডের থেকে সাংকেপিক  
পাকাপাকি থেকে গুই অধ্যাপকী বাদ  
দেওয়া হয়েছিল। এবার সিলেবাথ  
ছোট করার যুক্তি পেয়েছে।  
পাকাপাকি বাদ দেওয়া জানিয়ে  
এনসিআরটি প্রবাস হাটয়ে  
এনসিআরটি কাছে সারা দেশের  
শিক্ষাবিদদের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদপত্র  
পাঠাচ্ছে ব্রেকিং সারেনে সোসাইটি।  
সংগঠনের বক্তব্য, প্রাণের সৃষ্টি,  
চারদর ভারতউন্নয়ন প্রতিবর্তন  
না। জানলে সিলেবাথের মূল  
বিষয় সম্পর্কেই গুয়াকিৎসাল হল  
না পড়ুয়ার। এতে তাদের  
সুপারিশকারী ক্ষতি হবে। অধ্যাপক ও  
বিশ্বজ্ঞানী লখনে, মানুষের সৃষ্টি  
কীভাবে হল, কীভাবে বা তারা  
বর্তমানে অবস্থায় এল, তা নিয়ে

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, বিশালগড়।  
২৩ এপ্রিল। জম্মুইজলা খুনগু  
চাই ঠাকুরপাড়া সড়কে সংঘটিত  
হত্যার মেরুমাথায় স্মৃতিস্তম্ভ  
গুরুতরভাবে আহত শিশু সহ ৪ জন  
রবিবার বিকেল ৫:৩০ মিনিটে  
অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে কর্মীরা উদ্ধার  
করে নিয়ে যান জম্মুইজলা  
খেরেবড় হাসপাতালে সেখানে  
তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায়  
আহতদের তাদেরকে জিবিপি  
হাসপাতালে রেফার। জানাযায়  
টিআর ০১ ৫৮২৫ নাম্বারের স্কুটি

বাজারে যাছিলেন ঠিক অপর দিক থেকে টিআর ০১ সি ৯৩৪৫ নম্বরে বাইক নিয়ে টিএসআর



জোওয়ান পরিবার সহ খুমলঙ

যাচ্ছিলেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চতুর্থ  
ঠাকুরপাড়া সড়কে মুখোমুখি সংঘর্ষ

১-এর পাতায় দেখুন

ফিরছে মাস্ক  
ফের নতুন  
ভ্যারিয়ান্ট!

ন্যামির্নি, ২৩ এপ্রিল। বঙ্গের উদ্ভাস  
বাড়িতে কয়েক সন্ধ্যা। আবার  
করোনাব্যভাবের কারণে নতুন  
ভারিয়াক্টের হদিস মিলল। এখানে  
মিলল ইয়াকোবে। ইয়াকোবে  
করোনার নতুন এই ভারিয়াক্টের  
হদিস মিলল। ইতিমধ্যে সেইজন্য  
ভাইরাসে ২ জন আক্রান্ত  
হয়েছেন। ফলে করোনা-পরিষিদ্ধি  
সেখানে নতুন করে ঊর্ধ্বে  
বাড়ছে। সশীকার বৃদ্ধকে  
এবারে ১.১৬ নামের  
ভারিয়াক্টের অস্তিত্ব মিলেছে।  
ভারতের। ভারতের একদিনের  
কোভিড-ট্যাগি এর মধ্যে ৮০০  
পেলে। ১২৬ দিনের জায়গায়  
হল। অ্যাকটিভ কেসের সংখ্যা  
দাঁড়াল ৫,৩৮১। ভারতে বাড়ল  
১২৬ দিনের জায়গায় ফের।

লোকসভা ভোটের  
আগেই খুলবে  
অযোধ্যার রামমন্দির  
ও মসজিদ

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল। জোর কদমে চলছে কাজ। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে অবধার মাসজিদ নির্মাণ। ইংল্যা-ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে। অনাদিকে, জোর কদমে চলছে রামমন্দির তৈরির কাজও। ২০২৪-এর জানুয়ারিতেই তা ভক্তদের জন্য খুলে যাওয়ার কথা। অর্থাৎ ২৪-এর লোকসভা

**১৭-এর পাতায় দেখুন**

# মার্চের শেষেই লোকসভা ভোট? ফেব্রুয়ারিতে বিজ্ঞপ্তি

সামাদির, ২০ এপ্রিল। ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটে শুরু হয়েছিল এপ্রিল সামান্য কিন্তু ২০২৪ ৪৫ এপ্রিল নর্থ, মাচেই হতে পারে নির্বাচন। অর্থাৎ, সামান্য এপ্রিল আসতে পারে লোকসভা ভোটেই সময়। ভূতত্ব এপ্রিলে সম্ভাবনা ক্রমশ সূর্য হতেছে। জানা যাচ্ছে, আগামী বহুত্ব ফেব্রুয়ারির শুক্রতে এপ্রিল সরকার ভোটে অন অ্যাকটাইস্ট পেতে পারবে। তারপর, ওই মাসেই ভোটে নির্ধারিত ঘোষণা দিয়েই পারে নির্বাচন কমিশন। সেই কারণে দল এবং সরকারের কাছে প্রস্তুত থাকার বার্তা অমিত শ্বংগ নারহ মোদি এবং অমিত শ্বংগ নির্বাচনজনে, এমন থেকে সরকারের নির্বাচনমুখী মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। ২০২৪ সালের মাচেই ভোটে পর নিয়ে অস্বাভাবিক থেকেই প্রার্থী বাছাই শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপ শীর্ষ

তৃত্ব। এরাপারে দলীয় ভাবে  
পেশার্টের সামান্য কিছু বেসরকারি  
শেখারদার শীক্ষা সংকলিত করে  
লাগিয়েছে গেমস শিবির  
এমনি-নেতাদের ভাবমূর্তি খতিয়ে  
লেনে প্রাণী বাহ্যে চুড়ান্ত করা হবে  
সকলজ্ঞানিত সুখের, আগামী বছর  
ফেরজারিতে তা পেশের আগে  
বাতে বান্দাদের পুরো অর্থ ব্যয়  
করার জন্য সমস্ত মন্ত্রককে কঠোর  
নির্দেশিকা দেওয়া হচ্ছে। ৪৫ নং  
কোষ্টারকার বাজেট বান্দাদের মধ্যে  
সরাসরি জনস্বার্থে নেওয়া  
কমপলিক্সে অগ্রাধিকার দিচ্ছে-  
প্রধানমন্ত্রী। জনস্বার্থে মামের পক্ষে  
সেগুলির অনেকটা কাজ এগিয়ে  
রাখা হবে, প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গদে  
এই ছবি, অশ্রুপূর্ণ বিজয়ের অভ্যন্তরে  
নতুন মুখের খোঁজে বাস্তবতা হুদে  
জমা যাচ্ছে, অন্তত ৬০ শতাংশ  
এমপি আর টিকিট পাবেন না  
তাদের পরিবর্তে খুঁজতে কাজ

নাগোনা হয়েচে পেশবার  
সমীক্ষকের কোন সাংসদের  
সকল পাফফর ম্যান, কোন  
লোকসভা ফেল্ডে কোন বিশেষ  
নোভার ভাবমুদ্রি ভালো, সেন্স-  
তার খণ্ডিয়ে দেয়াহেচ। দরদার  
স্তবের রিচার্চ স্বেদসমীক্ষার  
খাচিচি করবে কেন্দ্রীয় নতুন  
তারপরই হবে চূড়ান্ত প্রাণী মাই  
২০১৯ সালের তুলনায় ২০২৪'র  
বিশ্বেজ একডায়ে অব্যাক কাগ  
আসনে লড়াই করবে। কারণ  
একবার্ষিক আঞ্চলিক নল এন্ডিও  
হেডে বেরিয়ে গিয়েছে। সেই  
১৯৯৬ সালের পর এরকম  
জটিলসীমাই অবস্থা বিশ্বেজার আর  
নয়। সুতরাং ৪৫টিং মধে  
সিহেভাগ আসতেই প্রাণী বুঝে হবে  
করা মোদি-শাহের কাছে এখন  
রীতিমতো চ্যালেঞ্জ। তবে প্রস্তুতি  
কোনও ফাঁকা রাখা হচ্ছে না।

**৷ ৭-এর পাতায় দেখুন**

## চুনোপুঁটি নেশাকারবারীদের আটক

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, সাক্ষর, ২৩ এপ্রিল। বিগত বছর খানেক ধরে সাক্ষর মহকুমার অবসন্ন যুবকদের ডাগপাং ইয়াংবা টাংলেপের (নোমামা) আসক্ত হয়ে পড়েছে। আর এখানে নোশা সামগ্রীগুলি যুব সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সমস্যা জড়িত রয়েছে। সাক্ষরমে প্রভাশাণী বোঝে কিছু ডাগপাং (বোম্বা) বারাদেই ব্যবসা চালাচ্ছে বিভিন্ন গ্রুপের বিজনেসের আড়ালে। গত বেশ কিছুদিন আগেও সাক্ষরমে প্রভাশাণী বিক্রি কিনা মেন্ডেলেক লাই থেরে প্রচুর পরিমাণ নোশা সামগ্রী উদ্ধার করেছিল পুলিশ। গণ্য বিবেকনামের এতেকিলেক লাই ন্যু এমম আরো একটি সাক্ষরমে দেখা যাবে। সাক্ষর শহরের প্রভাশাণী কিছু বারাদসীএর হয়ে থরে সাক্ষর শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। আর নোশা

সামগ্রীগুলি। যার কবলে পড়ে  
প্রতিনিয়ত সাক্ষম থানায় এ  
মা-বাথার নিজের ছেলেদের নিয়ে  
মামলাও নথিভুক্ত করে যাচ্ছে  
সাক্ষম থানাও এসি জায়গা দে একা  
টিম গঠন করে প্রতিনিয়ত  
কিভাবে যাবার দেরে ও দেশের  
সেবনক্ষত্রেরে থানায় করে চলবে  
এবং বেশ কিছু নেশা কারবার  
দেখে সমস্ত হলেও বেশ কয়েকজন  
বড় নেশা কারবারি বর্তমানে সাক্ষম  
থেকে পিটি জায়গা দে এর বা  
যাচাই করা যায় দিয়েছে থানায়  
তারপরেও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে  
পুলিশ তাদের ধরার জন্য। সাক্ষম  
থানাও এসি জায়গা দে জানিয়ে  
বেশ কিছু ড্রাগস কারবারিদের লিস  
তেরি হয়ে গেছে সমস্ত সাপেক্ষ  
তাদের উঠিয়ে আনা হবে বলে  
জানা উঠিয়ে থানার ও

অন্যদিকে শনিবার রাত দশটা ক্রিশ-নাগাত সারুম থানার পুলিশের হায়েতা আটক রাউন্ড সুগার এবং ইয়াবা ট্যাবলেট সহ দুই যুবক তাদের নাম অভিভূৎ দাস, পিতা: উৎপল দাস অন্য জন্মের নাম- সুসু দাস, পিতা: কৃষ্ণদাস দাস। উভয়েরই বাড়ি সারুমের নন্দনাম এলাকা। শনিবার রাতে এই দুই নেশা কার বাড়িভাঙে সারুম থানার পুলিশ গ্রেফতার করে সারুম থেকে কঠোরে ছড়ি বাতায় রাস্তায় ফেরান লিকার সহ খলংগা রাস্তা থেকে। পুলিশ তাদের বাইকে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করে ইলাহেভেন পয়েন্ট টোপা গার্ল প্রাউং সুগার ও ৭৭ টি ইয়াবা ট্যাবলেট এ বিষয়ে ২০ শে এপ্রিল রবিবার বিস্তারিত জানান সারুম থানার এজ ডয়ড দে।


## রেশন কার্ড প্রসঙ্গে নয়। নির্দেশ

ন্যায়ালিঙ্গ, ২০ এপ্রিল। রেশনের মাধ্যমে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য বণ্টনের পাশেই রয়েছে দেশের বর্তমান মানুষ। পাশাপাশি, রেশন ব্যবস্থায় যথার্থ বণ্টনের ফলে প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হচ্ছে দরিদ্র ও নিচুতলার মানুষ। মানুষের আয় আরও বেশি সুযোগ সুবিধা দেশবাসী পাবে তাই কারণে তৎপর সরকার। তাই সরকারের তরফে জনগণের সুবিধার্থে রেশন ব্যবস্থায় আনুগত্য পরিচয়ন নিয়ে আসা হয়েছে। ইতিমধ্যেই গুয়া শহর, ওয়ান রেশন কার্ডের আওতা দেপের নেকোনও প্রান্ত থেকেই রেশন নেওয়ার ব্যবস্থা শুরু করা হয়েছে। যাতে পরিষ্রাণী শ্রমিকরাও এই পরিষেবা পেতে পারেন যে কোনও কর্মক্ষেত্রে পাবে। ইতিমধ্যেই প্রায় ২৮.৫ কোটি পরিষ্রাণী শ্রমিকই শ্রম স্টোলে নিজেদের নাম নথিভুক্ত

হয়েছে। যখনও, সেখানে ৮ কোটি শ্রমিকের নাম নথিভুক্ত হযনি রেশন কার্ডে। এদিকে, এই রিপোর্ট সামান্য আশার পরই নয়। নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের তরফে শুধু তই নয়, শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে তিন মাসের মধ্যেই সমস্ত রিপাবলী শ্রমিকদের রেশন কার্ড দিয়ে দিতে হবে। এই সমস্যা জানা জরুরি, একটি পিআইএম ফাইল করে জানাও হবে যে, কনগ্রেসের মত ভয়াবহ মহামারীকরণ সত্ত্বেও তিনজাতি কার্যকর বৎ শ্রমিকদের শ্রমিক নিজেদের রাজ্যে ফিরে এসেছিল। এদিকে, তিনজাতিরা যেসকল তাঁরা এসে কাজ এবং খাবারের বিষয়ে বড় সমস্যায়াপড়েন। সেই অবস্থায় প্রতিক্রিয়া আসালত নির্দেশ দেয় যে, ওই রিপোর্টারী শ্রমিকরা যাতে তাদের

খাদ্য সুরক্ষা সমিতি সেই দিকটা অত্যন্ত  
খণ্ডিত দেখতে হবে। এদিকে, যে  
অংশে আলাপতাল জানিয়েছিল যে,  
জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের সংশোধন  
দেশের ই-হস্ত গোপালদের সামাজিক  
রেফেচলেতে হবে। পাশাপাশি, সেই  
সময়ে কেন্দ্রের প্রকৃষ্ণ বিপোর্টের  
মাধ্যমে বলা হয়ে যে, প্রায় ৮ কোটি  
অপভক্তকে কেন্দ্র এনএফএ-এর  
আওতাধীন আনা হয়েছে। কিন্তু তখন  
মধ্যে আবার ৮ কোটি শ্রমিকের রেশন  
কার্ড নেই। এই প্রসঙ্গে তানবী চ্যামার  
করত (১৯)।  
এখনও য়াঁরা রেশন কার্ড পাননি  
তাদের রেশন কার্ডের ব্যাবস্থা করে  
দেওয়া সম্ভব নয়। কেন্দ্রশাসিত  
অঞ্চলসমূহ দায়িত্ব। আলাপতাল ও মালেক  
মধ্যে ওই নিশ্চিৎ সংখ্যক শ্রমিকদের  
রেশন কার্ড ইস্যুর ক্ষেত্রে উপস্থিত  
ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশও দিয়েছেন  
রাজা ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলওদিকে।

CMYK+



## **THE HOPE**

*Passion For Caring...*

---

**চোখের ছানি অপারেশন  
(ফেকেশ সার্জারী)**

**কলকাতার প্রখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ**

**ডা. তনুশ্রী চক্রবর্তী**  
(MBBS, DO, DNB)  
(কাটাটাক্স সার্জারী ও ট্রাুমামা স্পেশালিস্ট)

অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে বিনা ইনভেঞ্কাশনে  
বিনা রক্তপাতে, বিনা ব্যথায়  
**শুধুমাত্র ড্রপ-এর মাধ্যমে**  
চোখের ছানি অপারেশন শুধা  
ফোকো সার্জারী করবেন।

**৩০ শে এপ্রিল ২০২৩, রবিবার**

মুম্বাইয়ে জন্মের যেকোন সমস্যা ও চোখের ছানি (ফেকো) অপারেশনের জন্য ফোকাস করুন-

③ খেজুরবাগান, এয়ারপোর্ট রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ)।  
📞 8014251101 / 8798610070

---

**ব্রেস্ট ক্লিনিক**

**কলকাতার AMRI হাসপাতাল-এর  
প্রখ্যাত ব্রেস্ট স্পেশালিস্ট**

**ডা: তান্তি সেন**  
(MBBS, MS, MGIMS)  
(মিজাগীর গুদাম, ডিপার্টমেন্ট অফ ব্রেস্ট মিজিজেজ)



## **THE HOPE**

*Passion For Caring...*

হৃদযন্ত্রের প্রথম পর্যবেক্ষণ রেডিওন চে-চোখের পরীক্ষা

**ব্রেস্ট-এ নাম্প, ব্রেস্ট টিউমার,  
ব্রেস্ট টিউমারকুলোসিস,  
ব্রেস্ট ক্যান্সার, ব্রেস্ট সার্জারি  
ইত্যাদি জটিল সমস্যার  
পরামর্শ দেবেন।**

**২৬শে এপ্রিল ২০২৩, বুধবার**  
(সবকাল ১১ টা হইতে দুপুর ৭ টা পর্যন্ত)

ব্রেস্ট-এর যেকোন সমস্যার চিকিতসা পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন-  
খেজুরবাগান, এয়ারপোর্ট রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ)।  
📞 87986 10073/87986 10070

**প্রগতি আয়ুর্বেদ সেন্টার**

১০০% পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত      হার্বাল চিকিৎসা কেন্দ্র

**যৌন সমস্যায় ভুগছেন ?**

প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও নারীর সমস্ত  
রকমের ক্রনিক, অস্টি, যৌনরোগ এবং  
পেটের রোগ, চর্ম রোগ, গ্যালার্ডি,  
শ্বাসকষ্ট, জয়েন্ট পেইন, অর্শ সহঃ সমস্ত  
রকমের নেশামুক্তির বিধাসমূহা  
প্রতিদান "।

**আগরতলা**

**: 8974 986 748**  
**: 9436 564 861**

বনমালীপুর, পূর্ব থানার পিছনের রাস্তা

প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত প্রতিদিন থোনা (রিবিবার সহঃ যে কোর  
ফিটর নিবেও থোনা থাকে) কোর বোঝাওস করে চলেপার আসুন।

## অত্যাধুনিক প্রযুক্তির আসছে সীমান্তে

**নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল।** বলিউড বা হলিউডের কেনাও আশ্চর্যন সিনেমা নাহলে ভুল হতে পারে! কপ্টার বা যুদ্ধবিমান ছাড়াই 'সুপারম্যান'-এর মতো আকাশে উড়তে পারবে ভারতীয় সেনা? ঘণ্টায় প্রায় ৫০ কিলোমিটার গতিতে ওড়া যাবে। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও এটাই সত্যি! শত্রুপক্ষকে নজরে রাখতে ভারতীয় সেনায় এমনই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির আমদানি করছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। সেনার জন্য মন্ত্রক জেটপ্যাক সুইরে বরাত দিচ্ছে। পাকিস্তান, চীনের দুর্গম সীমান্তে এই বিশেষ পোশাক পরে 'পাখির চোখে' নজরদারি চালাতে পারবেন ওওয়ানরা। শুধু তাই নয়, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আনা হচ্ছে সেনার 'অ্যানিয়ামলা ট্যাকপোর্টার' স্কেডেও। দুর্গম পাহাড়ি পথে মালপ্রব বহনের জন্য আসছে 'রোবট যাকর'। কী এই জেটপ্যাক স্ট্রাং? আদ্যে উজ্জ্বলমুখ

বিশেষ ধরনের পোশাক, যা পরে মানুষ আকাশে উড়তে পারে। ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসেবে তরল গ্যাস ব্যবহার করা হয়। ওড়াউড়ি নিয়ন্ত্রণের জন্য হাতেই থাকে অপারেটিং সিস্টেমের রিমোট। হলিউডের একাধিক সিনেমায় এই সুইচের ব্যবহার আগেই দেখা গিয়েছে। সম্প্রতি 'পাঠান' ছবিতে শ্রীকৃষ্ণ খান এবং জন আব্রাহামকে

এই ধরনের সুট পরে উড়তে দেখা গিয়েছে। এবার সেটা আসছে সেনার হাতে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সুসজ্জা জানা গিয়েছে, আপাতত ৪৮টি জেটপ্যাক সুট কেনা হবে। তার জন্য তেঁতার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তেঁতারের শর্তে বলা হয়েছে, সুট তৈরিতে ৬০ শতাংশ ভারতীয় জিনিসপত্র ব্যবহার করতে হবে।

**১১-৭-৭৭ পাঠায় দেখুন**